শাক্যমুনিচরিত

ও

নির্ব্বাণতত্ত্ব।

প্রথম ভাগ

স্বর্গীয় সাধু অঘোরনাথ

প্রণীত।

তদনুগ বন্ধু কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

"বুদ্ধং জ্ঞানমনন্তং হি আকাশবিপুলং সমম্।
ক্ষপয়েৎ কল্পভাষিতো ন চ বুদ্ধ গুণক্ষয়ঃ॥"

ললিতবিস্তরঃ।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট,

"মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে"

কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮২৫ শক।

মূল্য ॥০ আনা মাত্র

পাঠকগণের প্রতি বিশেষ নিবেদন।

স্বর্গগত ব্যক্তির কোন গ্রন্থ প্রচার করিবার যিনি ভার গ্রহণ করেন, তাঁহার গুরুতর দায়িত্ব। গ্রন্থকর্ত্তা জীবিত থাকিলে মুদ্রাঙ্কন সময়ে যাহা করিতেন, যিনি সম্পাদন করিবেন তাঁহার প্রতি সেই ভার নিপতিত হয়। গ্রন্থকর্ত্তা যদি একবার মাত্র লিখিয়া গিয়া থাকেন আর দ্বিতীয়বার দেখিবার অবকাশ না পাইয়া থাকেন, তবে এ দায়িত্ব যে আরও কত গুরু হয় তাহা বলা যায় না। স্বর্গীয় সাধু অঘোর নাথ বিরচিত "শাক্যমুনি চরিত ও নির্ব্বাণতত্ত্ব" সম্বন্ধে এই শেষোক্ত অবস্থা ঘটিয়াছে। কাজেই যে সকল গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে মিলাইয়া গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কন করিতে হইতেছে। এই ব্যাপারে এবং অন্যান্য কারণে গ্রন্থ শীঘ্র প্রকাশ হইতে পারিল না। অনেকে গ্রন্থখানি দেখিতে ব্যাকুল হইয়াছেন, সম্পাদককে কার্য্যান্তরে স্থানান্তরিত হইতে হইতেছে সুতরাং শাক্যের "বৈরাগ্য ও নির্ব্বাণ" পর্য্যন্ত প্রথম খণ্ড বাহির করা গেল। অবলম্বিত গ্রন্থগুলির সঙ্গে মিলাইতে গিয়া কোথাও কোথাও কিছু বাড়িয়াছে, কোথাও কোথাও কিছু সংশোধন করিতে হইয়াছে। ইহা দ্বারা গ্রন্থকারের ভাষা প্রণালী প্রভৃতির কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। এখন যে ভ্রম দৃষ্ট হইবে তাহা স্বর্গীয় সাধুর নহে, সম্পাদকের। মূলগ্রন্থের পাঠের ব্যতিক্রমে কোথাও ভুল রহিয়া গিয়াছে যেমন ৩৪ পৃষ্ঠার

গাথায় "আপায়াশ্চ" পাঠ থাকাতে অর্থ "জলসমূহ" লিখিত হইয়াছে, বস্তুতঃ পাঠ "অপায়াশ্চ" অর্থ অপায় সমূহ হইবে। পাঠকগণের চক্ষে ঈদৃশ ভুল বাহির হইলে যদি আমাদিগকে জানান, আমরা বাধিত হইব

সম্পাদক

শাক্যমুনিচরিত

ও

নির্ব্বাণতত্ত্ব।

রাজা শুদ্ধোদন ও মায়াদেবী।

এই ভারতভূমি অতি পুণ্য ভূমি ও অতি অপূর্ব্ব স্থান এখানে কত মহাত্মারাই জন্ম গ্রহণ করিয়া দেশকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন ; কত অমূল্য সত্য রত্ন দিয়া দেশকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন যখন আর্য্যকুলতিলক ঋষিগণ মনোহর আশ্রমে উপবেশন করিয়া সমতানে সমস্বরে সেই আদিদেবদেবের স্তুতিবাদ করিতেন আর সামগানে তাঁহার মহিমা বর্ণন করিতেন, তখনকার কি অপূর্ব্ব ভাব ছিল, স্মরণেও সুখোদয় হয় যখন নৈমিষারণ্যে শ্বেতশ্মশ্রুধারী দীর্ঘকায় তেজঃপুঞ্জ শুদ্ধচেতা মুনিগণ ভগবদ্গুণগান করিতে করিতে ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা ও শ্রবণ করিতেন, তখনকার কি স্বর্গীয় ভাব, মনে হইলে চিত্ত আনন্দনীরে ভাসমান হয় যখন ধ্যানস্তিমিতলোচন সমাধিস্থ যোগিগণ একাগ্রমনে পর্ব্বতকন্দরে বা সরযূতটে ব্রহ্মধ্যানে মগ্ন হইয়া চিদানন্দ পুরুষের দর্শনে অপার যোগানন্দ সম্ভোগ করিতেন, তখন ভারতের কি সুখের দিনই ছিল, ভাবিলেও চিত্তে আনন্দসঞ্চার হয় কিন্তু কলিকালেতে

সকলই বিলুপ্ত হইল শেষ যখন ব্রাহ্মণ জাতিরা অত্যন্ত অহঙ্কারে মত্ত হইলেন, বৈদিক শুষ্ক ক্রিয়াকলাপই ধর্ম্মের সার করিয়া মানিতে লাগিলেন, ব্রহ্মদর্শন আত্মসংযম যোগ তপস্যা চিত্তশুদ্ধি দয়া দাক্ষিণ্যাদি আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অসার যাগ যজ্ঞ পশুবধ প্রভৃতি ঘৃণিত হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন ; আপনারা পুরোহিত ও শ্রেষ্ঠজাতি বলিয়া জনসমাজের প্রতি অন্যায় আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিলেন ; ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর জাতিকে পদদলিত করিয়া কীট পতঙ্গের ন্যায় ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন , বিধাতার রচিত সুন্দর মানবপ্রকৃতিকে তুচ্ছ করিয়া কেবল বেদের দোহাই দিয়া আপনাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে যত্নবান হইলেন , যখন ব্রাহ্মণদিগের স্বার্থপর জীবনের দ্বারা বাসনা, তৃষ্ণা , কামনা, নিষ্ঠুরতা ও স্বার্থপরতার ধর্ম্মই হিন্দুসমাজে দিন দিন প্রচারিত হইতে লাগিল , তৎকালে অসার ইন্দ্রিয়সুখভোগ ও বিলাস না কমিয়া বরং ধর্ম্মসাধনের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন সাধারণ জনগণ ধর্ম্মান্ধ, ব্রাহ্মণেরাই মনশ্চক্ষুর দাতা, তাঁহারা লোকদিগকে যে দিকে চালাইতেন লোকে সেই দিকেই চলিত, সুতরাং প্রাণহীন মৃত দেহের যেরূপ দুর্গতি হয় আর্য্যধর্ম্মের তদ্রূপ দুরবস্থা ঘটিল ; ভাবহীন কতকগুলি শুষ্ক অনুষ্ঠানে ধর্ম্ম পরিণত হইল । বেদই সমুদায় জ্ঞানের চরম ; মানবের চিত্তে বেদ বহির্ভূত আর জ্ঞান নাই কর্ত্তব্যও নাই এই মত দৃঢ় হইল বাস্তবিক মানুষের স্বাধীনতা একেবারে বিলুপ্ত হইল। ঈশ্বরদত্ত সহজ জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি ও প্রেম ভক্তির ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গেল বেদে বিশ্বাস-না করিলেই নাস্তিকতা তখন প্রতিগৃহস্থের গৃহে যজ্ঞার্থ অসংখ্য অসংখ্য পশু বধ হইতে লাগিল।

বাস্তবিক তৎকালে ভারত সেই অপবিত্র রক্তপ্লাবনে প্লাবিত হইয়াছিল, ঘরে ঘরে সোমরসপান ও মাংসাহার প্রচুর পরিমাণে প্রচলিত হইল যজ্ঞানুষ্ঠানের নামে আর্য্যনরনারী বিলক্ষণ মদ্য মাংসের বশীভূত হইয়া আসুরিক ধর্ম্মের আধিপত্য বিস্তার করিলেন এই সময়েই আর্য্যবংশীয়েরা অত্যন্তহীনাবস্থায় উপনীত হইয়া কলঙ্কের ধ্বজা উড়াইলেন বিধাতার রাজ্যে একাদিক্রমে অন্যায় অত্যাচার আর কত কাল চলিতে পারে মানবজীবন আর কত দিন অশেষ ক্লেশ সহ্য করিতে পারে জনসমাজ আর কত কাল দুরাচারী পাপভারাক্রান্ত লোকদিগকে বহন করিয়া যন্ত্রণাভোগ করিতে সক্ষম যিনি ভুবনবিজয়ী বিশ্ববিধাতা, তিনি নিয়ত জাগ্রৎ থাকিয়া এই মানবজীবনের পরিচালক হইয়া স্থিতি করিতেছেন; তিনি মানবমানবীর আধ্যাত্মিক গতি ও লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া যুগে যুগে কত প্রকার লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন; তিনি যে সকলের মজ্জা ও অস্থিগত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। তিনি কি আর ভারতের এরূপ অবস্থা দেখিয়া উদাসীন থাকিতে পারেন?

বস্তুতঃ যে ধর্ম্মের আশ্রয়ে থাকিলে মনুষ্যের সমুদায় দুঃখের অবসান হয়, অন্তরে শান্তিসমীরণ সঞ্চারিত হইতে থাকে, হৃদয় দয়াতে দ্রবীভূত হইয়া কেবল পরসেবাতে নিযুক্ত হয়, আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়া মানবনিচয়ের সুখে সুখী হয়, সেই ধর্ম্মের আশ্রয়ে থাকিয়া কি না তখনকার আর্য্যগণ ঘোর মায়াতে বদ্ধ হইয়া পড়িলেন; অধর্ম্ম, পাপ, নিষ্ঠুরতা, অহঙ্কার, অত্যাচার করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না এসকল দূর করিবার জন্য স্বয়ং বিধাতাই নিয়ত প্রস্তুত রহিয়াছেন। এই সময়ে বাস্তবিক একটী

ধর্ম্মবিপ্লব প্রয়োজন হইয়া পড়িল জনসমাজের দূষিত দুর্গন্ধ বায়ু বিশুদ্ধীকৃত করিবার জন্য এক বজ্রসম মহাতেজস্বী পুরুষের আবির্ভাব নিতান্তই আবশ্যক হইয়া পড়িল জনসমাজ বিশৃঙ্খল ঘোর বিপদাক্রান্ত ব্রাহ্মণেরা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মাধর্ম্ম, বোধাবোধ, কাণ্ডাকাণ্ড পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া নিজ ইষ্টসাধনে যত্নবান্ হইলেন, শাস্ত্রীয় মর্ম্ম পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়া স্বীয় অভিপ্রায়ানুযায়ী উহার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন এই বিপ্লব দূর করিবার জন্য মহাশক্তিশালী শাক্য ভারতে অবতীর্ণ হইলেন শাক্য যথার্থ অগ্নিময় তেজোময় জীবন লইয়া তৎকালে উপস্থিত হন তিনি অন্ধকারের মধ্যে প্রকাণ্ড আলোক, মৃত্যুর মধ্যে জীবন, অসাড়তার মধ্যে অনুপম অলৌকিক তেজ তিনি বিলাসের মধ্যে পরম বৈরাগ্য, আসক্তির মধ্যে পরম নির্ব্বাণ, নিষ্ঠুরতার মধ্যে বিপুল দয়া, অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতার মধ্যে বিনয় ও আত্মবিনাশরূপে অবতীর্ণ হইয়া অধর্ম্মের প্রতিবাদ করিতে আসিলেন ইনি জলন্ত অগ্নি, ইনি সাক্ষাৎ মহাশক্তি, ইনি জীবের নিকট প্রত্যক্ষ দয়ার অবতার

নেপালের পার্ব্বত্য প্রদেশের সন্নিকট রোহিণী নদীতীরে কপিলবস্তু * নগর সংস্থাপিত ঐ নগর কাশীর উত্তর পূর্ব্ব ৫০ ক্রোশ দূরে গোরক্ষপুরের নিকটবর্ত্তী শুদ্ধোদন নামে এক পরম ন্যায়বান্ রাজা তথায় বাস করিতেন তিনি পবিত্রান্ন ভোজন করিতেন বলিয়া শুদ্ধোদন নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন কিন্তু রাজা শুদ্ধোদন শাক্যবংশসম্ভূত শাক্য কোন আভিধানিক শব্দ নহে। ইক্ষ্বাকুবংশ হইতেই শাক্যনামকরণ হয়। কথিত আছে-

* বর্ত্তমান নাম কোহানা।

যে ইক্ষ্বাকুবংশের কোন পূর্ব্ব পুরুষ পিতৃশাপে আক্রান্ত হইয়া গৌতমবংশীয় কাপিল নামক মুনির আশ্রমে গিয়া লুকায়িত ভাবে শাক (শেগুণ) বৃক্ষে বাস করিয়াছিলেন তদবধি শাক্য নামে ঐ বংশ অভিহিত হয় বোধ হয় এই কারণেই বোধিসত্ত্বের নাম শাক্যসিংহ হইয়াছে অর্থাৎ শাক্যবংশের শ্রেষ্ঠ " যাহা হউক রাজা শুদ্ধোদন ধর্ম্ম ও ন্যায়পরতার সহিত রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন। তাঁহার রাজ্যে প্রজারা অপূর্ব্ব সুখে কাল যাপন করিত, কোন প্রকার দৌরাত্ম্য বা অত্যাচার সহ্য করিতে হইত না। রাজা বাস্তবিক অমায়িক দয়ালু ও দরিদ্রপোষক ছিলেন তাঁহার রাজ্যে দীন দুঃখীরা ক্লেশ পাইত না। সকলেই সন্তুষ্টচিত্ত ও পূর্ণমনোরথ ললিতবিস্তরের তৃতীয় অধ্যায়ে রাজা শুদ্ধোদন ও রাজমহিষী মায়া দেবীর চরিত্র যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে তাহা সর্ব্বদোষশূন্য বলিয়া বোধ হয়। আমরা তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম

রাজা শুদ্ধোদন "নাতিবৃদ্ধোনাতিতরুণোঽভিরূপঃ সর্ব্বগুণোপেতঃ শিল্পজ্ঞঃ কালজ্ঞ আত্মজ্ঞো ধর্ম্মজ্ঞস্তত্ত্বজ্ঞো লোকজ্ঞো লক্ষণজ্ঞো ধর্ম্মরাজো ধর্ম্মেণানুশাস্তা " বাস্তবিক তিনি অতি বৃদ্ধও নহেন অতি যুবাও নহেন অর্থাৎ প্রৌঢ়াবস্থার লোক ছিলেন। এদিকে প্রিয়দর্শন ও রূপবান্ পুরুষ বলিয়া পরিচিত রাজা সর্ব্বগুণান্বিত ও শিল্প শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন তিনি সময়োচিত ব্যবহার বিলক্ষণরূপ জানিতেন, আত্মপরিচয় বেশ রাখিতেন, ধর্ম্ম ও বিবিধ তত্ত্ব সুন্দররূপে অবগত ছিলেন মানবচরিত্রও বেশ বুঝিতে পারিতেন লক্ষণালক্ষণ তাঁহার বিদিত ছিল। তিনি ধর্ম্মরাজ, ধর্ম্মানুযায়ী রাজ্য শাসন করিতেন রাজার

ধর্ম্মপত্নী মায়াদেবী অনুরূপা রাজ্ঞী ছিলেন। তিনিও অতি সুরূপা আলেখ্যবিচিত্রদর্শনীয়া সত্যবাদিনী মৃদুভাষিণী কদাপি দাস দাসী ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি কর্কশ বা পরুষবাক্য প্রয়োগ করিতেন না তাঁহার প্রকৃতি অতি শান্ত ও ধীর ছিল, তিনি স্বভাবতঃ অচপলা ছিলেন মায়াদেবীর কথা বড় মধুর ছিল, তাঁহার স্বরও খুব মিষ্ট ছিল। নারীজাতির মধ্যে অনেকেই অসঙ্গত প্রলাপ বাক্যে দিন যাপন করিয়া থাকেন কিন্তু রাজমহিষী বড় প্রলাপ বাক্য কহিতেন না তিনি অতিশয় লজ্জাবতী স্নেহশীলা ছিলেন, রাজঘরণী বলিয়া বিন্দুমাত্র অভিমান করিতেন না তাঁহার চরিত্রে কেহ কখনই ঈর্ষা দেখিতে পায় নাই ইনি একান্ত পতিব্রতা ছিলেন, লোকের প্রতি সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকিতেন, দাস দাসী ও আত্মীয় স্বজনেরা কোন প্রকার অপরাধ বা অন্যায় কার্য্য করিলে অপ্রসন্ন হইয়া ক্রোধ প্রকাশ করিতেন না। রাজ্ঞীর স্বভাব অতি সরল ছিল তিনি শঠতা বা কুটিলতা কিছুমাত্র জানিতেন না। মায়া কদাপি মুখরা বা প্রগল্‌ভা নারী বলিয়া অন্তঃপুরচারিণীদিগের নিকট পরিচিতা ছিলেন না কথিত আছে যে শাক্য জন্মপরিগ্রহ করিবার পূর্ব্বে এইরূপ এক দৈববাণী হয়

"ন বাগরক্তা ন চ দোষদুষ্টা শ্লক্ষ্ণ মৃদু সা ঋজুস্নিগ্ধবাক্যা।
অকর্কশা চাপরুষা চ সৌম্যা স্মিত মুখা * সা ভ্রূকুটীপ্রহীণা
হ্রীণা হ্যপত্রাপিণী ধর্ম্মচারিণী নির্ম্মাণ অস্তব্ধ † অচঞ্চলা চ।
অনীর্ষ্যুকা চাপ্যশঠা অমায়া ত্যাগানুরক্তা সহমৈত্রচিত্তা।

* স্মিতমুখা।

† নির্ম্মানা অস্তব্ধা।

কর্ম্মেক্ষণা মিথ্যাপয়োগহীনা * সত্যে স্থিতা কায়মনঃসুসংবৃতা। স্ত্রীদোষজালং ভুবি যৎ প্রভূতং সর্ব্বং ততোহস্যাঃ † যদু নৈব বিদ্যতে ন বিদ্যতে কন্যা মনুষ্যলোকে গন্ধর্ব্বলোকেঽথ চ দেবলোকে। মায়ায়দেবীয়ে সমাকৃতাঙ্করী প্রতিরূপ ‡ সা বৈ জননী মহর্ষেঃ জাতীশতাং পঞ্চমুনিকারি সা বোধিসত্ত্বস্য বভূব মাতা। পিতা চ শুদ্ধোদন § তত্র তত্র প্রতিরূপ ‖ তস্যাজননী গুণান্বিতা ব্রতে স্থিতা তিষ্ঠতি তাপসীব ব্রতানুচাবী ¶ সহ ধর্ম্মচারিণী রাজ্ঞাভ্যনুজ্ঞাতবরপ্রলব্ধা দ্বাত্রিংশমাসা ন কাম সেবতি ⊙

শাক্য ঈদৃশী জননীর গর্ভে ও এইরূপ পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিবেন বলিয়া উক্তরূপে উভয়ের চরিত বর্ণিত হইয়াছে। বৌদ্ধেরা বলেন যে সিদ্ধার্থ অন্য বংশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল শাক্যবংশকেই মনোনীত করিলেন কেন? ললিতবিস্তরে লিখিত হইয়াছে যে তিনি জম্বুদ্বীপের ১৮ স্থান ও ১৮ কুল অন্বেষণ করিয়া পরিশেষে শাক্যকুলকেই নির্দ্দোষ বলিয়া মনোনীত করিয়াছিলেন "পাণ্ডবকুলপ্রসূতৈঃ কৌরববংশোঽতিব্যাকুলীকৃতো যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মস্য পুত্র ইতি কথয়তি ভীমসেন বায়োরর্জ্জুন ইন্দ্রস্য নকুলসহদেবাশ্বিনোরিতি' পাণ্ডবেরাও কুরুদিগকে ব্যাকুল করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা জারজ, অতএব এ কুলে মহৎ দোষ লক্ষিত হইতেছে। কেবলমাত্র শাক্যবংশই নির্দ্দোষ

---

* মিথ্যাপ্রয়োগহীনা

† তৎসর্ব্বমস্যাঃ

‡ মায়াখ্যদেব্যা সমীকৃতাঙ্করা প্রতিরূপা।

§ শুদ্ধোদনস্তত্র

‖ প্রতিরূপা

¶ ব্রতানুচারিণী

⊙ দ্বাত্রিংশন্মাসা ন কামং সেবতে

এদিকে শ্রাবস্তি প্রদেশের রাজা শুদ্ধোদনের যশ মান চারি দিকে প্রচারিত হইল, তিনি নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র রাজগণের নিকট বিশেষ আদরণীয় ও গৌরবান্বিত হইলেন, তিনি বলবীর্য্যেও অদ্বিতীয় ছিলেন তাঁর সুখসমৃদ্ধির অপ্রতুল ছিল না, দাসদাসী, প্রভুত্ব ও ক্ষমতারও অভাব ছিল না, ইন্দ্রিয়সুখসেব্য বস্তুরও অনাটন ছিল না, কিন্তু তথাপি তাঁহার চিত্তের প্রসন্নতা কোথায়? পুত্র না হওয়াতে পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার পাইবার আশা নাই রাজার ও রাজমহিষীর মনে এই চিন্তাই অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল রাজা শুদ্ধোদনের দুই স্ত্রী, মায়া ও যশোধরা, কিন্তু উভয়েই পুত্রহীন এত বয়সে উভয়ের সন্তান হইল না দেখিয়া রাজ্ঞী ও তাঁহার আর দুঃখের অবধি রহিল না

পুত্রের চন্দ্রানন নিরীক্ষণ করিতে না পাবায় রাজকুল ঘন বিষাদে আচ্ছন্ন হইল এ দিকে রাজ্ঞীও প্রায় তখন বর্ষীয়সী হইয়াছেন তাঁহার চতুশ্চত্বারিংশ বৎসর অতীত হইয়া আসিল, সুতরাং সন্তান হইবার সম্ভাবনা হ্রাস হইতে লাগিল এত বয়সে আর প্রসবের সম্ভাবনা থাকে না এই বলিয়া সখীগণ কাণাকাণি করিতে লাগিল একদা মায়াদেবী স্নানান্তে নানাভরণভূষিতা অনুলিপ্তগাত্রা সুনীলবস্ত্রপরিধায়িনী ও অনেক সখীগণ দ্বারা পরিবৃতা হইয়া রাজা শুদ্ধোদনের সঙ্গীতিপ্রাসাদে উপস্থিত হইলেন তথায় তিনি রাজার দক্ষিণপার্শ্বে রত্নজালখচিত ভদ্রাসনে উপবিষ্ট হইয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া রাজাকে এই গাথা বলিলেন, "হে সাধো, হে পার্থিব, হে ধর্ম্মপাল, আমি আপনার নিকট হইতে এক ভিক্ষা চাই, হে রাজন্, অদ্য আপনি আমায় সেই বর দান করুন। আপনি অভ্যুন্নত, প্রীতমনা হইয়া হৃদয় মনের

হর্ষবর্দ্ধক অভিপ্রায়ও আমার নিকট শ্রবণ করুন। দেখুন আমি সমুদায় জগৎ জীব প্রতি মৈত্রচিত্ত এবং অষ্টাঙ্গ পোষণ করে এমন দেবব্রতশীল শ্রেষ্ঠোপবাসও গ্রহণ করিয়াছি। আমি প্রাণী হিংসা করি না, সদা শুদ্ধভাব পোষণ করিয়া থাকি, আত্মবৎ অপরকেও প্রেম করিয়া থাকি। আমার মন স্ত্রীসুলভ দোষবিবর্জ্জিত, আমাতে প্রমত্ততা বা লোভ নাই, হে রাজন্, আমি কামনার বিষয় লইয়া মিথ্যাচরণ করি না। আমি সত্য পালন করিয়া থাকি, লোকের ঐশ্বর্য্যাদি দেখিলে কাতর হই না, কখন কঠোর কথা বলি না, আমি অশুভ সম্বন্ধে প্রলাপ করি না। আমার পরদোষানুসন্ধান দোষও নাই, মোহমদবিহীনাও হইয়াছি, সকল প্রকার অবিদ্যা আমাতে আর স্থান পায় না। এক্ষণে স্বধনেই পরিতুষ্টা থাকি। নিয়ত সমাহিত এবং কপটাচার ও ঈর্ষাবর্জ্জিত হইয়া এই দশ প্রকার শুভ কর্ম্ম আচরণ করিব। অতএব, হে নরেন্দ্র আপনি আর আমার প্রতি ইন্দ্রিয়াসক্ত চিত্ত রাখিবেন না *।” এইরূপে নানা কথা বলিয়া তিনি সেই প্রমোদ প্রাসাদোপরি সখীগণ সহ শয়ন করিয়া রহিলেন। মহাপুরুষগণের জন্ম বৃত্তান্ত প্রায় অলৌকিকভাবে বর্ণিত হইয়া থাকে। বিশ্ববিধাতার স্বাভাবিক নিয়মে সাধারণ মানবের যেরূপ উৎপত্তি হয়, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ভগবদ্ভক্তদিগেরও জন্ম সেই নিয়মে হয়, জীবনালেখ্য লেখকেরা সেইরূপ কারণ নির্দ্দেশ না করিয়া কিছু কবিত্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ অমূলকও নহে। ঐ কবিত্বের মধ্যে কিছু গূঢ় আধ্যাত্মিক ভাব নিহিত থাকে। কারণ তাঁহারা নাকি বিশেষ অভিপ্রায় সাধনের জন্য জগতে প্রেরিত হন এবং

* ললিত বিস্তর পঞ্চম অধ্যায়

সেই অভিপ্রায়সাধনের উপযোগিনী বিশেষ ঐশীশক্তি তাঁহাদের আত্মাতে নিহিত থাকে বিধাতা স্বয়ং তাঁহাদের আত্মাতে ঐ শক্তি সঞ্চারিত করেন, সুতরাং তাঁহাদের শারীরিক জন্ম সামান্য মনে করিয়া লোকগণ তাঁহাদের আধ্যাত্মিক জন্মই বিশেষরূপে বর্ণন করিয়া থাকেন বুদ্ধদেব "বহুজনহিতায় বহুজন সুখায়" অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হয়েন দয়া ও নির্ব্বাণ অর্থাৎ শান্তি শিক্ষা দিবার জন্য শাক্যের আগমন প্রতীত হইয়াছিল সুতরাং তাঁহার জন্ম কবিত্বের আস্পদ হইবে বিচিত্র কি? যাহা হউক শাক্যমুনির জন্মবিষয়ে ললিতবিস্তরে অনেক অলৌকিক ব্যাপার বিবৃত হইয়াছে যখন মায়াদেবী প্রমোদপ্রাসাদের উপরিভাগে সখীগণ সহ শয়ন করিয়াছিলেন তখন এই অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন

"হিমরজতনিভশ্চ ষড়্‌বিষাণঃ সুচরণ চারুভুজঃ সুরক্তশীর্ষা।
উদরমুপগতো গজপ্রধানো ললিতগতির্দৃঢবজ্রগাত্রসন্ধিঃ
ন চ মম সুখ জাতু এব রূপং দৃষ্টমপি শ্রুতং নাপি চানুভূতং
কায়সুখচিত্তসৌখ্যভাবা যথারিব ধ্যানসমাহিতা অভূবম্‌॥"

তুষার বা রজতের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, ছয়টি দন্তযুক্ত, মনোজ্ঞ কর, সুন্দর চরণ ও সুরক্ত শীর্ষদেশবিশিষ্ট, গাত্রসন্ধিসকল বজ্রসম সুদৃঢ়, একটি গজশ্রেষ্ঠ মনোহর গতিতে তাঁহার উদরে প্রবেশ করিল। তৎকালে তাঁহার কিরূপ সুখোদয় হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। যেন সমাধির অবস্থার সুখ ভোগ করিতেছেন এইরূপ প্রতীত হইয়াছিল ভাবিলেন, এ কি কখনও ত আমার এরূপ সুখ হয় নাই, এরূপ অপূর্ব্ব রূপ ত কখন দেখি নাই, শুনি নাই ও অনুভব করি নাই ধ্যানসমাহিত ব্যক্তির যেরূপ শরীর

মনে সুখ হয় এ যে তেমনি সুখ * এই স্বপ্ন দর্শনে রাজ্ঞীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল, অপূর্ব্ব আনন্দে তাঁহার চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল আহ্লাদে আর প্রতীক্ষা করিতে না পারিয়া বিগলিত-ভূষণবসনপ্রায় হইয়া সখীগণ সহ প্রাসাদের শিখরদেশ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং অশোকবনিকা নামক স্থলে উপবিষ্ট হইয়া রাজার নিকট এক দূত পাঠাইয়া দিলেন। দূত গিয়া স্বপ্ন বৃত্তান্ত জানাইল বলিল মহারাজ শীঘ্র আসুন, দেবী আপনাকে দেখিতে অভিলাষ করিতেছেন

রাজা দূতের প্রমুখাৎ এই আনন্দের কথা শ্রবণ করিয়া আহ্লাদে কম্পিতকলেবর হইয়া অমাত্যগণ সহ যথায় রাজমহিষী উপবিষ্টা ছিলেন তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন রাজ্ঞীকে সহাস্য দেখিয়া রাজার মনে আর আনন্দ ধরে না তখনই গণক ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাহাদিগকে এই বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা উত্তর করিল, মহারাজ, সকল প্রাণীর হিতকারী আপনার এক রাজচক্রবর্ত্তী পুত্র জন্মিবে। তখন আবার রাজা শুদ্ধোদনের নিকট এইরূপ দৈববাণী হইল।

"তুষিতপুরি চ্যবিত্বা বোধিসত্ত্বো মহাত্মা
নৃপতি তব সুতত্বং মায়াকুক্ষোপপন্নঃ।"

হে নৃপতি, [কোন শঙ্কার কারণ নাই] মহাত্মা বোধিসত্ত্ব তুষিতপুর পরিত্যাগ করিয়া আপনার পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবেন বলিয়া মায়াদেবীতে উপপন্ন হইয়াছেন যাহা হউক, রাজ্ঞীর গর্ভসঞ্চার হওয়াতে রাজা প্রফুল্লচিত্ত হইলেন, অন্তঃপুরচারিণীরা নানাবিধ মঙ্গলধ্বনি করিতে লাগিলেন এই শুভবার্ত্তাশ্রবণে নাগ-

* ললিত বিস্তর ষষ্ঠ অধ্যায়

বিন্ধুজনগণ ও প্রজাবর্গ আনন্দোৎসব করিতে লাগিল, বাস্তবিক কপিলবস্তু নগরে আনন্দের রোল উঠিল রাজাও এই অবকাশে ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ প্রকার মিষ্টান্ন ও বস্ত্র দান করিতে লাগিলেন। এ দিকে কপিলবস্তু নগরের চারি পুরদ্বারে দানের বিশেষ ব্যবস্থা হইল, বোধিসত্ত্বের পূজার্থ এই সকল বস্তু বিতরিত হইতে লাগিল রাজা অন্নার্থীদিগকে অন্ন, পানার্থীদিগকে পানীয়, বস্ত্রার্থীদিগকে বস্ত্র, যানার্থীদিগকে ঘোটকাদি বিতরণ করিয়া চিত্ত প্রসন্ন করিলেন বৃদ্ধ বয়সে সন্তান সম্ভাবিত হইল বলিয়া রাজা ও রাজমহিষী যে কি পর্য্যন্ত পুলকিত হইলেন তাহা আর বর্ণনার বিষয় নহে

বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার

বৌদ্ধধর্ম্ম অত্যন্ত প্রাচীন। ইহা যে শাক্য সিংহ হইতে প্রচলিত হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু ইহার পূর্ব্বেও ঐ ধর্ম্মের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় বাল্মীকি রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে লিখিত হইয়াছে যে ;—

"যথা হি চোরঃ স তথা হি বুদ্ধ
স্তথাগতং নাস্তিকমত্র বিদ্ধি।
তস্মাদ্ধি যঃ শক্যতমঃ প্রজানাং
ন নাস্তিকেনাভিমুখো বুধঃ স্যাৎ।"

চোর যেমন দণ্ডনীয়, বুদ্ধ ও নাস্তিকও তেমনি দণ্ডনীয় জানিবে। অতএব প্রজাগণের হিতের জন্য দণ্ডার্হব্যক্তিকে দণ্ডদান করিতে হইবে পণ্ডিত ব্যক্তি নাস্তিক সহ সম্ভাষণাও করিবেন

না *। মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বেও বৌদ্ধধর্ম্মের নাম আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের কোন কোন স্থানে বুদ্ধাবতারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ইহা ব্যতীত বায়ু ও কল্কিপুরাণ প্রভৃতিতে বুদ্ধাবতার ও বৌদ্ধধর্ম্মের বিষয় লিখিত হইয়াছে ফলতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম মহাতপস্বী সিদ্ধার্থ শাক্যমুনির পূর্ব্বেও অতি প্রাচীনকাল হইতে লোকে প্রসিদ্ধ ছিল। অতএব বৌদ্ধধর্ম্ম যে আধুনিক নহে, প্রত্যুত অতি পুরাতন তাহাতে আর সন্দেহ নাই কিন্তু পূর্ব্বকাল হইতে বৌদ্ধদিগকে শাস্ত্রকারেরা নাস্তিকের ন্যায় অস্পৃশ্য জ্ঞান করিয়া আসিতেছেন নিতান্ত ভ্রষ্টাচারী বলিয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে ব্যবহার করিতেন প্রাচীন অভিধানপ্রণেতা অমর সিংহ ও হেমচন্দ্র প্রভৃতি গ্রন্থকারেরা স্বীয় গ্রন্থে বুদ্ধের নাম সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন অনেকে অনুমান করেন যে তাঁহারা সকলেই বৌদ্ধ ছিলেন। বাস্তবিক তৎকালে বিবিধ গ্রন্থকার বৌদ্ধধর্ম্মের অনুসরণ করিতেন "ধর্ম্মকেতুঃ শ্বেতকেতুঃ" ইত্যাদি স্থলে বিষ্ণুর নামাবলির সঙ্গে ইহাঁরও নামদিয়াছেন। ধর্ম্মকেতু, শ্বেতকেতু, খজিৎ, মহাবোধী, পঞ্চজ্ঞান, মহামুনি, সর্ব্বদর্শী, মহাবল, বহুক্ষণ, ত্রিমূর্ত্তি, সিদ্ধার্থ, শাক্য, সর্ব্বার্থসিদ্ধ, অর্কবন্ধু, মায়াদেবীসুত, গৌতম,

* বৌদ্ধাদযো বাজ্ঞশ্চৌরবদ্দণ্ড্য ইত্যাহ যথা হীতি। বুদ্ধো বুদ্ধমতানুসারী তথা চোরবদ্দণ্ড্য ইতি হি প্রসিদ্ধং নাস্তিকং চার্ব্বাকং তথাগতং তৎসদৃশং চোরবদ্দণ্ড্যং বিদ্ধি। নাস্তিকবিশেষস্তথাগতঃ তমপি চোরবদ্দণ্ড্যমিতি শেষ ইত্যন্যে বেদপ্রামাণ্যাপহর্তৃত্বেন তেষামপি চোরত্বাৎ হি নিশ্চয়েন তস্মাৎ প্রজানামনুগ্রহায় রাজ্ঞা চোরবদেব দণ্ডয়িতুং শক্যতমো যঃ স চোরবদ্দণ্ড্যঃ দণ্ডযোগ্যস্তু বুধো ব্রাহ্মণঃ। নাস্তিকে অভিমুখো ন স্যাৎ, তৎসম্ভাষণাদি ন কুর্ব্বীতেত্যর্থঃ। তুল্যন্যায়াদণ্ড্য সমর্থো ব্রাহ্মণোপি তদভিমুখঃ স্যাদিতি সূচিতম্ টী

শৌদ্ধোদনি। হেমচন্দ্র আটটি নাম উল্লেখ করিয়াছেন; —শাক্যসিংহ, অর্কবান্ধব, রাহুলসূ, সর্ব্বার্থসিদ্ধ, গৌতমান্বয়, মায়াসুত, শুদ্ধোদনসুত ও দেবদত্তাগ্রজ কল্কি ও গণেশ পুরাণেও বৌদ্ধধর্ম্মের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় যাহা হউক বৌদ্ধধর্ম্মের পুরাতনত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য আর বিশেষ প্রয়াস পাইবার প্রয়োজন নাই, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রে ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারেন শাক্যসিংহ হইতেই এই ধর্ম্মের বিশেষ প্রচার ও স্থাপনা হয়, কিন্তু বুদ্ধের শিষ্যগণ বলেন তথাগত শেষ সপ্তম বুদ্ধ ইঁহার পূর্ব্বে আরও ৫৫জন বুদ্ধ পর্য্যায়ক্রমে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন *, তন্মধ্যে শম্ভু পুরাণ হইতে শেষ ছয় বুদ্ধের সামান্য বিবরণ পাওয়া যায়, সংক্ষেপে তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে শম্ভুপুরাণ নেপালস্থ বৌদ্ধেরাই সমাদর করিয়া থাকেন, তাহার অধিকাংশ কেবল অলৌকিক অসার গল্পে পরিপূর্ণ সুতরাং তৎসমস্তই প্রকৃত ইতিহাস

* ললিতবিস্তরের প্রথম অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায় যথা "অপ্রমাণবুদ্ধধর্ম্মনির্দ্দেশঃ পূর্ব্বকৈরপি তথাগতৈর্ভাষিতং পূর্ব্বে।" পূর্ব্বতন তথাগত বুদ্ধগণ যে বুদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন পুনর্ব্বার আপনি এই ললিত বিস্তরে সেই নিজধর্ম্ম প্রকাশ করুন সেই পূর্ব্বতন তথাগত, পদ্মোত্তর, ধর্ম্মকেতু, দীপঙ্কর, গুণকেতু, মহাকর, ঋষিদেব, শ্রীতেজা, সত্যকেতু, বজ্রসংহত, সর্ব্বাভিভূ হেমবর্ণ, অত্যুচ্চগামী, প্রবাতসার, পুষ্পকেতু, বরনাগ, সুলোচন, ঋষিগুপ্ত, জিনবক্ত্র, উন্নত, পুষ্পিত, ঊর্ণাতেজা, পুষ্কর, সুরশ্মি, মঙ্গল, সুদর্শন, সিংহতেজা, স্থিতবুদ্ধিদত্ত, বসন্তগন্ধি, সত্যধর্ম্মবিপুলকীর্ত্তি, তিষ্য, পুষ্য, লোকসুন্দর বিস্তীর্ণভেদ, রত্নকীর্ত্তি, উগ্রতেজ, ব্রহ্মতেজা সুঘোষ, সুপুষ্প, সুমনোজ্ঞঘোষ, সুচেষ্টরূপ, প্রহসিতনেত্র গুণরাশি, মেঘস্বর, সুন্দরবর্ণ আয়ুস্তেজা, সলীলগজগামী, লোকাভিলাষিত, জিতশত্রু সম্পূজিত, বিপশ্চিৎ, শিখি, বিশ্বভূ, ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি, কাশ্যপ।

বলিয়া কোন ক্রমেই গ্রহণ করা যাইতে পারে না তবে সত্যদর্শী সারগ্রাহি লোকেরা কণ্টকবন হইতেও জীবের হিতকারী ঔষধলতা আহরণ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না কথিত আছে যে, পূর্ব্বে নেপাল অগাধ জলরাশিপূর্ণ গোলাকার মাত্র ছিল ইহার পার্শ্বস্থ পর্ব্বতরাজি ঘননিবিড় অরণ্যানী সমাচ্ছাদিত তথায় নানাবিধ পশু পক্ষী আনন্দে বিচরণ করিয়া সুখে বিহার করিত, স্থানে স্থানে অতি মনোহর নির্ঝর সকল মধুর স্বরে প্রবাহিত হইয়া বিভুগুণগানে প্রকৃতিকে সতত আহ্বান করিত এই জলরাশিপূর্ণ বৃত্তটির নাম নাগবাস হ্রদ ছিল। ইহা হিমাচলের দক্ষিণাংশে অবস্থিত ঐ প্রদেশে নাগাধিপতি কর্কোতক অধিবাস করিতেন ঐ হ্রদে নাকি পদ্ম জান্মত না একদা বিপশ্চিৎ বুদ্ধ মধ্যদেশস্থিত বিন্দুমতি নগর হইতে অনেক ভিক্ষুক শিষ্য সমভিব্যাহারে লইয়া নাগবাসহ্রদে উপস্থিত হইলেন তিনি তিন বার ঐ সরোবর প্রদক্ষিণ করত বায়ুকোণাভিমুখী হইয়া উপবেশন করিলেন এবং একটি পদ্মমূল লইয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক জলে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "যখন এই মূল বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া পল্লবিত ও কুসুমিত হইবে, তখন ইহার কমল হইতে অগ্নিস্থ ভুবনেশ্বর স্বয়ম্ভু অগ্নিশিখারূপে আবির্ভূত হইবেন পরে সেই হ্রদ কর্ষিত ও জীবসমূহের বাসভূমি হইবে " এই কথা বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন পরিশেষে তাঁহার বাক্য সফল হইল। সেই অবধি নাকি নেপাল বাসোপযোগী হইয়াছে

পরে দ্বিতীয় বুদ্ধ শিখী নাগবাসদর্শনমানসে তথায় সমাগত হইলেন ভূপতিগণ স্ব স্ব রাজ্য এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণের অনেক লোক আপন জনক জননী ভ্রাতা

ভগিনী পুত্র কলত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণমুক্তি লাভাশয়ে তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। শিখী সেই হ্রদস্থিত জ্যোতিঃস্বরূপ স্বয়ম্ভুকে দর্শন করেন এবং ভক্তিরসে প্লাবিত হইয়া প্রেমবিগলিতচিত্তে তাঁহার স্তবস্তুতি করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। ঐ হ্রদ তিন বার প্রদক্ষিণ করিয়া শিষ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, এই স্থান স্বয়ম্ভুর প্রিয় ভূমি এবং প্রাণিপুঞ্জের আবাসস্থল হইবে। মনুষ্য ও অপরাপর জীব স্থানান্তর হইতে আসিয়া এখানে বাস করিবে। এই স্থান পর্য্যটক ও তীর্থদর্শকদিগের সুখের আলয় হইবে। হে বৎসগণ, অধুনা আমার অন্তর্ধানের সময় উপস্থিত হইয়াছে, তোমরা এখন বিদায় গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব দেশে চলিয়া যাও। এই কথা বলিয়াই শিখী হ্রদে প্রবিষ্ট হইয়া এক কমল তুলিয়া স্বয়ম্ভুতে বিলীন হইলেন। কয়েক জন শিষ্যও নাকি তদনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অন্তর্হিত হইলেন। অবশিষ্ট সকলে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

তৃতীয় বুদ্ধ বিশ্বভূও শিষ্যবৃন্দপরিবৃত হইয়া শিখীর ন্যায় উক্ত সরোবর পরিদর্শন করিতে আসেন। তিনি ত্রেতা যুগে মধ্যদেশস্থিত অনুপম পুরীতে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বভূ পরম দয়ালু ছিলেন। দেশীয় জনগণের হিতসাধনব্রতে যাবজ্জীবন ব্রতী ছিলেন। তাঁহাদের জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতিসাধনে তাঁহার জীবন ক্ষয় হয়। তিনিও ঐ মনোহর সরোবরে সমাগত হইয়া স্বয়ম্ভুকে দর্শন করেন এবং তাঁহার আরাধনা করিয়া বলিলেন যে, এই সরোবর হইতে ভবিষ্যতে প্রজ্ঞারূপিণী গয়েশ্বরী আবির্ভূতা হইবেন এবং বোধিসত্ত্ব এই স্থানে শুভাগমন করিবেন। এই স্থান নানাবিধ জীবে সমাকীর্ণ হইবে। ইহা বলিয়া তিনিও স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

যে বোধিসত্ত্বের বিষয় উল্লিখিত হইল তাঁহার নাম মঞ্জুশ্রী। তিনি নাকি ত্রেতাযুগে মহাচীন দেশান্তর্গত পঞ্চশীর্ষ পর্ব্বতে জন্মগ্রহণ করেন তিনি সাধুতা ও জ্বলন্ত অগ্নিময় বাক্যবলে অনেক শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন সরল কৃষক হইতে প্রকাণ্ড প্রতাপশালী রাজগণকে পর্য্যন্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন তাঁহার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া চীনের অধিপতি ধর্ম্মকর রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে মিলিত হইয়াছিলেন বিশ্বভূব নাগবাস গমনের পর একদা মঞ্জুশ্রী এই ভূমণ্ডলের কোথায় কি ঘটনা ঘটিতেছে তাহা নির্জ্জনে অনন্যমনে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় ধ্যানস্তিমিতলোচনে ঐ হ্রদস্থিত স্বয়ম্ভুর অপূর্ব্ব দিব্যমূর্ত্তি তিনি দর্শন করিলেন এই অলৌকিক অপরূপ রূপ দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গেলেন এবং ভাবিলেন যে ঐ পবিত্র স্থানে গমন করিয়া জীবন সার্থক ও কৃতার্থ করিব ; আপনি ধন্য হইব তিনি অনতিবিলম্বেই শিষ্যমণ্ডলী ও নিজ পত্নীদ্বয়কে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং সরোবর প্রদক্ষিণ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হ্রদের জলগমনের পথ অবলোকন করিয়া নিতান্ত আহ্লাদিত হইলেন। এই স্থান জীবের বাসোপযোগী হইবে বলিয়া হস্তস্থিত তরবারি দ্বারা পর্ব্বত দুইখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন হ্রদের জলনির্গত হওয়াতে সব শুষ্ক হইয়া গেল সেই অবধি হ্রদ ভূমিতে পরিণত হইয়া শেষে নেপাল রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল

কিছুকাল পরে চতুর্থ বুদ্ধ ক্রকুচ্ছন্দ (করকেতুচন্দ্র) মহারাজ ধর্ম্মপাল ও অপরাপর শিষ্যগণকে সঙ্গে লইয়া মধ্যদেশস্থিত ক্ষমাবতী নগর হইতে নেপালে সমাগত হয়েন তথায় ভক্তিভরে

স্বয়ম্ভূর বন্দনাদি করিয়া তিনি মঞ্জুশ্রীর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরে নাকি তিনি গয়েশ্বরীর পূজা করিয়া শিবপুরে চলিয়া গেলেন। শিষ্যগণের মধ্যে দ্বিজতনয় গুণধ্বজ ও ক্ষত্রিয়-বংশসম্ভূত অভয়ানন্দ উভয়ে সেই মনোহর স্থান পরিদর্শন করিয়া ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করত তথায় বাস করিবেন স্থির করিয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক ক্রকুচ্ছন্দের নিকট প্রার্থনা করিলেন তিনিও তাহাতে সম্মত হইলেন, কিন্তু তথায় জল না থাকাতে দীক্ষাসময়ে অভিষেক কিরূপে হইবে ইহা ভাবিতেছেন, এমন সময় তাঁহার আজ্ঞাতে ভদ্রবতী নামে এক প্রবল নদী সেই পর্ব্বত হইতে বিনিঃসৃত হইল ক্রকুচ্ছন্দ সেই জলে উভয়কে ভিক্ষুধর্ম্মে দীক্ষিত ও অভিষিক্ত করিলেন তদনন্তর মহারাজ ধর্ম্মপাল ও যে যে শিষ্য তথায় বাস করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে তথায় রাখিয়া আসিয়া নিজে ক্ষমাবতীতে প্রত্যাগত হইলেন। এইরূপে নেপালবাসীরা নানাবিভাগে ও জাতিতে বিভক্ত হইয়াছিলেন।

পঞ্চম বুদ্ধ কনকমুনিও পূর্ব্বের ন্যায় অনেক শিষ্য লইয়া মধ্যদেশবর্ত্তিনী শুভবতী নগরী হইতে নেপালে আগমন করেন। তথায় কিয়দ্দিবস অবস্থিতি করিয়া স্বয়ম্ভূর অর্চ্চনাদি করিলেন, পরে অনেক শিষ্যবৃন্দ সহ স্বদেশে ফিরিয়া আসেন, অবশিষ্ট যাঁহারা সেখানে বাস করিতে লাগিলেন, তাঁহারা বুদ্ধ কনকমুনির অনুসরণ করিয়া স্বয়ম্ভূর বন্দনায় একান্ত মগ্ন হইয়া জীবন অতিবাহিত করিলেন।

ষষ্ঠ বুদ্ধ কাশ্যপ বারাণসীর সন্নিকটস্থ মৃগদাববনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নেপালে আসিয়া ঐ স্বয়ম্ভূর পূজা করিয়াছিলেন।

বাস্তবিক ষড় বুদ্ধসম্বন্ধে এইমাত্র উপন্যাস প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই

শেষ বুদ্ধ শাক্য মুনিই যে বিস্তীর্ণ বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই তাঁহারই পবিত্র জীবনের বলে ও মানবজাতির প্রতি অপূর্ব্ব দয়াগুণে ঐ ধর্ম্ম এত দূর বিস্তৃত ও প্রচারিত হইয়াছে সর্ব্বার্থসিদ্ধ মহাত্মা শাক্যমুনি ঐ ধর্ম্মের প্রাণ। ভক্তচূড়ামণি চৈতন্য ও পরম যোগী মহর্ষি ঈশা যেরূপ কোন ধর্ম্ম গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই, তাঁহাদের অলৌকিক আধ্যাত্মিক জীবন ও উপদেশাবলিই পরিশেষে তৎসম্প্রদায়স্থ লোকের মধ্যে ধর্ম্মতত্ত্বরূপে পরিগৃহীত ও আদৃত হইয়া আসিয়াছে, তদ্রূপ শাক্যমুনিও কোন বিশেষ গ্রন্থ রচনা করেন নাই তাঁহার মহৎ জীবন ও উপদেশই বৌদ্ধতত্ত্বরূপে বৌদ্ধগণের নিকট প্রচারিত ও আপ্তবাক্য বলিয়া পূজিত হইয়া আসিয়াছে বিশেষতঃ প্রায় সহস্র বৎসর হইল প্রবল হিন্দুরাজগণের দৌরাত্ম্যে বৌদ্ধেরা ভারত হইতে তাড়িত ও বহিষ্কৃত হওয়াতে এই ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থনিচয় অতিশয় দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে এজন্য ইহার অনেক গভীর তত্ত্ব অবগত হওয়া সম্ভবপর নহে। নেপালবাসী বৌদ্ধেরা বলেন বৌদ্ধধর্ম্মের ৮৪ সহস্র গ্রন্থ আছে, তাহার মধ্যে কতক পুস্তক পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থাবলীকে নবধর্ম্ম বলে *।

অষ্ট সাহস্রিক, গণ্ডব্যূহ, দশভূমীশ্বর, সমাধিরাজ, লঙ্কাবতার, সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক, তথাগতগুহ্যক, ললিতবিস্তর ও স্বর্ণপ্রভাস এই গুলিই প্রধান কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় এই গ্রন্থগুলি প্রাপ্ত হওয়া যায়;—যথা প্রজ্ঞাপারমিতা, দেবপুত্রকৃত অভিধর্ম্ম, সারিপুত্রকৃত

* বাবু রামদাস সেনের ঐতিহাসিক রহস্য

অভিধর্ম্ম, ললিতবিস্তর, কারণ্ডব্যূহ, ধর্ম্ম[illegible]পদ, ধর্ম্মবোধ ধর্ম্মসংগ্রহ, সপ্তবুদ্ধস্তোত্র, বিনয়সূত্র, মহাস্ত সূত্র, মহা[illegible] সূত্রালঙ্কার জাতকমালা, অনুমানখণ্ড চৈত্যমাহাত্ম্য, বুদ্ধশি[illegible]সমুচ্চয় বুদ্ধচরিত, বুদ্ধপাল তন্ত্র ও সঙ্কীর্ণ তন্ত্র প্রভৃতি।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম অতিশয় জটিল, ইহার বৈজ্ঞানিক মত নিত অস্ফুটতর ও দুর্ব্বোধ্য, সুতরাং ইহার অন্তর্গত অনেক কথা বোধগম্য না হওয়াতে ভালরূপে বিচার ও হৃদয়ঙ্গম করা দুষ্কর। তবে মোটা মোটি এক প্রকার বেশ প্রতীত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই ধর্ম্মে ঈশ্বরের অস্তিত্বসম্বন্ধে সপক্ষে বা বিপক্ষে কোনরূপ মতামত প্রকাশিত হয় নাই কতক পরিমাণে স্বভাববাদী বলিলেও বলা যাইতে পারে সাংখ্যদর্শনকার কপিল যেরূপ সৃষ্টিসম্বন্ধে স্বভাবকেই সকলের মূল করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন, বৌদ্ধ ধর্ম্মে সেরূপ নহে। ইহাতে অনেক পৌরাণিক উপন্যাস এবং অসার অযৌক্তিক কথা লিখিত আছে। কঠোর জ্ঞান ও মতের জটিলতা সত্ত্বেও যে এ ধর্ম্ম এত দূর বিস্তৃত হইয়াছে, এমন কি ইহাকে বিশ্বব্যাপী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তাহা কেবল বুদ্ধের পবিত্রতা, দয়া ও শান্তিগুণে কোথায় ভারত আর কোথায় ল্যাপল্যাণ্ড এত দূরতর দেশে বুদ্ধের স্বর্গীয় আলোক প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল। নেপাল, কাবুলের কতক স্থান, তিব্বত, চীন, মঙ্গোলিয়া, রসিয়া, সাইবিরিয়া, ল্যাপল্যাণ্ড, ডচ অধিকার ভুক্ত বালিদ্বীপ, ব্রিটিশঅধিকারস্থান কাশ্মীর, লিউকেনদ্বীপ, কোরিয়াদ্বীপ, মাঞ্চুরিয়া, সিংহল, ব্রিটিশবর্ম্মা, বর্ম্মা, শ্যাম, আসাম, ভোটান ও সিকিম, এত দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিস্তৃত হইয়াছিল সমুদায় পৃথিবীর লোক সংখ্যা গণনা করিলে ১২৫ এক শত

পঁচিশ কোটি মাত্র তাহার মধ্যে বৌদ্ধ ৫০ পঞ্চাশ কোটি তাহা হইলে প্রায় অৰ্দ্ধেক পৃথিবী বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বলিতে হইবে মিস্ ডেবিড্স্ সাহেব বলেন ইহা ব্যতীত পূর্ব্বে আর অনেক দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ছিল আমাদের প্রিয়তম ভারতে এই ধর্ম্ম প্রায় ১৫ শত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল শঙ্করাচার্য্যের সময় হইতে ভারতাকাশে এই প্রখর সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে হায়! এক সময়ে যাহার এত তেজ ও অসীম বল সেই ভারতে এখন তার চিহ্নও নাই বলিলে হয় বাস্তবিক এক সময়ে হিন্দুজাতির গৌরবস্বরূপ হইয়া এই ধর্ম্ম জগতের অনেক কল্যাণ বিধান করিয়াছে একা বুদ্ধের জন্য পৃথিবীর নানাদেশে হিন্দুজাতির সমাদর হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই মহাপুরুষদের আগমন বড় সহজ নহে, এক ব্যক্তির জন্য সেই জাতি পৃথিবীর নিকট পরিচিত সম্মানিত ও আরাধিত হয় তাহার কারণ এই যে মহাপুরুষেরা যে জাতির মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন, সেই জাতির মধ্যে এক হইয়া যান, তাঁহারা তাহাদের রক্তে রক্তে অস্থিতে অস্থিতে হৃদয়ে হৃদয়ে এক হইয়া থাকেন তাঁহারা আর স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতি করিতে পারেন না এই ধর্ম্মবলে বিজ্ঞান শিল্প কারুকার্য্য ও স্থাপত্যবিদ্যার বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছে এই ধর্ম্মের প্রভাবে বিবিধ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান ও চরিত্রশুদ্ধ ও সুবিমল নীতির বিস্তার হইয়াছিল বৌদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রিত লোকেরা এই ভারতে এক সময়ে উচ্চ বৈরাগ্য, গভীর ধ্যান, নির্ব্বিকল্প সমাধি প্রচার করিয়াছিলেন তাঁহারাই জীবের প্রতি দয়ার একান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারা এক সময়ে ভারতের স্থানে স্থানে নিভৃত পর্ব্বতকন্দরে আশ্রম স্থাপন করিয়া

ধর্ম্মচর্চ্চা ও গভীর সাধনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এমন ধর্ম্মের অধ্যাত্ম তত্ত্বসকল অবগত হওয়া নিতান্তই প্রয়োজন ও আত্মার পক্ষে নিতান্ত কল্যাণকর তাহাতে আর সন্দেহ নাই

শাক্যের জন্ম ও কৈশোর জীবন ।

এদিকে রাজ্ঞী মায়াদেবী ক্রমে পূর্ণগর্ভা হইলেন শরীর অবসন্ন ও অলস প্রায় হইয়া আসিল, বিশেষতঃ গুরুভারে আক্রান্ত হইয়া মৃদুমন্থর গতিতে পদবিক্ষেপ করিতে লাগিলেন তাঁহার লাবণ্য ও দিব্য কান্তি ঐ অবস্থায় আরও দশ গুণ বাড়িল। বাস্তবিক তিনি ভাবী ধর্ম্মরাজ বুদ্ধের অবতরণ হইবে এই চিন্তায় মগ্ন থাকাতে মনে এক অপূর্ব্ব আনন্দের উচ্ছ্বাস হইত বলিয়া আরও অলৌকিক রূপবতী হইয়াছিলেন। রাজাও রাজকার্য্যে কথঞ্চিৎ উদাসীন হইলেন, পত্নীর অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য প্রায় সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিতেন। যদবধি রাজ্ঞীর গর্ভ সঞ্চার হইল তদবধি রাজা শুদ্ধোদন বিশেষ তপস্যাচরণে নিযুক্ত ছিলেন, রাজপ্রিয়া মায়াও নিয়ত ধর্ম্মাচরণে রত থাকিতেন। যখনই মায়া আধ্যাত্মযোগে আত্মশরীর নিরীক্ষণ করত লোকনাথ বোধিসত্ত্ব যেন বাস্তবিক তাঁহার কুক্ষি মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন দেখিতেন ও ভাবিতেন, তখনই তাঁহার মন অলৌকিকভাবরসে মগ্ন হইত তিনি গর্ভাবস্থায় নিতান্ত শুদ্ধাচারিণী হইয়া থাকিতেন। রাগ, দ্বেষ, মোহ, কামেচ্ছা, ঈর্ষ বা হিংসা তাঁহাকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করে নাই। মনস্বিনী নিয়ত হৃষ্টচিত্তা ও প্রীতমনা থাকিতেন। কথিত আছে যে ক্ষুৎপিপাসা বা শীতোষ্ণ পর্য্যন্ত তাঁহার সুখ

শান্তির প্রতিবন্ধক হয় নাই অর্থাৎ এত অপরিসীম উল্লাস হইয়াছিল যে তিনি কিছুতেই কাতর হইতেন না। এদিকে রাজাও যথা সময়ে গর্ভাধান ও পুংসবনাদি ক্রিয়া মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন করিলেন। তদুপলক্ষে কপিলবস্তু নগরে নাকি কেহ দরিদ্র ও দুঃখীত ছিল না অর্থাৎ প্রচুর ধনদানে সকলকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন

অনন্তর একদা রাজমহিষী বিশেষ লক্ষণ দ্বারা আপনাকে আসন্নপ্রসবা জানিতে পারিয়া রজনীতে রাজসমীপে সমাগত হইয়া বলিলেন, দেব, আমার কথা শুনুন, অনেক দিন হইতে আমার উদ্যানে যাইবার বাসনা ছিল কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। তাহাতে যদি আপনার কোন অনভিমত না থাকে, যদি কোন দোষ না হয়; তাহা হইলে আমি ক্রীড়োদ্যানভূমিতে যাইব আপনি ধর্ম্মাচারব্রত হইয়া এখানেই তপস্যায় থাকুন, আমি শুদ্ধসত্ত্বকে ধারণ করিয়া তথায় প্রবিষ্ট হই। অতএব, সাধো! আমায় আজ্ঞা করুন, সখীগণ সহ শীঘ্র চলিয়া যাই, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই রাজা রাজ্ঞীর এই কথা শুনিয়া নিতান্ত উল্লসিতচিত্তে ভৃত্যদিগকে রাজ্ঞীর যাইবার আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন অশ্ব গজ সজ্জীভূত হইল, রথ প্রস্তুত, বাহকেরাও আজ্ঞানুসারে দণ্ডায়মান। সকলই আয়োজন হইল। রাজ্ঞী সঙ্গিনী সখীগণ ও পরিচারিকা সহ তথায় যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় সাধ্বী ভক্তিপূর্ব্বক রাজাকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন রাজা রাজ্ঞীর প্রতি প্রীতিপূর্ণ পবিত্র দৃষ্টিতে চাহিয়া গোপনে গোপনে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন মায়া দেবীও রথে আরোহণ করিয়া চলিয়া গেলেন। পরে তিনি

লুম্বিনী নামক বনে প্রবেশ করিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। বনে প্রবেশমাত্র তাঁহার মন নিতান্ত প্রফুল্ল হইল, উল্লসিত চিত্তে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন প্রকৃতির রমণীয় শোভা তাঁহাকে অপূর্ব্ব ভাবরসে ও আনন্দে নিমগ্ন করিল। তিনি ক্ষণকাল এক তরু হইতে অন্য তরুতলে উপবেশন, বন হইতে বনান্তরে পরিভ্রমণ, পুষ্প হইতে পুষ্পান্তর সন্দর্শন করিতে করিতে নির্ম্মল সুখসাগরে ভাসমানা হইলেন অবশেষে তিনি এক প্লক্ষতরুমূলে উপস্থিত হইলেন, দক্ষিণ হস্তে তাহার শাখা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আকাশতলে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন শরীর অবসন্ন প্রায়, মধ্যে মধ্যে বিজৃম্ভণ উঠিতে লাগিল। এমন সময় গর্ভবেদনা উপস্থিত হইল। তৎক্ষণাৎ সেই তরুতলেই তিনি বিবিধ সুলক্ষণাক্রান্ত এক পুত্র প্রসব করিলেন। সাধারণ লোকের ন্যায় তাঁহার জন্ম না হয় এজন্য কথিত হইয়াছে যে তিনি মাতার দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন ইনি অপরের গর্ভমল ইহা কেহ না বলিতে পারে এইজন্য গর্ভমলে অনুলিপ্ত না হইয়া অবতীর্ণ হইলেন * খ্রীষ্ট শকের ৬২৩ বৎসর পূর্ব্বে বসন্তকালে শুক্লপক্ষে পূর্ণিমা তিথিতে শাক্য জন্ম গ্রহণ করেন তিনি নাকি বোধিদ্রুমতলে সিদ্ধিলাভ করিবেন, বোধিতরুতলই নাকি তাঁহার জীবনের সার হইবে তাই বিধাতার অপার কৌশলে বৃক্ষমূলেই জন্মিলেন। তাঁহার জন্মউপলক্ষে বিভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। সিংহলবাসীরা বলেন খ্রীষ্ট শকের ৫৫৩ বৎসর পূর্ব্বে, চীন

---

* "স পরিপূর্ণানাং দশানাং মাসানামত্যয়েন মাতুর্দক্ষিণপার্শ্বান্নিষ্ক্রামতিস্ম। স্মৃতঃ সম্প্রজনন্নুপলিপ্তো গর্ভমলৈর্যথা নান্যেঃ কৈশ্চিদুচ্যতেহন্যেষাং গর্ভমল ইতি।" ল, বি, ৭ অ,

দেশীয় ধর্ম্ম গ্রন্থে ৯৮৩ বৎসর পূর্ব্বে, বোধিসত্ত্ব অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হয়েন যাহা হউক, ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা একপ্রকার গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে খ্রীষ্ট শকের ৬০০ শত বৎসর পূর্ব্বেই তাঁহার জন্ম হয়। শাক্যের জন্মের সাত দিন পরেই তাঁহার জননী মানবলীলা সম্বরণ করেন * তাঁহার মৃত্যুর পর ক্ষুদ্র শিশুকে কে লালন পালন করিবে শাক্যকন্যারা এই লইয়া তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন, অনেকেই স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া সন্তান-পালনে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন মাতৃস্বসা মহাপ্রজা-বতী গৌতমী দ্বারাই শাক্য শৈশবে প্রতিপালিত হয়েন। গৌতমী রাজার দ্বিতীয়া পত্নী শাক্য যখন ভূমিষ্ঠ হইলেন তখন তাঁহার অনুপম তেজে উদ্যান আলোকিত হইল বনস্পতি সকল অবনত মস্তকে যেন শাখা বিস্তার করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতে লাগিল। স্বর্গে তুষিতপুরস্থ দেবপুত্রসকল তাঁহার শুভাগমন উপলক্ষে স্তব স্তুতি সহকারে আনন্দোৎসব করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধ গ্রন্থকারেরা বলেন যে সর্ব্বার্থসিদ্ধ মায়া দেবীর গর্ভে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে অষ্ট প্রকার শুভনিমিত্ত ঘটিয়াছিল। যথা (১)—তৃণ কণ্টকাদির কাঠিন্য ও দংশ মশকাদির দৌরাত্ম্য ছিল না; বায়ু অতি বিশুদ্ধ হইয়াছিল (২) হিমাচল হইতে পার্ব্বত্য বিহঙ্গমগণ রাজা শুদ্ধোদনের গৃহে আসিয়া সুমধুর রবে গান করিয়াছিল। (৩) রাজগৃহে সর্ব্বর্তুসম্ভব ফল পুষ্প একদা প্রকাশিত হইয়াছিল (৪) রাজার পুষ্করিণীসমূহ শকটচক্রপরিমিত অসংখ্য পদ্মনিচয়ে

---

* শাক্যের জন্মের পরই তাঁহার মাতার মৃত্যুর কারণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—"বিরূঢ়স্য হি বোধিসত্ত্বস্য পরিপূর্ণেন্দ্রিয়স্যাভিনিষ্ক্রামতো মাতুঃ হৃদয়ং স্ফুটেৎ" ৭ অ

অ চ্ছাদিত হইয়াছিল (৫) রাজপুরীতে আহার করিলেও আহারীয় দ্রব্যের ক্ষয় হয় নাই (৬) অন্তঃপুরস্থ বাদ্যযন্ত্রসকল আপনাপনিই বাদিত হইয়াছিল (৭) নৃপতির সুন্দর স্বর্ণ রৌপ্য রত্নাদির পাত্রসকল নির্ম্মল বিশুদ্ধ উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিয়াছিল। (৮) রাজগৃহ চন্দ্রসূর্য্যবিনিন্দিত অত্যুজ্জ্বল প্রভায় নিয়ত আলোকিত ছিল। জন্মের পর কত যে অলৌকিক ঘটনা বিবৃত হইয়াছে তাহা বলিবার নহে তিনি জন্মিয়াই দিব্য দৃষ্টিতে সমুদায় লোক অবলোকন করিয়া কোথাও আত্মসম কাহাকেও অবলোকন করিলেন না। পরে যে যে কার্য্য করিবেন তাহার অভিব্যঞ্জক সপ্তপদ গমন করিলেন। যে সকল অদ্ভুত ঘটনা তৎকালে ঘটিল অনেকে তাহা বিশ্বাস করিবে না, একথা আনন্দকে বলিলেন। সে যাহা হউক, শাক্যতনয় সাত দিন সেই লুম্বিনী বনেই অবস্থিত ছিলেন শাক্যগণ কপিলবস্তু হইতে আসিয়া প্রণামপূর্ব্বক আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন। রাজা ও আত্মীয়গণ তদুপলক্ষে দান ধ্যান করিতে লাগিলেন; নানাবিধ পুণ্য কার্য্য করিয়া পুত্রের মঙ্গলাচরণ করিলেন, শত সহস্র ব্রাহ্মণকে প্রতিদিন পরিতুষ্ট করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইলেন। যাহারা যাহা প্রার্থনা করিয়াছিল রাজা তাহাদিগকে তাহাই প্রদান করিয়াছিলেন অনন্তর সপ্ত দিনান্তে নবজাত শিশুকে লুম্বিনীবন হইতে রাজপ্রাসাদে লইয়া যাওয়া হইল নগরে প্রবেশমাত্র চারিদিকে অতি আনন্দের ব্যাপার ঘটিল, বাস্তবিক, রাজপুরী উৎসবপুরী হইল। শত শত পূর্ণ কুম্ভ নগর দ্বারে সজ্জিত হইল।

বাদিত্র ও বাদকগণ জনগণের কর্ণে পিযুসরসবর্ষী অতিসুমধুর গীতবাদ্যে নগর পূর্ণ করিল শাস্ত্রধারী স্তুতিপাঠকেরা স্তুতি-

বিনোদী স্বরলহরীযোগে শাক্যবংশের গুণ কীর্ত্তন করিয়া অভি-নন্দিত করিল বিবিধরত্নমণিখচিত নানালঙ্কারভূষিত বিচিত্রবর্ণ-শোভিত বস্ত্রাচ্ছাদিত নারীগণ পুষ্প চন্দন গন্ধ মাল্যাদি লইয়া নগরের দ্বারে সারি সারি দণ্ডায়মান রহিল . পরিশেষে বিশুদ্ধা বালিকা শুদ্ধাচারিণী অন্তঃপুরচারিণী রমণীরা মঙ্গল গীত গাইতে গাইতে শিশুকে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন অমনি অপর মহিলারা মঙ্গলসূচক শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। রাজগৃহ দুন্দুভি দামামার শব্দে শব্দায়মান হইল প্রতিবাসিগণ হুলুধ্বনি করিতে করিতে শিশুকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। এদিকে স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। দেবগণ ভক্তি পূর্ব্বক কর-যোড়ে এইরূপ মঙ্গল গীত গাইতে লাগিলেন।

"অপায়াশ্চ যথা শান্তাঃ সুখি সর্ব্বং যথা জগৎ
এবং সুখাবহো জাতঃ সুখে স্থাপয়িতা জগৎ॥
যথা বিতিমিরা চাভা রবিচন্দ্রসুরপ্রভাঃ।
অভিভূতা ন ভাসন্তে এবং পুণ্যপ্রভোদ্ভবঃ।
পশ্যন্ত্যনয়না যচ্চ শ্রোত্রহীনা শৃণ্বন্তি চ।
উন্মত্তকাঃ স্মৃতিবন্তো ভবিতা লোকে চেতি যে
ন বাধন্তে যথা ক্লেশা জাতং মৈত্রং জনং জগৎ।
নিঃসংশয়ং ব্রহ্মলোক সত্ত্বানাং ভবিতা শিবম্
যথা সুপুষ্পিতা শালা মেদিনী চ সমাস্থিতা।
এবং সর্ব্বজগৎপূজাঃ সর্ব্বজ্ঞোহয়ং ভবিষ্যতি
যথা নিরাকুলো লোকে মহাপদ্মা মণে স্তবঃ।
নিঃসংশয়ং মহাতেজা লোকনাথে ভবিষ্যতি

যথা চ মৃদুকা বাতা দিব্যগন্ধোপবাসিতা।
শাম্যন্তি ব্যাধিং সত্ত্বানাং বৈদ্যরাজো ভবিষ্যতি।
ইত্যাদি। ল, বি, ৭।অ

এখন অপায়সমূহ যেমন শান্ত হইল জগৎ যেমন সুখী হইল, এমনি সুখাবহ এই সদ্যোজাত শিশু জগৎকে সুখে স্থাপন করিবেন দীপ্তি যেমন তিমির নষ্ট করে, তেমনি রবি চন্দ্র ও দেবগণের প্রভা ইহাঁর প্রভায় অভিভূত হইয়া দীপ্তিহীন হইল, ইনি নিশ্চয় পূণ্যপ্রভা সমুদ্ভূত। ইহলোকে যাহাদিগের চক্ষু নাই তাহারা দেখিবে, যাহাদিগের কর্ণ নাই তাহারা শুনিবে, যাহারা উন্মত্ত তাহারা স্মৃতিমান্ হইবে। ক্লেশসকল যেমন জনগণকে বাধা প্রদান করিতেছে না, জগৎ মিত্রভাবাপন্ন হইয়াছে, এমনি নিঃসংশয় ব্রহ্মলোকে সমুদায় জীবের মঙ্গল হইবে। শাল বৃক্ষ সকল যেমন পুষ্পিত হইল, মেদিনী স্থিরতা লাভ করিল, এমনি নিশ্চয় ইনি সমুদায় জগতের পূজ্য হইবেন, সর্ব্বজ্ঞ হইবেন। লোক যেমন নিরাকুল হইল, মহাপদ্ম যেমন উদ্ভূত হইল, এমনি নিঃসংশয় ইনি মহাতেজা এবং লোকনাথ হইবেন বায়ু যেমন দিব্যগন্ধযুক্ত ও মৃদুল হইল, এমনি ইনি জীবদিগের রোগোপশমকারী বৈদ্যরাজ হইবেন

এদিকে রাজার পরম তেজস্বী পুত্র হইয়াছে শুনিয়া নগরের তাবৎ সম্ভ্রান্ত লোকেরা আসিয়া ভূপেন্দ্র শুদ্ধোদনকে আলিঙ্গন করিয়া পরমাপ্যায়িত করিলেন। সকলেই আনন্দসাগরে ভাসমান হইলেন।

নৃপতি শুদ্ধোদন বৃদ্ধ বয়সে এক পুত্র সন্তান লাভ করিয়া যৎপরোনাস্তি পুলকিত হইলেন, মনে মনে বিধাতাকে কতই ধন্য-

বাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অমিততেজা শিশু শশিকলার ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, শিশুর দিব্য লাবণ্য ও অপরিমিত কমনীয়তায় ঘর অত্যুজ্জ্বল হইল তাহার অস্ফুটতর। অমৃতবর্ষিণী প্রাণানন্দদায়িনী কথাতে সকলের চিত্ত বিনোদিত হইত পদ্মহীন সরোবর, গন্ধহীন পুষ্প, পুষ্পবিহীন উদ্যান, ফলশূন্য তরুবর, সতীত্ববিহীন নারী, যেমন শোভাশূন্য বোধ হয়, এত দিন রাজগৃহও সেইরূপ সন্তানবিহীন অন্ধকারাচ্ছন্ন শ্মশানবৎ ছিল, কিন্তু এখন শিশুর ভাষণে ক্রোড়নে রোদনে ও মোদনে গৃহ মধুময় হইয়া উঠিল নৃপতি এক মাত্র পুত্রের চন্দ্রানন দর্শন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়া ইহাকে কিরূপ যত্ন সহকারে রক্ষা করিবেন তাহারই উপায় উদ্ভাবনে ব্যাপৃত হইলেন। শিশুর পরিপালনের জন্য দ্বাত্রিংশৎ জন ধাত্রী নিযুক্ত হইল। তাহাদিগের আট জন শরীররক্ষণার্থ, আট জন দুগ্ধ পান করাইবার জন্য, আট জন ক্রোড়নার্পণ জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিত।

অনন্তর মহারাজ একদা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "কিমহং কুমারস্য নামধেয়ং করিষ্যামি" আমি সন্তানের কি নাম রাখি। তখনই তাঁহার প্রতীতি হইল যে "অস্য হি জাতমাত্রেণ মম সর্ব্বার্থসমৃদ্ধাঃ সংসিদ্ধাঃ।" এই শিশু জাত মাত্রে আমার সমুদায় কামনাই সংসিদ্ধ হইয়াছে অতএব "অহমস্য সর্ব্বার্থসিদ্ধ ইতি নাম কুর্য্যাং" আমি সর্ব্বার্থসিদ্ধ ইহার নাম অর্পণ করিব। এইরূপ স্থির করিয়া শুদ্ধোদন খুব সমারোহপূর্ব্বক পুত্রের নামকরণ ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। রাজকুমার ক্রমেই সপ্তাহ হইতে সপ্তাহে, পক্ষ হইতে পক্ষে, মাস হইতে মাসে, বৎসর হইতে বৎসরে উপনীত ও বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। কালসহকারে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল

পরিপুষ্ট ও সবল হইয়া উঠিল, স্বয়ং কথা কহিতে ও পদচালনা করিতে শিখিলেন একদা মহারাজ শাক্যগণ সহ বসিয়া আছেন সহসা তাঁহার অন্তরে মায়াদেবীর স্বপ্ন বিবরণ উদিত হইল তখন তিনি শাক্যগণের সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই কুমার কি চক্রবর্ত্তী রাজা হইবেন, না প্রব্রজনার্থ সন্ন্যাসী হইয়া সংসার হইতে বহির্গত হইবেন ? এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময় হিমালয় পর্ব্বতের পার্শ্বস্থ অসিত নামে এক পরম জ্ঞানী মহর্ষি নরদত্ত নামা ভাগিনেয় সহ কপিলবস্তু নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ইনি কুমারের জন্ম উপলক্ষে স্বর্গে দেবলোকে অলৌকিক ব্যাপার সকল যোগচক্ষুতে ও দিব্যজ্ঞানে নিরীক্ষণ করিয়া রাজকুমারের শুভদর্শনাভিপ্রায়ে রাজদ্বারে আসিয়াছিলেন। মহর্ষি দৌবারিক দ্বারা রাজসমীপে সংবাদ দিলেন যে দ্বারে অসিত ঋষি দণ্ডায়মান দৌবারিক তচ্ছ্রবণে ত্বরায় রাজার নিকটে গিয়া বলিল মহারাজ; এক জীর্ণ বৃদ্ধ 'মহল্লক' দ্বারে উপস্থিত। নৃপতি তাহা শুনিয়া বলিয়া পঠাইলেন মহর্ষিকে প্রবেশ করিতে বল অসিত ঋষি দৌবারিকের আদেশমত অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া নরেন্দ্রকে দর্শনমাত্র হস্তোত্তলনপূর্ব্বক এই বলিয়া আশীর্দ করিলেন। "জয় জয় মহারাজ, চিরমায়ুঃ আলয়ধর্ম্মেণ রাজ্যং কারয়।" অনন্তর নরনাথ শুদ্ধোদন মহর্ষিকে পাদ্যার্ঘ দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া সাধু ও সুষ্ঠু বাক্যে সমাদরপূর্ব্বক তাঁহাকে বসিবার জন্য আসন প্রদান করিলেন, এবং তাঁহাকে সুখোপবিষ্ট জানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্, আপনার দর্শনজন্য আমিত স্মরণ করি নাই বা আশা করি নাই, তবে কি নিমিত্ত অভ্যাগত হইয়াছেন ?" তিনি বলিলেন মহারাজ, আপনার পুত্র হইয়াছে তাই দেখিতে

আসিয়াছি" রাজা কহিলেন, কুমার এখন নিদ্রিত ঋষি বলিলেন "মহারাজ, মহাপুরুষেরা চিরনিদ্রিত থাকেন না, তাঁহারা সদা জাগরণশীল" মহারাজ ঋষির কথায় পরিতুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ দুই বাহু প্রসারণপূর্ব্বক কুমারকে অঙ্কে লইয়া তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন অসিত ঋষি শিশুকে দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষের লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া, বিশেষতঃ দেবাভিভাবক অমিততেজ ও সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও বন্দনা করিলেন এবং লক্ষণ দ্বারা কুমার গৃহে থাকিলে রাজচক্রবর্ত্তী, প্রব্রজন করিলে তথাগত হইবেন বুঝিতে পারিলেন। তিনি ঈষৎ গম্ভীর ভাবে স্তম্ভিত বদনে রোদন করিতে লাগিলেন, অশ্রু জলে নয়ন ভাসিয়া গেল, ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। রাজা অকস্মাৎ এই অননুভূত ব্যাপার সন্দর্শন মাত্র বিষণ্ণ ও ভীত হইলেন ঋষির নয়নধারা বহিতেছে দেখিয়া তিনি নিতান্ত দীনমনা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কিমিদমৃষে রোদিষি অশ্রূণিচ প্রবর্ত্তয়সি গম্ভীরঞ্চ নিশ্বসসি, মা খলু কুমারস্য কাচিদ্বিপ্রতিপত্তিঃ" "তপোধন, আপনি কেন রোদন করিতেছেন? এরূপ নয়নবারি কি জন্য পতিত হইতেছে? গম্ভীর ভাবে নিশ্বাসই বা কেন ফেলিতেছেন? কুমারের তো কোন অমঙ্গল ঘটিবে না?"

ঋষি বলিলেন, "মহারাজ, আমি কুমারের জন্য রোদন করিতেছি না, তাঁহার কোন বিপদেরও আশঙ্কা নাই, কিন্তু আমি আমার নিজের জন্যই রোদন করিতেছি মহারাজ, আমি জীর্ণ বৃদ্ধ অশক্ত মহল্লক, এই কুমার সর্ব্বার্থসিদ্ধ, ভবিষ্যতে ইনি সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিবেন।

"সদেবকস্য লোকস্য হিতায় সুখায় ধর্ম্মং দেশয়িষ্যতি। আদৌ কল্যাণং মধ্যে কল্যাণং পর্য্যবসানে কল্যাণং স্বর্থং সুব্যঞ্জনং কেবলং পরিপূর্ণং পরিশুদ্ধং পর্য্যবদাতং ব্রহ্মচর্য্যং পর্য্যবসানে ধর্ম্মং সম্প্রকাশয়িষ্যতি। অস্মাকং ধর্ম্মং শ্রুত্বা জাতিধর্ম্মিণঃ সত্ত্বা জাত্যা পরিমোক্ষ্যন্তে। এবং জরাব্যাধিমরণশোকপরিদেবদুঃখদৌর্ম্মনস্যোপায়াসেভ্যঃ পরিমোক্ষ্যন্তে রাগদ্বেষমোহাগ্নিসন্তপ্তানাং সত্ত্বানাং সদ্ধর্ম্মজলবর্ষেণ প্রহ্লাদনং করিষ্যতি নানা কুদৃষ্টিগ্রহণপ্রস্কন্নানাং সত্ত্বানাং কুপথপ্রয়াতানামৃজুমার্গেণ নির্ব্বাণপথমুপনেষ্যতি সংসারপঞ্জরচারকাবরুদ্ধানাং ক্লেশবন্ধনবদ্ধানাং সত্ত্বানাং বন্ধননির্ম্মোক্ষং করিষ্যতি। অজ্ঞানতমস্তিমিরপটলপর্য্যবনদ্ধনয়নানাং প্রজ্ঞাচক্ষুরুৎপাদয়িষ্যতি ক্লেশশল্যবিদ্ধানাং শল্যোদ্ধরণং করিষ্যতি তদ্যথা। মহারাজ ঔদুম্বরপুষ্পং কদাচিৎ কর্হিচিল্লোকে উৎপদ্যতে, এবমেব মহারাজ কদাচিৎ কর্হিচিৎ বহুভিঃ কল্পকোটিনিযুতৈর্ব্বুদ্ধাভগবন্তো লোক উৎপদ্যন্তে।" ল বি ৭ অ।

"মহারাজ, এই কুমার ভবিষ্যতে দেবলোক ও নরলোকের হিত ও সুখের জন্য ধর্ম্ম উপদেশ দিবেন। ইনি আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্য্যবসানে কল্যাণ, সুন্দর অর্থযুক্ত সুব্যক্ত অমিশ্র পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ নির্দ্দোষ ব্রহ্মচর্য্য, পর্য্যবসানে ধর্ম্ম প্রকাশ করিবেন। আমাদিগের ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া জাতিধর্ম্মাক্রান্ত জীবগণ জাতিবিমুক্ত হইবে। এইরূপ জরাব্যাধি মরণ শোক পরিদেবনা দুঃখ ও দৌর্ম্মনস্য অপায় ও আয়াস হইতে মুক্ত হইবে আর রাগ দ্বেষ মোহাগ্নিসন্তপ্ত জীবগণের সাধু ধর্ম্মরূপ জলবর্ষণে আহ্লাদ উৎপাদন করিবেন; বিবিধ কুদৃষ্টি গ্রহবশতঃ বিশুষ্ক ও কুপথগামী জীবদিগকে সরল মার্গে নির্ব্বাণপথে আনয়ন করিবেন; সংসার-

পিঞ্জরকারাবদ্ধ ও ক্লেশবন্ধনে আবদ্ধ জীবের বন্ধন মোচন করিবেন; আর অজ্ঞানান্ধতারূপ তিমিরপটলাবৃতনয়ন লোকদিগের প্রজ্ঞাচক্ষু উৎপাদন করিবেন যাহারা ক্লেশশল্যবিদ্ধ তাহাদিগের ক্লেশ শল্য উদ্ধরণ করিবেন মহারাজ, উডুম্বরপুষ্প যেমন কখন কদাচিৎ লোকে উৎপন্ন হয়, তেমনি হে নরবর কখন কদাচিৎ বহু কোটি নিযুত কল্পান্তে ভগবান্ বুদ্ধদেবগণ ইহলোকে উৎপন্ন হইয়া থাকেন।" অসিত মহর্ষি এইরূপে কুমারের গুণ বর্ণনা করিয়া তৎপরে কুমারের দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষলক্ষণ এবং দেহস্থ অশীতি প্রব্রজনানুব্যঞ্জন ব্যাখ্যা করিয়া চলিয়া গেলেন শাক্যরাজ শুদ্ধোদন ঋষিপ্রমুখাৎ এই প্রকার অলৌকিক লক্ষণ এবং পুত্রের মহাপুরুষত্ব শ্রবণ করিয়া প্রীতমনা হইলেন এবং সম্ভ্রমে কুমারের চরণ বন্দনা করিয়া এই গাথা উচ্চারণ করিলেন;

"বন্দিতস্ত্বং সুরৈঃ সেন্দ্রৈঃ ঋষিভিশ্চাপি পূজিতঃ
বৈদ্যঃ সর্ব্বস্য লোকস্য বন্দেঽহমপি ত্বাং বিভো"

"ইন্দ্রাদি দেবতা তোমাকে বন্দনা করেন, ঋষিগণ কর্ত্তৃকও তুমি পূজিত হইলে, তুমি সকল লোকের চিকিৎসক, হে বিভো, আমিও তোমাকে বন্দনা করি।" মহর্ষি অসিত তাঁহার ভাগিনেয় নরদত্তকে এই উপদেশ করিলেন, "তুমি যখন শ্রবণ করিবে যে ইহলোকে বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন, তখন তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহার শাসনানুসারে প্রব্রজন করিবে ইহা তোমার চিরদিনের জন্য অর্থ, হিত এবং সুখের কারণ হইবে।"

অনন্তর রাজকুমারের ক্রমে বিদ্যারম্ভের সময় উপস্থিত হইল। মহারাজ আচার্য্য ও উপাধ্যায় বিশ্বামিত্রকে আহ্বান করিলেন। উপাধ্যায় আহ্বানমাত্র রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন নৃপতি

তাঁহাকে কুমারের বিদ্যারম্ভের বিষয় জ্ঞাপন করাতে বিশ্বামিত্র বিলক্ষণ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "মহারাজ! কুমার যেরূপ সুশীল ও বুদ্ধিমান্ তাহাতে অতি সহজেই অল্পকালের মধ্যে বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হইবেন সন্দেহ নাই।" তাঁহার এই কথা শুনিয়া রাজার আনন্দের সীমা পরিসীমা রহিল না তখন মহীপতি শুদ্ধোদন হৃষ্টচিত্তে কুমারকে নানালঙ্কারে বিভূষিত ও স্নান করাইয়া এবং চন্দনের দ্বারা গাত্রানুলেপনপূর্ব্বক তাঁহার অঙ্গুলি ধরিয়া লিপি-শালায় লইয়া গেলেন। তিনি ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া বিশ্বমিত্রের হস্তে কুমারকে সমর্পণ করিলেন। কথিত আছে কুমার উপাধ্যায় সমীপে গমন করিয়া চৌষট্টি * প্রকারের লিপি প্রণালী উল্লেখ করিয়া কোন্ প্রকারের লিপি তাঁহাকে শিক্ষা প্রদান করিবেন উপা-ধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করেন, ইহাতে উপাধ্যায়ের যে কিছু বিদ্যাবত্তার অভিমান ছিল তাহা তিরোহিত হয়। সে যাহা হউক, উপাধ্যায় যথারীতি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। শাক্যতনয় অলৌকিক বুদ্ধিবলে ক্রমে সমুদায় শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা করিলেন কথিত আছে যে কুমারের সঙ্গে বহুসংখ্যক বালক শিক্ষা লাভ করিতেছিল। তাহারা যখন তাঁহার সঙ্গে অকারাদি মাতৃকাবর্ণ শিক্ষা করিতেছিল তখন তাঁহার প্রভাবে তাঁহাদিগের মুখ হইতে এক এক বর্ণের সঙ্গে সঙ্গে অকারে সমুদায় সংস্কার অনিত্য, আকারে আত্মপরহিত ইত্যাদি উচ্চতর ধর্ম্মের কথা সকল স্বতঃ বিনিঃসৃত হইতেছিল ফল কথা

---

* এই চৌষট্টি প্রকারের লিপিমধ্যে তখন কি কি লিপি প্রচলিত ছিল বুঝিতে পারা যায়। যথ, অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি, মগধলিপি, শকারিলিপি, দ্রাবিড়লিপি, কিরাবিলিপি, দক্ষিণলিপি, উগ্রলিপি, দরদলিপি খাস্যলিপি চীনলিপি হূণলিপি ইত্যাদি।

এই, প্রতিবর্ণে শাক্যের অন্তরস্থ স্বর্গীয় জ্ঞানের বিকাশ হইতে লাগিল প্রহ্লাদ যেমন 'ক' দেখিয়া কাঁদিয়াছিলেন, রাজকুমারও তদ্রূপ 'অ' দেখিয়া সকল অনিত্য এই জ্ঞান উপলব্ধি করেন মহাপুরুষদের বাল্যকালেই এমন সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয় যাহা লোকসাধারণ নহে, এবং তাঁহারা যে ভবিষ্যতে মহান্ ব্যাপার সকল সম্পন্ন করিয়া কীর্ত্তি স্থাপন করিবেন তদ্দ্বারা তাহাও বেশ অনুমিত হয় শাক্যের অধ্যয়নকালে যে মহত্ত্ব লক্ষিত হইবে তাহা আর বিচিত্র কি? ফলতঃ যত তাঁহার বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল ততই তাঁহার প্রকৃতি অতি গম্ভীর ভাব ধারণ করিল তিনি অপরাপর বালকের ন্যায় ক্রীড়া কৌতুকে আসক্ত থাকিতেন না, স্বভাবতঃ ধীর ও প্রশান্ত ছিলেন সুতরাং তাঁহার স্বভাবে বড় চপলতা দেখা যাইত না স্থিরতাবশতঃ মন নিতান্ত গম্ভীর ও চিন্তাশীল হইয়া পড়িয়াছিল

একদা তিনি সমভিব্যাহারী অমাত্যপুত্রগণের সঙ্গে কৃষকদিগের গ্রাম পরিদর্শন করিতে যান গ্রামে নির্জ্জন উদ্যানভূমি দর্শনমাত্র তিনি তাহাতে প্রবেশ করেন সঙ্গিগণকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি একাকী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন একটি সুন্দর জম্বু বৃক্ষ অবলোকন করিয়া তাহার তলে বসিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন সময়ে সময়ে তিনি এরূপ চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন যে সঙ্গীরা তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইত না নির্জ্জনপ্রিয়তা তাঁহার বিশেষ প্রবল ছিল একাকী চিন্তায় অপূর্ব্ব সুখ লাভ হইত বলিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে এইরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রস্থান করিতেন। বাস্তবিক শাক্য কখন কখন এত দূর মগ্ন হইতেন যে কেহ তাঁহাকে ডাকিয়া উত্তর পাইত না। তিনি জম্বুবৃক্ষতলে ধ্যানস্থ হইয়া ক্রমে ধ্যানের চতুর্থ

অবস্থাতে * নিমগ্ন হইলেন এ দিকে রাজা শুদ্ধোদন কুমারকে দেখিতে না পাইয়া বিমনা হইলেন। বহুলোক তাঁহার অন্বেষণে নির্গত হইল। এক জন অমাত্য আসিয়া দেখে যে কুমার জম্বুবৃক্ষমূলে ধ্যানস্থ। সে তৎক্ষণাৎ রাজার নিকট সংবাদ দিল, "মহারাজ" একবার ত্বরায় আসিয়া কুমারকে দেখুন।

"পশ্য দেব কুমারোয়ং জম্বুচ্ছায়াং ১ হি ধ্যায়তি।
যথা শক্রোহথবা ব্রহ্মা শ্রিয়া তেজেন ২ শোভতে
যস্য বৃক্ষস্য চ্ছায়ায়াং নিষণ্ণো বরলক্ষণঃ
নৈনং ন জহতে ৩ ছায়া ধ্যায়ন্তং পুরুষোত্তমম্।"
ল, বি, ১১ অ,

"এই কুমার জম্বুচ্ছায়াতে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন ইনি রূপে ইন্দ্র কিংবা তেজে ব্রহ্মার ন্যায় শোভা পাইতেছেন। উত্তমলক্ষণযুক্ত কুমার যে বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া আছেন সেই ছায়া ধ্যানস্থ এই পুরুষোত্তমকে পরিত্যাগ করে নাই। কি অপূর্ব্ব ব্যাপার।"

মহারাজ শুদ্ধোদন কুমারকে তাদৃশ অবস্থাপন্ন দেখিয়া অত্যাশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মনে মনে বলিলেন,

"হুতাশনো বা গিরিমূর্দ্ধি সংস্থিতঃ
শশীব নক্ষত্রগণাবকীর্ণঃ
বেধন্তি ৪ গাত্রাণি মি ৫ পশ্যতো ৬ ইমং
ধ্যায়ন্ত ৭ তেজেন ৮ প্রদীপকল্পং"
ল, বি, ১১ অ

* (১) সবিতর্ক, (২) অবিতর্ক (৩) সংপ্রজ্ঞাত, (৪) নির্বীজ।

১ ছায়ায়াম্। ২ তেজসা ৩ জহাতি। ৪ দহ্যন্তে ৫ মে ৬ পশ্যতঃ ৭ ধ্যায়ন্তম্ ৮ তেজসা।

"হায়! ইনি পর্ব্বতশিখরস্থ অগ্নির ন্যায়, তারকামণ্ডিত শশধরের ন্যায় এই ধ্যানস্থ কুমার তেজে দীপ্যমান। ইহাঁকে দর্শন করিয়া আমার সর্ব্বশরীর যে দগ্ধ হইয়া যাইতেছে" ম কাপতি মনে মনে কুমারের চরণে প্রণাম করিলেন ইত্যবসরে তিলবাহক শিশুগণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল সে সময়ে অমাত্যগণ নিস্পন্দভাবে বসিয়া কুমারের অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, তাহারা কোলাহল করাতে শব্দ করিতে নিষেধ করিলেন। তাহারা বলিল কেন? অমাত্যগণ কহিলেন;

"ব্যাবৃত্তে তিমিরনুদসা মণ্ডলেঽপি
ব্যোমান্তং শুভবরলক্ষণাগ্রধারিং (১)
ধ্যায়ন্তং গিরিমিব নিশ্চলং নরেন্দ্রপুত্রং
সিদ্ধার্থং ন জহাতি নৈব বৃক্ষচ্ছায়া"

তোমরা কি দেখিতেছ? এই যে নরেন্দ্রপুত্র সিদ্ধার্থ অটল অচলের ন্যায় ধ্যানস্থ হইয়া আছেন সূর্য্যমণ্ডল অস্তমিত হইলে আকাশের যাদৃশী শোভা হয় এই কুমারের মুখমণ্ডলে সেইরূপ জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছে, ইনি শুভ লক্ষণাক্রান্ত। বৃক্ষচ্ছায়া ইহাঁকে এখনো পরিত্যাগ করিতেছে না। কিছুকাল পরে কুমার সমাধি হইতে উত্থান করিয়া পিতাকে এবং সমাগত লোকমণ্ডলীকে অবলোকন করিয়া বলিলেন;

"উৎসৃজ তাত কৃষিয়া ২ পুরতো গবেষাম্।"

হে তাত, এই কৃষিকার্য্য হিংসাবহুল, ইহাকে আপনি পরিত্যাগ করুন

---

১ শুভবরাগ্রলক্ষণধরম্। ২ কৃষিম্।

"যদি স্বর্ণকার্য্য (১) অহং স্বর্ণ (২) প্রবর্ষয়িষ্যে
যদি বস্ত্রকার্য্য অহমেব প্রাদাস্যে ৩ বস্ত্রান্ ৪।
অথবান্যকার্য্য অহমেব প্রবর্ষয়িষ্যে
সম্যক্ প্রযুক্ত ৫ ভব সর্ব্বজগে ৬ নরেন্দ্র।'

"যদি স্বর্ণ উৎপাদন করিতে হয়, আমি স্বর্ণ বর্ষণ করিব যদি বস্ত্র উৎপাদন করিতে হয়, আমি বস্ত্রসমূহ প্রদান করিব, যদি আর কিছু উৎপাদন করিতে হয়, আমি সে সকল বর্ষণ করিব। আপনি সমুদায় জগতের বিষয়ে সম্যক্ যোগযুক্ত হউন' কুমার এইরূপ অনুশাসন করিয়া পুরীতে প্রবেশ করিলেন এবং শুদ্ধসত্ত্ব নৈষ্কর্ম্যযুক্তমনা হইয়া বাস করিতে লাগিলেন

কুমারের পরিণয়।

দেখিতে দেখিতে কুমার যৌবনপদে পদার্পণ করিলেন বিকচ পদ্মের শোভা কে না দর্শন করিয়াছে? কোরকিত অবস্থার শোভা হইতে প্রস্ফুটিত কুসুমের সৌন্দর্য্য অধিকতর কুসুমকুট্মলে মধুপ গুন্‌গুন্ রবে মধুপানোন্মত্ত হইয়া বসিতে স্থান পায়, না তাহার ভিতরে কি প্রবেশ করিতে পারে? কিন্তু কুমারে স্থান পাইয়াছিল তিনি রূপের ডালি রূপের কূপ। যৌবনবিকাশে কুমারের সৌন্দর্য্য বিস্তৃত হইয়া পড়িল প্রচ্ছন্ন রূপ প্রস্ফুটিত হইল, দিব্য লাবণ্য সর্ব্বাঙ্গ মনোহর করিল। পৃথিবীর লোক যৌবনের সৌরভে পক্ষীর কলকণ্ঠকূজনে উৎকণ্ঠিত হয়, লতামণ্ডপের শোভা

১ কার্য্যং এবং সর্ব্বত্র। ২ স্বর্ণং ৩ প্রদাস্যে ৪ বস্ত্রাণি ৫ প্রযুক্তঃ ৬ জগতি

সন্দর্শনে উন্মনা হয়, কিন্তু এই রাজতনয়ের যৌবনকুসুম ভিতরে উন্মেষিত হইলে আত্মচিন্তনে স্পৃহা বলবতী হইল, ধ্যানস্থ থাকিতে তাঁহার বাসনা বাড়িল এ দিকে শাক্যরাজ শুদ্ধোদন নিতান্ত ক্ষুব্ধ চিত্তে কুমারের বিষয় ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহাকে সাংসারিক সুখে সুখী করিবার জন্য নানা উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন এমন সময় মহন্ধক প্রভৃতি কতকগুলি শাক্য আসিয়া বলিল, "মহারাজ! দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন যে;—

"যদি কুমারোহভিনিষ্ক্রমিষ্যতি তথাগতো ভবিষ্যতি অর্হন্ সম্যক্ সম্বুদ্ধঃ উত নাভিনিষ্ক্রমিষ্যতি রাজা ভবিষ্যতি। চক্রবর্ত্তী চ বিজিতবান্ ধার্ম্মিকো ধর্ম্মরাজঃ সপ্তরত্নসমন্বাগতঃ পূর্ণশ্চাস্য পুত্রসহস্রং * *। সইমং পৃথিবীমদণ্ডেন অশস্ত্রেণাভিনির্জ্জিত্যাধ্যাবসিষ্যতি সহ ধর্ম্মেণেতি। ল বি ১২ অং।

"যদি আমাদের কুমার প্রব্রজ্যা করেন তাহা হইলে তথাগত হইয়া সম্যক্ জ্ঞানযুক্ত অর্হৎ হইবেন, আর যদি তিনি সংসারাশ্রমে অবস্থিতি করেন তাঁহা হইলে রাজা হইয়া চক্রবর্ত্তী বিজেতা ধার্ম্মিক ধর্ম্মরাজ এবং [চক্ররত্নাদি] সপ্তরত্নযুক্ত হইবেন ইনি সহস্র পুত্রের পিতা হইবেন এবং বিনা দণ্ডে বিনা শস্ত্রে সমুদায় পৃথিবী নির্জ্জিত করিয়া ধর্ম্ম সহকারে তদুপরি আধিপত্য করিবেন" অতএব মহারাজ, কুমারকে অচিরাৎ বিবাহিত করাই কর্ত্তব্য, তাহা হইলে ইনি সংসারে অনুরক্ত হইবেন, শাক্যবংশের চক্রবর্ত্তিত্ব আর বিলোপ হইবে না। শাক্যগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজার মনে কত প্রকার আন্দোলন হইতে লাগিল তাই তো কুমারের যৌবনলক্ষণ সকল লক্ষিত হইয়াছে, পুষ্পোদ্গমে সৌরভ ছুটে কিন্তু আমার কুমারের যৌবনকুসুমের সে সৌরভ নাই

ইহার গতি অন্য দিকে, ইহার ভাবান্তর দেখিয়া কতই না আশঙ্কা হয়। যৌবনের প্রারম্ভেই যখন ইহার এতাদৃশ বিরাগ, তখন না জানি ভবিষ্যতে কি ঘটে। যাহা হউক পরিণীত হইলে সংসারের প্রতি আস্থা হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এইরূপ স্থির করিয়া অতঃপর তিনি কন্যা অন্বেষণ করিবার আদেশ করিলেন, শত শত শাক্য কন্যাদানের নিমিত্ত উদ্যত হইল। সকলেই বলিতে লাগিল, মহারাজ, আমার দুহিতা কুমারের অনুরূপা হইবে। রাজা শুদ্ধোধন বলিলেন, তোমরা কুমারকে জানাও কোন্ কন্যা তাঁহার মনোনীতা হইবে। তাহারা সকলেই রাজতনয় শাক্যের নিকট গিয়া বিবাহের প্রস্তাব করাতে তিনি বলিলেন সপ্তম দিবসে আমি ইহার উত্তর দিব। এই সময়ে মহাত্মা শাক্যসিংহের ঘোর পরীক্ষা উপস্থিত হইল। তাঁহার অন্তরে গভীর আন্দোলন হইতে লাগিল। তরঙ্গায়িত গভীর জলধির ন্যায় তাঁহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। এক এক বার অন্তরস্থ সমুজ্জ্বলিত আলোকে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন আবার পরক্ষণেই ভাবান্তরে চালিত হয়েন। বাস্তবিক জীবনে যখন গুরুতর কর্ত্তব্যোরবেগ প্রবল হয়, বিবেকের অপ্রতিহত আদেশ হৃদয়কে উত্তেজিত করিতে থাকে, তখন ভিতরে সুদুরপরাহত সংগ্রামের রোল উঠিতে থাকে। তখন মানবীয় বুদ্ধি বিচার বিলুপ্ত হইয়া যায়, কখন কখন চিত্ত কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়ে। পৃথিবীর সাধারণ লোক এই অবস্থায় স্বর্গীয় আলোক তাদৃশ ধরিতে পারে না, কিন্তু কৃপাসিদ্ধ ঐশীশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষেরা এই অবসরে সেই আলোক সহজে প্রতীতি করেন। শাক্যাধিপতির তনয় শাক্য ঐ সাত দিন ক্রমাগত নিজ জীবনের উদ্দেশ্য ও বিশেষ

কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পরিণয় তাঁহার কার্য্যের বিশেষ প্রতিবন্ধক হইবে কি না তাহাই বার বার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

"বিদিতং মমানন্তকামদোষাঃ শরণং সর্ব্বরাগশোকদুঃখমূলা ভয়ঙ্করবিষপত্রসন্নিকাসা জ্বলননিভা অসিধারাতুল্যরূপাঃ কামগুণে ন মেহস্তি ছন্দং রাগো ন চাহং শোভে স্ত্র্যাগারমধ্যে যোহংমুপবনে বসেয়ং তুষ্ণীং ধ্যানসমাধিসুখেন শান্তচিত্তঃ।" ল, বি, ১২, অ।

আমি কামভোগের অনন্ত দোষ জ্ঞাত আছি ইহা বিনাশ, সর্ব্ববিধকোলাহল ও শোক দুঃখের মূল, ভয়ঙ্কর বিষপত্র তুল্য জ্বলন্ত অগ্নির সদৃশ, অসি ধারার ন্যায়, কামভোগে আমার রুচি নাই অনুরাগও নাই যে আমি ধ্যানসমাধিসুখে শান্তচিত্ত হইয়া তুষ্ণীভাবে উপবনে বাস করিব, সেই আমি কি স্ত্রীগৃহে বাস করিতে পারি? না তাহা আমার শোভা পায়?

"স পুনরপি মীমাংসোপায়কৌশল্যমামুখীকৃত্য সত্ত্বপরিপাকমেব বক্ষ্যমাণো মহাকরুণাং সঞ্জনয্য তস্যাং বেলায়ামিমাং গাথাম ভাষত।"

আবার তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, উপায় কৌশল সম্মুখীন করতঃ সত্ত্বপরিপাক কিরূপে করিতে হয় প্রকাশ করিতে হইবে এই ভাবিয়া তাঁহার মহাকরুণা উপস্থিত হইল সে সময়ে তিনি এই গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন

সঙ্কীর্ণ (১)পঙ্কি (২) পদ্মানি (৩) বিবৃদ্ধিমেন্তি
(৪) আকীর্ণ (৫) রাজু জলমধ্য লভাতি (৬) পূজাং।

---

১ সঙ্কার্ণানি। ২ পঙ্কে। ৩ পদ্মানি ৪ আধাতি। ৫ রাজন্তি ৬ লভন্তে

যদি বোধিসত্ত্ব (১) পরিবারবলং লভন্তে (২)
তদ (৩) সত্ত্বকোটি নিযুতান্যমৃতে বিনেন্তি (৪)
যে চাপি পূর্ব্বক (৫) অভুবিহু (৬) বোধিসত্ত্বাঃ
সর্ব্বেভিঃ(৭) ভার্য্যা সুত (৮) দর্শিত (৯)

ইস্ত্রিগারাঃ (১০)।

ন চ রাগ রক্ত (১১) ন চ ধ্যানসুখেভি (১২) ভ্রষ্টা
হন্তাহু শিক্ষীয় (১৩) অহং পি গুণেষু (১৪) তেষাং

লঃ বি ১য় অং

"সঙ্কুচিত পদ্ম পঙ্কেই বৃদ্ধি পায় পদ্ম জলে ছড়াইয়া দিলে শোভান্বিত হয় এবং সকলের সমাদর লাভ করে। যদি বোধিসত্ত্ব হইয়া পরিবারবল লাভ করি, তাহা হইলে অসংখ্য প্রাণীকে অমৃতের পথে সৎশিক্ষা দান করিতে সক্ষম হইব যাঁহারা পূর্ব্ববোধিসত্ত্ব ছিলেন, তাঁহারাও ভার্য্যা সুত স্ত্রী আগার [অর্থাৎ সংসারাবাস] দেখাইয়া গিয়াছেন অথচ তাঁহারা আসক্ত হন নাই, পবিভ্রষ্ট হন নাই। আমিও ধ্যানসুখে তাঁহাদিগের গুণ লোককে শিক্ষা দিব অতএব লোকশিক্ষার নিমিত্ত আমাকেও ভার্য্যা গ্রহণ করা আবশ্যক" তিনি সর্ব্বশেষে এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া সপ্তম দিনে নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন এত সংগ্রামের ও বিজয়ের পর তাঁহার হৃদয়াকাশে পূর্ণ শশীর প্রকাশ হইল, সন্দেহতিমির তিরোহিত হইল মানসপটে সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা বিস্তৃত হইল তিনি পিতা শুদ্ধোদনের নিকট কন্যার গুণদ্যোতক

১ বোধিসত্ত্বঃ ২ লভ্যতে ৩ তদা ৪ বিনেষ্যন্তি ৫ পূর্ব্বকাঃ ৬ অভুবন্। ৭ সর্ব্বৈঃ ৮ ভার্য্যাসুতাঃ ৯ দর্শিতাঃ ১০ স্ত্র্যাগারাণি। ১১ রাগরক্তাঃ। ১২ ধ্যানসুখৈঃ ১৩ অনুশিক্ষিষ্যে ১৪ গুণান্

গাথা শ্রবণ করিলেন। তিনি সেই গাথা পাঠ করিয়া পুরো-হিতকে বলিলেন,—

"ব্রাহ্মণীং ক্ষত্রিয়াং কন্যাং বৈশ্যাং শূদ্রাং তথৈবচ
যস্যা এতে গুণাঃ সন্তি তাং মে কন্যাং প্রবেদয়।
ন কুলেন ন গোত্রেণ কুমারো মম বিস্মিতঃ
গুণে সত্যে চ ধর্ম্মে চ তত্রাস্য রমতে মনঃ"

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র যে কোন জাতির কন্যা হউক না, যে এতাদৃশী গুণসম্পন্না, সেই কন্যার কথা আমাকে আসিয়া বলুন আমার পুত্র, কুল বা গোত্রে পরিতুষ্ট নহেন গুণেতে সত্যেতে এবং ধর্ম্মেতে যে কন্যা শ্রেষ্ঠা তাহাতেই ইহার মন আনন্দিত যে কন্যা ঈর্ষাদি গুণযুক্তা নহে, সদা সত্যবাদিনী, রূপে অপ্রমত্তা থাকিয়া কুমারের চিত্তাভিনন্দনে সক্ষম, যাহার জন্ম কুল গোত্র পরিশুদ্ধ, গাথা লেখনে সুদক্ষা ও রূপযৌবনে শ্রেষ্ঠ হইয়াও রূপে অগর্ব্বিতা; মাতা এবং ভগ্নীর প্রতি স্নেহান্বিতা, দানশীলা, যাহার অবমাননা প্রভৃতি নিখিল দোষ নাই, যে শঠতা, মায়া রুক্ষবাক্য জানে না, যে স্বপ্নেও পরপুরুষের প্রতি কামনা রাখে না, যে স্বীয় পতিতেই নিয়ত পরিতুষ্টা, সদা সংযতেন্দ্রিয়া, দাম্ভিকা উদ্ধতা বা প্রগল্ভা নহে। যে কল্পনা জানে না, তে যাগোদও করে না, যে পান ভোজনে অনাসক্তা, যে সর্ব্বদা সত্যে অবস্থিতি করে, এবং যে স্থিরবুদ্ধি ও ভ্রান্তিহীন, যে লজ্জাবতী ও দৃষ্টিমঙ্গলরতা এবং ধার্ম্মিকা, যে কায়মোবাক্যে সদা পরিশুদ্ধা, যে মীমাংসাকুশলা, মানিনী নহে ও ধর্ম্মাচারিণী, যে শ্বশুর ও শ্বশ্রূর প্রতি সেবাতৎপরা ও আত্মসদৃশ দাসী কর্ম্মজনের প্রতি প্রেমযুক্তা এবং যে শাস্ত্রজ্ঞা এবং সকল বিষয়ে নিপুণা।

যে সকলে শয়ন করিলে শয়ানা হয়, সর্ব্বাগ্রে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করে, যে সকলের প্রতি মৈত্রে ব্যবহার করে ও কুহকাদি জানে না, সকলের নিকট মাতৃস্বরূপা, ঈদৃশী কন্যা আমার কুমারের অভিমত। নৃপতিবর শুদ্ধোদন পুরোহিতকে এতাদৃশী পাত্রী অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিলেন পুরোহিত সেই গাথা হস্তে করিয়া পাত্রীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন কোথাও তদনুরূপ কন্যা দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর দণ্ডপাণিনামা শাক্যের গৃহে প্রবেশ করিয়া অনুরূপ কন্যা অবলোকন করিলেন কন্যা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল মহাশয় আপনি কি চান তিনি বলিলেন,

শুদ্ধোদনস্য তনয়ঃ পরমাভিরূপো
দ্বাত্রিংশল্লক্ষণধরো গুণতেজযুক্তঃ
তেনেতি গাথলিখিতা গুণয়ে বধূনাহ
যস্যা গুণাস্তি হি ইমে স হি তস্য পত্নী

শুদ্ধোদন তনয় অতি রূপবান্ দ্বাত্রিংশত্ মহালক্ষণযুক্ত গুণবান্ ও তেজীয়ান্, বধূজনের গুণ প্রদর্শন করিবার জন্য তিনিই এই গাথা লিখিয়াছেন যাঁহার এই সকল গুণ আছে তিনি তাঁহার পত্নী হইবেন কন্যা উত্তর দিলেন।

"মহ্যেতি ব্রাহ্মণ গুণা অনুরূপসর্ব্বে
সো মে পতির্ভবিতু সৌম্য স্বরূপরূপঃ
ভণহি কুমারে যদি কার্য্য মা বিলম্বং
মা হীনপ্রাকৃতজনেন ভবেয় বাসঃ।"

হে ব্রাহ্মণ, হে সৌম্য, এ সকল অনুরূপ গুণ আমাতে আছে। সুন্দর রূপযুক্ত তিনিই আমার পতি হউন। কুমারকে গিয়া

বশ যদি করণীয় হয় বিলম্বে প্রয়োজন নাই হীন প্রাকৃত জন সহ যেন কখন বাস না হয়

পুরোহিত নৃপতি শুদ্ধোদনের নিকট গিয়া নিবেদন করিলেন, মহারাজ কুমারের অনুরূপ কন্যা দেখিয়াছি, ইনি দণ্ডপাণি শাক্যের তনয়া। রাজা তাঁহাকে বলিলেন, কুমার সামান্য নহেন, তিনি আপনি গুণবতী কন্যা মনোনীত করেন, ইহাই শ্রেয়ঃ। এই কার্য্য সম্পাদনের জন্য একটি উপায় করা যাউক স্বর্ণ রজত বৈদুর্য্য এবং বিবিধ রত্নময় অশোকভাণ্ড কুমার আমন্ত্রিত কুমারীগণকে অর্পণ করুন সেই সকল কুমারী, মধ্যে যাহার প্রতি কুমারের দৃষ্টি পড়ে তাহাকেই তাঁহার জন্য বরণ করা যাইবে রাজা এই বলিয়া নগরে ঘোষণা দিলেন, কুমার সপ্তম দিনে বাহির হইয়া কুমারীগণকে অশোকভাণ্ড অর্পণ করিবেন, সমুদয় কুমারীগণ যেন সংস্থাগারে উপস্থিত হয় নির্দ্দিষ্ট দিনে কুমার সংস্থাগারে ভদ্রাসনে উপবিষ্ট হইলেন রাজা অভিপ্রায় জানিবার জন্য গুপ্তচর রাখিয়া দিলেন কন্যাগণ তাঁহার প্রভাব সহ্য করিতে পারিল না। অশোকভাণ্ড গ্রহণ করিয়া শীঘ্র শীঘ্র প্রস্থান করিল দাসীগণ পরিবৃতা দণ্ডপাণি নন্দিনী গোপা তাঁহার সমীপে আসিয়াই অনিমেষ যুগল নয়নে কুমারের রূপলাবণ্য দর্শন করিলেন। বরাননা সেই রূপসাগরে ডুবিয়া গেলেন, কুমারের চক্ষু তাঁহাতেই নিবিষ্ট হইল, আর কোথায় ফিরে না। দণ্ডপাণির তনয়া গোপা রাজকুমারের নাম শ্রবণমাত্র মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। তবে তাঁহার পক্ষে দর্শন বাহিরের পরিচয় ও কুলধর্ম্ম মাত্র পরিণয় কি অদ্ভুত, ইহা প্রজাপতি বিধাতার এক অপূর্ব্ব প্রেমলীলা, কিন্তু অলৌকিক ও দুর্ব্বোধ্য। কে দুই অপরিচিত

হৃদয়কে সম্মিলিত পরিচিত ও একীভূত করে, কে উভয়ের হস্তকে একত্র মিলিত করে, কে পরস্পারের নয়নকে একস্থানে সংস্থাপিত করিয়া দ্বৈতভাব বিলোপ করে, কাহার গুণে এক অপরের হৃদয়ে প্রবিষ্ট ও লুক্কায়িত হইয়া যায়, কে একের শোণিত অপরের সঙ্গে মিশাইয়া দেয়, কে উভয়কে উভয়ের সুখ দুঃখের ভাগী করে, কে একের প্রাণ অপরের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া দ্রবীভূত ধাতুর মত তরল প্রেম রসাশ্রিত করিয়া রাখে কে ইহার তত্ত্ব বলিবে? একের নয়নজল অপরের নয়নজলে মিশিয়া নদী হয় কেন, দুই অঙ্গ এক হইয়া যায় কেন? উভয়ের দৃষ্টিতে প্রেমরসের উদ্রেক হয় কেন, কে বলিবে? হরিপ্রেম বিস্ময়কর বিশুদ্ধ পরিণয়ও বিস্ময়কর ইহা কেমন করিয়া হয় ও কেন হয় কেহ জানে না। যাঁহার লীলা তিনিই উভয়ের হৃদয়ে বসিয়া গোপনে কি অপূর্ব্ব মধুর রসের সঞ্চার করেন তাহা বুদ্ধির অতীত চূতবৃক্ষ হইতে মাধবীও বিচ্ছিন্ন হয়, বিটপী হইতেও ফল পতিত হয়, সংযুক্ত পরমাণুও বিযুক্ত হয়, আত্মা হইতেও শরীর বিচ্যুত স্খলিত হয়, কিন্তু স্বর্গীয় প্রণয়ে পরিণীত হৃদয় বিচ্ছিন্ন হয় না ইহারা যে অশরীরী তাই বিচ্ছেদ নাই পুষ্পের সৌন্দর্য্যও মলিন হয়, শিশুর কোমল মুখশ্রীও দশ দিন পরে বিশ্রী হইয়া যায়, যৌবনের লাবণ্য বিমুখ হয় কিন্তু প্রকৃতপ্রণয়ের সৌন্দর্য্য কদাপি মলিন হয় না, ইহা চিরস্থায়ী পরলোকগামী। প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে প্রকাণ্ড পাদপও উন্মূলিত হয়, বেগবান্ জলস্রোতে অচলচূড়াও নিপতিত হয়, উত্তালতরঙ্গে অর্ণবপোতও জলসাৎ হয়, কিন্তু হরিপ্রেমে রসাল প্রণয় কিছুতেই ভগ্ন হয় না তবে বিলাস ভোগের প্রণয় ক্ষণভঙ্গুর ইহা ব্যভিচারের নামান্তর মাত্র;

পাশ্চাত্য জ্ঞানাভিমানী নরগণের নিকটে ইহাই অতি আদরণীয়। হবিষ্যমরসে যে নরনারীর আত্মা মিলিত হয় তাহার শোভা অতি অনুপম, তাহা পবিত্রতার আকর।

সমুদায় অশোকভাণ্ড বিতরিত হইয়াছে এমন সময়ে গোপা কুমারসমীপে উপনীত হইয়া হাস্যমুখে বলিলেন, কুমার আমি তোমার কি করিয়াছি যে তুমি আমায় অবমাননা করিলে কুমার বলিলেন আমি তোমার অবমাননা করি নাই তুমি যে সকলের পরে আসিলে। পরে বহুমূল্য অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া দিলেন গোপা বলিলেন এতো আমার প্রাপ্য ইহা শুনিবামাত্র তিনি পুনরায় বলিলেন, তবে আমার এই আভরণ সকল গ্রহণ কর। গোপা বলিলেন, না আমি কুমারকে অলঙ্কারশূন্য করিব না, প্রত্যুত অন্যোন্যাভিলাষকেই অলঙ্কৃত করিব কন্যা নিজালয়ে প্রস্থান করিলে পর, রাজসন্নিধানে এই সংবাদ প্রেরিত হইল নৃপতি শুদ্ধোদন উভয়ে উভয়ের মনোনীত হইয়াছে শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ দণ্ডপাণির নিকট পুরোহিতকে পাঠাইলেন দণ্ডপাণিও পুরোহিতের দ্বারা শুদ্ধোদনকে জ্ঞাত করাইলেন যে, শিল্পজ্ঞকেই কন্যা দান করা আমাদের কুলধর্ম্ম, অতএব কুমার শিল্পজ্ঞ না হইলে কিরূপে বিবাহ হইতে পারে? দণ্ডপাণির এই কথা শুনিয়া রাজার মনে হর্ষে বিষাদ উপস্থিত হইল কুমার পিতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, তাত, আপনি বিষণ্ণ কেন, শীঘ্র বলুন নৃপতি শুদ্ধোদন তাঁহার বিষাদের কারণ বলিলে কুমার উত্তর করিলেন, পিতঃ, নগরে এমন কে আছে যে আমা অপেক্ষা শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শন করিবে? আপনি সকল শিল্পজ্ঞকে সমবেত করুন, আমি তাহাদিগের সমক্ষে আমার

শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করিব কথিত আছে, এই প্রদর্শনোপলক্ষে বোধিসত্ত্বের জন্য দীর্ঘকায় শ্বেতহস্তী নগরে প্রবেশ করিতেছিল। কুমার দেবদত্ত ঈর্ষাবশতঃ বাম করে উহার শুণ্ড ধারণ করতঃ দক্ষিণ করের চপেটাঘাতে তাহাকে বিনাশ করেন, কুমার সুন্দরানন্দ তাহার লাঙ্গুল ধরিয়া নগর দ্বার হইতে দূরে টানিয়া ফেলে। বোধিসত্ত্ব যখন নগর হইতে বাহির হন, তখন সেই হস্তী দর্শন করত মৃতহস্তীর দুর্গন্ধে সমুদায় নগর পূর্ণ হইবে বলিয়া পাদাঙ্গুষ্ঠে লাঙ্গুল ধারণপূর্ব্বক উহাকে সপ্ত প্রাকার সপ্ত পরিখা অতিক্রম করিয়া নগরের বাহিরে এক ক্রোশ দূরে নিক্ষেপ করেন, সেইস্থানে একটি প্রকাণ্ড গর্ত্ত হয়, উহাকে আজও লোকে "হস্তিগর্ত্ত" বলিয়া থাকে। এত গেল অলৌকিক ব্যাপার যাহা কিছু লৌকিক তাহাও সামান্য নয় তৎকালে কি কি বিদ্যা প্রচলিত ছিল, বুদ্ধ কি প্রকার পারদর্শী ছিলেন এই শিল্প পরীক্ষায় প্রদর্শিত হইয়াছে। লঙ্ঘন, সর্ব্বাগ্রে গমন, লিপি, মুদ্রাগণনা, সংখ্যা, সালম্ভধনুর্ব্বেদ, ধাবন, উল্লম্ফন, সন্তরণ, বাণনিঃক্ষেপ, হস্তিগ্রীবা, অশ্বপৃষ্ঠ, রথ, ধনু ধ্বজৈস্থৈর্য্য, সামর্থ্য, শৌর্য্য, বাহুব্যায়াম, অঙ্কুশগ্রহ, পাশগ্রহ, যানের ঊর্দ্ধ ও অধোভাগ দিয়া নির্য্যাণ, মুষ্টিবন্ধ, শিখাবন্ধ, ছেদ্য, ভেদ্য, তরণ, আস্ফালন, অক্ষুণ্ণবেধিত্ব, মর্ম্মবেধিত্ব, শব্দবেধিত্ব, দৃঢ়প্রহারিত্ব, অক্ষক্রীড়া কাব্য, ব্যাকরণ, গ্রন্থরচন, রূপ, রূপকার্য্য, অধ্যয়ন, অগ্নিকর্ম্ম, বীণা, বাদ্য, নৃত্য, গীতপাঠ, আখ্যান, হাস্য, লাস্যনৃত্য, নাট্য, অনুকরণ মাল্যগ্রন্থন, সংবাহন, মণিরাগ, বস্ত্ররাগ, (বর্ণানুরঞ্জিতকরণ) ইন্দ্রজাল, স্বপ্নাধ্যায়, কাকচরিত্র, স্ত্রীলক্ষণ, পুরুষলক্ষণ, অশ্বলক্ষণ, হস্তিলক্ষণ, গোলক্ষণ, অজলক্ষণ, মিশ্রিত লক্ষণ, কৈটভেশ্বরলক্ষণ, নির্ঘণ্ট, নিগম, পুরাণ, ইতিহাস, বেদ,

ব্যাকরণ, নিরুক্ত, শিক্ষা, ছন্দ, যজ্ঞকল্প, জ্যোতিষ, সাঙ্খ্য, যোগ, ক্রিয়াকল্প, বৈশেষিক, বেশিক [বেশভূষাদি বিরচন,] অর্থবিদ্যা, বার্হস্পত্য, আশ্চর্য্যবিদ্যা, অসুর বিদ্যা, মৃগপক্ষীর শব্দজ্ঞান, হেতুবিদ্যা, জতুযন্ত্র, ধাতুবস্ত্র, মধুচ্ছিষ্টকৃত [মোমেরপুতুলাদি গঠন] সূচীকার্য্য, ইত্যাদি সকল বিদ্যায় কুমার সর্ব্বাপেক্ষা পারদর্শিত্ব প্রদর্শন করিলেন কুমারের পৈতামহধনু সিংহহনু যাহ উত্তোলন করিতেও কাহার সাধ্য হয় নাই, উপবিষ্ট থাকিয়াই তদ্যোগে তিনি দশ ক্রোশ দূর স্থিত ভেরী, সপ্ততাল, এবং যন্ত্রযুক্ত বরাহভেদ করেন, বাণ পাতালে প্রবিষ্ট হয় বাণ যেস্থানে প্রবিষ্ট হয় সেস্থানে একটি কূপ হয়, সেই কূপের নাম আজও লোকে শরকূপ বলিয়া থাকে * ফলতঃ কুমার কোন বিষয়ে অপরাগ

* এই সময়ে দেবগণমুখে এই দুইটী গাথা জীবনবৃত্তান্তলেখক সমর্পণ করিয়াছেন ;

যথ ১ পূরিত ২ এষ ৩ ধনুর্মুনিনা ন চ উথিতু ৪ আসনিনা ৫ চ ভূমী ৬ নিঃসংশয়ং পূর্ণমভিপ্রায় ৭ মুনি লঘু ভেষ্যতি ৮ জিত্ব ৯ চমানচমুং ॥

আসন হইতে ভূমি হইতে উত্থান না করিয়া মুনি যেমন ধনুতে সন্ধান পুরিলেন, এইরূপ ইনি নিঃসংশয় মারসৈন্যকে সহজে জয় করত পূর্ণাভিপ্রায় হইয়া ভোগ করিবেন

"এষধরণীমণ্ডে ১০ পূর্ব্ববুদ্ধাসনস্থঃ সমর্থ ১১ ধনুর্গৃহীত্বা শূন্যনৈরাত্মবাণৈঃ।
ক্লেশরিপুং নিহত্বা ১২ দৃষ্টিজালঞ্চ ভিত্বা শিব ১৩ বিরজ ১৪ মশোকাং প্রাপ্যতে বোধি ১৫ মগ্র্যাম্ ॥

ধরণীমণ্ডলে পূর্ব্ববুদ্ধগণের আসনস্থ ইনি সমর্থ ইনি ধনুর্গ্রহণ করিয়া শূন্য নৈরাত্মবাণ দ্বারা ক্লেশরিপুকে হনন করিয়া দৃষ্টিজাল ভেদ করত মঙ্গলময় বিকারশূন্য অশোক বোধিপ্রাপ্য প্রধানতম গতি লাভ করিবেন।

১ যথা ২ পূরিতম্ ৩ এতৎ। ৪ উত্থিতঃ ৫ আসনাৎ ৬ ভূম্যা। ৭ পূর্ণাভিপ্রায়ঃ ৮ ভোক্ষ্যতি। ৯ জিত্বা ১০ মণ্ডলৈঃ ১১ সমর্থঃ। ১২ নিহত্য ১৩ শিবাম্ ১৪ অরজস্কাম্ ১৫ বোধিপ্রাপ্যাম্।

ছিলেন না, সুতরাং সকল বিদ্যার পরীক্ষা দিয়া গোপাকে গ্রহণ করিলেন

অতঃপর দণ্ডপাণি শাক্য পরম পরিতুষ্ট হইয়া কুমারকে কন্যা-দান করিলেন। তখন মহাসমারোহের সহিত উদ্বাহক্রিয়া সমাধা হইয়া গেল তদুপলক্ষে বিবিধ মণিরত্ন দান ও ব্রাহ্মণভোজনাদিও হইল। শাক্যতনয়া গোপা প্রধানা মহিষীরূপে অভিষিক্তা হইলেন কথিত আছে যে, নববধূ শ্বশুর বা শ্বশ্রূ বা অন্তঃপুর-চারিগণকে দেখিয়া অবগুণ্ঠন দ্বারা বদন আবৃত করিতেন না বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে কাণাকাণি হইতে লাগিল। গোপা তাহা বুঝিতে পারিয়া সর্ব্বসমক্ষে এই গাথা বলিলেন "ধ্বজা-গ্রস্থিত ভাসমান অত্যুজ্জ্বল মণিরত্নের ন্যায় আর্য্য নিয়ত অনাবৃত, তিনি আসনোপবেশন চংক্রমণ সর্ব্বত্র শোভা পান। আর্য্য গমনকালেও শোভা পান আগমন সময়েও শোভা পাইয়া থাকেন, আর্য্য উপ-বিষ্টই হউন আর দণ্ডায়মান থাকুন সর্ব্বত্র শোভা পাইয়া থাকেন। তিনি কথাই কউন আর তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করুন তিনি সকল অবস্থাতেই সমান যেমন চটক পক্ষী দর্শনে ও স্বরে সর্ব্বত্র শোভা পাইয়া থাকে, গুণবান্ গুণভূষিত ব্যক্তি কুশের বস্ত্রই পরিধান করুক বা নির্বস্ত্রই হউক, অথবা ছেঁড়া ময়লা কাপড়ই পরুক, বা কৃশতনু হউক, সে আপনার তেজে শোভা পায় যাঁহার অন্তরে পাপ নাই এরূপ আর্য্য সকল বিষয়েই শোভা পাইয়া থাকেন কিন্তু যাহা কিছু দিয়া ভূষিত হউক বালকও পাপকারী হইলে আর তাহার সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হয় না হৃদয় যদি পাপের আবর্জনায় ভরা থাকে তবে বাক্য মধুর হইলে কি হইবে, সে অমৃতাভিষিক্ত বিষকুম্ভের মত বৈ ত নয়। দুস্পর্শ শৈলশিলাবৎ

যাহাদিগের অন্তরাত্মা কঠিন, তাহাদিগের সহিত কাহারও চির-কাল দর্শন না হওয়াই ভাল সৌম্যগুণসম্পন্ন যে সকল ব্যক্তি সকলের নিকটে শিশুভাব স্বীকার করেন তাঁহারা সকলের নিকটে সমুদায় জগতের জীবনপ্রদ তীর্থ সদৃশ আর্য্যগণ দধিক্ষীরপূর্ণ ঘটের ন্যায় তাঁহাদিগের দর্শন শুদ্ধ মঙ্গলময় যাঁহারা পাপ মিত্রের দ্বারা পরিবর্জ্জিত এবং কল্যাণ মিত্ররত্ন দ্বারা পরিগৃহীত হইয়াছেন, যাঁহারা পাপ পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছেন, তাদৃশ ব্যক্তিগণের দর্শন কল্যাণপ্রদ ও ফলদায়ক সমুদায় শারীরিক দোষ সংযত করিয়া যাহার সংবৃতকায়, সদা কথা বলিয়াও যাহাদিগের কথা সংযত, যাহাদের ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত, সকল বিষয়ে নিবৃত্তচিত্ত, মন প্রসন্ন, তাদৃশ লোকের অবগুণ্ঠন দ্বারা বদন ঢাকিবার আর প্রয়োজন কি? যাহাদিগের ঈদৃশগুণ নাই, সত্য বাক্য নাই, লজ্জা নাই, সম্ভ্রম নাই, চিত্ত উচ্ছৃঙ্খল, তাহারা আত্মভাব বস্ত্র সহস্র দ্বারা আচ্ছাদন করে, যাহারা বিনয়বস্ত্র, তাহারা লোকে নগ্ন হইয়া বিচরণ করে। সর্ব্বদা যাহাদিগের সংযত চিত্ত আত্মবশে রক্ষিত, অন্য জীবে যাহার মন নাই, আপনার পতিতেই সন্তুষ্ট, আদিত্য এবং চন্দ্রের ন্যায় তাহাদিগের দীপ্তি সর্ব্বলোকে প্রকাশিত, তাহাদিগের আর বদনাচ্ছাদনে প্রয়োজন কি? পরচিত্তজ্ঞানে কুশল দেবগণ ঋষি-গণ মহাত্মগণ আমার চিত্ত জানেন, আমার চরিত্র আমার গুণ-সমূহই যখন অপ্রশস্ত আবরণ, তখন বসনাবগুণ্ঠন করিয়া আমি কি করিব?" * গোপা যথার্থ বীরপত্নী বটে তবে এত লোকের সমক্ষে বাক্য স্ফূর্ত্তি হওয়াতে অনেকের মনে হইতে পারে যে তবে

* ল বি, ১২ অধ্যায়।

তিনি লজ্জাহীনা ও প্রগল্‌ভা কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। বদনাবগুণ্ঠন না থাকাতে তাঁহার প্রতি দোষারোপিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি আত্মদোষক্ষালনার্থ স্বরূপকথা বলিলেন নির্ম্মল সলিলবৎ স্বচ্ছহৃদয় গোপার কি তেজ, পুণ্যের কি বল, কয়েকটি বাক্যে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল পাত্র পাত্রীর উভয়ের চিত্ত এরূপ তেজস্বী ও প্রতিভাসম্পন্ন না হইলে শোভা হইবে কেন? মাধবে মাধবীই চূতবৃক্ষে শোভা পায়, উভয়ের সৌরভ মিলিত হইয়া কতই গৌরব বিস্তার করে শরৎকালে অরবিন্দই সরোবরের মাধুর্য্য প্রকাশ করে বা নিদাঘান্তে সৌদামিনীই কাদম্বিনী মধ্যে অতীব রমণীয় বলিয়া প্রতীত হয়; গোপা কুমারের সন্নিধানেই সেইরূপ অধিকতর সুন্দরবেশ ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি ছায়াবৎ মহাত্মা শাক্যসিংহের অনুগতা ছিলেন এ দিকে ভূপতি শাক্যপতি শুদ্ধোদন উভয়ে পবিত্র গাঢ়তর প্রণয়ে বদ্ধ হইয়াছেন দেখিয়া অতীব প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। পুত্রবধূকে নানালঙ্কারে অলঙ্কৃত করিলেন, আর এই বলিয়া মনের আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন;

'যথা চ পুত্রো মম ভূষিত গুণৈ
স্তথা চ কন্যা স্বগুণৈঃ প্রভাসতে।
বিশুদ্ধসত্ত্বৌ তদুভৌ সমাগতৌ
সমেত্তি সর্পির্যথ (১) সর্পিষণ্ডঃ (২) "

আমার পুত্র যেমন বহুগুণে ভূষিত তেমনি কন্যাও আত্মগুণে দীপ্তিমতী দুইই বিশুদ্ধসত্ত্বগুণ লইয়া সমুপস্থিত এ যোগ যেন সর্পিঃখণ্ডের সহিত সর্পিঃখণ্ডের যোগ এইরূপে নবদম্পতী কিছু কাল বেশ আনন্দ ও সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

১ যথা। ১ সর্পিঃ—।

গোপার স্বভাব চরিত্র অতি পবিত্র ও বিনীত, দয়া ধর্ম্ম তাঁহার হৃদয়ের ভূষণ ছিল। সুতরাং তাঁহার সুমধুর কোমল হৃদয় কুমারের চিত্তকে আকর্ষণ করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। তিনি এক দিনও কোনরূপ অপ্রীতিকর কার্য্য করিয়া শাক্যসিংহের মনে বিরক্তি উৎপাদন করেন নাই, বরং স্বতঃপরতঃ তাঁহার চিত্তবিনোদনার্থ যত্নবতী থাকিতেন। বিশেষতঃ তাঁহার মন বৈরাগ্য প্রবণ জানিতে পারিয়া বিবিধোপায়ে তাঁহাকে প্রফুল্ল রাখিতে চেষ্টা করিতেন কুমারও সাধ্বী গোপার পাতিব্রত্য ও সেবাতৎপরতা সন্দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত ও সন্তুষ্ট হইতেন শাক্য সত্ত্বগুণাশ্রিত হইয়া এইরূপে কিছুকাল অর্থাৎ তাঁহার ২৯ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত দাম্পত্যসুখ সম্ভোগ করিলেন। বিবাহের দশবৎসর পরে ঈশ্বরকৃপায় রাজকুমার পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিলেন। নরেন্দ্র শুদ্ধোদনের আর আহ্লাদের সীমা নাই, আমার কুমারের তনয় জন্মিয়াছে বলিয়া তাঁহার অন্তরে শতধা আনন্দধারা বহিতে লাগিল এবং কুমার যে এখন বেশ গৃহী হইয়া রাজসিংহাসনে বিরাজ করিবেন, তাঁহাকে রাজ্য সমর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইবেন, মনে মনে তাহা চিন্তা করিয়া সুখসাগরে ভাসমান হইতে লাগিলেন। তিনি কুমারের কল্যাণার্থ নানাবিধ সৎক্রিয়া ধর্ম্মাচরণ ও দানাদি কার্য্য করিয়া স্বয়ং পুলকিত হইলেন। কিন্তু স্বর্গ হইতে যে ব্যক্তি বৈরাগ্য লইয়া এই অবনীমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহার সে অগ্নি নির্ব্বাণ করিবে কে? সাধ্বী সুবিনীতা স্ত্রী ও সুন্দর শিশুর বদন কমল অবলোকন করিয়া বুদ্ধ বৈরাগ্যকে প্রশমিত করিতে পারিলেন না চারি দিকে রাজভোগ, সুখাভিলাষ, ঐশ্বর্য্য, অতুলবিভব, অহরহ সঙ্গীত,

নর্ত্তকীগণের আমোদ প্রমোদ, স্ত্রী পুত্রের অপূর্ব্ব সহবাস, এ সমুদায় তাঁহার প্রচ্ছন্ন বৈরাগ্যানলের নিকট নিষ্প্রভ হইয়া গেল। সে প্রধূমিত সর্ব্বভুক্ যেন ঐ সকলকে মুখব্যাদান করিয়া গ্রাস করিতে আসিল। পৃথিবীর অসার উদ্দেশ্যহীন সংসারাসক্ত মানবগণ সুন্দরী গুণবতী সাধ্বী ভার্য্যা পাইলে সুকুমারমতি শিশুর বদন-সুধাকর দর্শন করিলে সব ভুলিয়া যায়, মনে করে এই বুঝি স্বর্গ, সংসারে এতদপেক্ষা আর কি এমন সুখ আছে? দেবাত্মাদের কেন তাহা হইবে? বিধাতা তাঁহাদের মহৎ কার্য্য হইতে বিরত রাখিবেন কি নিমিত্ত? শাক্য আপনার অন্তরস্থ স্বর্গীয় আলোকে আপনার প্রকৃত ছবি প্রত্যক্ষ করিয়া জীবনের উচ্চতম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পুনরায় চিন্তিত হইলেন।

একদা কুমার অন্তঃপুর মধ্যে শয়নাগারে শয়ন করিয়া আছেন। রজনী পর্য্যাবসানে নারীগণ সুমধুর বেণুরব সহকারে তাঁহাকে সুপ্তোত্থিত করিবার নিমিত্ত প্রাভাতিক মাঙ্গলিক এই গাথা গান করিতে লাগিল।

"জ্বলিতং ত্রিভবং জরব্যাধিদুঃখৈর্মরণাগ্নিপ্রদীপ্তমনাথমিদং
ন চ নিঃসরণে সদ মূঢ় জগদ্‌ভ্রমতি ভ্রমরো যথ কুম্ভগতো।
অধ্রুবং ত্রিভবং শরদভ্রনিভঃ নটরঙ্গসমা জগি জন্মি চ্যুতি।
গিরিনদ্যসমং লঘুশীঘ্রজবং ব্রজতায়ু জগে যথ বিদ্যুনভে
ভুবি দেবপুরে ত্রিঅপায় পথে ভবতৃষ্ণ অবিদ্যবশা জনতা।
পরিবর্ত্তিষু পঞ্চগতিষ্বুবুধাঃ যথ কুম্ভকরস্য হি চক্রভ্রমী
প্রিয়রূপবরৈঃ সদ স্নিগ্ধরুতৈঃ শুভগন্ধরসৈর্ব্বরস্পর্শসুখৈঃ॥
পরিষিক্তমিদং কলিপাশ জগৎ মৃগ লুব্ধকপাশি যথৈব হি
বদ্ধকমপি॥

সভয়া যবণাঃ সদ বৈরকবা বহুশোক উপদ্রবকামগুণাঃ
অসিধারসমা বিষযন্ত্রনিভা ত্যজ হিতার্য্যজনৈর্যাণ মীঢ়ঘটঃ
স্মৃতিশোককরা তমসীকরণা ভয়হেতু দুঃখমূল সদা
ভবতৃষ্ণ লতায় বিবৃদ্ধিকরা সভয়াঃ শরণাঃ সদকামগুণাঃ
অথ অগ্নিখদা জ্বলিতাঃ সভয়াঃতথ কাম ইমে বিদিতার্য্যজনৈঃ।
মহপঙ্কসমা অসিসিদ্ধুসমা মধুদিগ্ধ ইব ক্ষুরধার যথা।
যথ সর্পিসরো যথ মীঢ়ঘট তথ কাম ইমে বিদিতা বিদুষাং
তথ শূলসমা দ্বিজপেশিসমা যথা স্বানকরং কিশবৈর তথা
উদকচন্দ্রসমা ইমি কামগুণাঃ প্রতিবিম্ব ইব গিবিঘোষ যথা।
প্রতিভাসসমা নটরঙ্গসমাস্তথ স্বপ্নসমা বিদিতার্য্যজনৈঃ
ক্ষণিকাবশিকা ইমি কামগুণাস্ত ইমে তথ মায়মরীচিসমা।
অলিকোদকবুদ্বুদফেনসমা বিতথাপরিকল্পসমুত্থিত বুদ্ধ বুধৈঃ
প্রথমে বয়সে ববরূপধরঃ প্রিয় ইষ্ট মতো ইব বালচরী
জরব্যাধিদুঃখৈর্হৃত বপুং বিজহন্তি মৃগা ইব শুষ্কনদী
ধনধান্যবরো বহুদ্রব্যচরী প্রিয় ইষ্ট মতো ইয়বালচরী
পরীহীনধন পুন কৃচ্ছ্র গতং বিজহন্তি মরা ইব শূন্যাহটবী॥
যথ পুষ্পদ্রুমো সফলেব দ্রুমো নরু দানরতস্তথ প্রীতিকরো।
ধনহীন জয়ার্ত্তি তু যাচনকো ভবতে তদ অপ্রিয় গৃধ্রসমঃ ,
প্রভু দ্রব্যবলী বররূপধরঃ প্রিয়সঙ্গ মনেন্দ্রিয়প্রীতিকরো।
জবব্যাধিদুঃখার্ত্তি তু ক্ষীণধনো ভবতে তদ অপ্রিয় মৃত্যুসমঃ।
জরয়া জরিতঃ সমতীতবরো দ্রুম-বিদ্যুহতশ্চ যথা ভবতি
জরজীর্ণ অগার যথা সময়ো জরনিঃসরণং লঘু ব্রূহি মুনে
জর শোষয়তে নরনারিগণং যথ মালুলতা ঘনশালবনং।
জব বীর্য্যপরাক্রমবেগহরী জরপঙ্কনিমগ্ন যথা পুরুষো॥

জর রূপস্বরূপবিরূপকরী জর তেজহরী সদ সৌখ্যহরী।
পরিভাবকরী জর মৃত্যুকরী জর ওজহরী বলস্থামহরী
বহুরোগশতৈর্ঘনব্যাধিদুঃখৈঃ রূপস্থিষ্ট জগৎ জ্বলতেব মৃগাঃ।
জরব্যাধিগতং প্রসমীক্ষ্য জগদ্দুঃখনিঃসরণং লঘু দেশয় হি।
শিশিরে হি যথা হিমধাতু মহাংস্তৃণগুল্ম বনৌষধি ওজহরো।
তথ ওজহরী বহুব্যাধি জরা পরিহীয়তি ইন্দ্রিয়রূপবলং
ধনধান্যমহার্থক্ষয়ান্তকরঃ পরিতাপকর সদ ব্যাধি জরা।
প্রতিঘাতকরঃ প্রিয়দুঃখকরঃ পরিদাহকরো যথ সূর্য্য নভে
মরণং চ্যবনং চ্যুতিকালক্রিয়াঃ প্রিয়দ্রব্যজনেন বিয়োগু সদা।
অপুনাগমনঞ্চ অসঙ্গমনং দ্রুমপত্রফলা নদিস্রোতো যথ।
মরণং বশিতা ন বশীকুরুতে মরণং হরতে নদি দারু যথা।
অসহায় নরো ব্রজতে দ্বিতীয়ং স্বককর্ম্মফলানুগতো বিবশঃ।
মরণং গ্রসতে বহুপ্রাণিশতং মকরেব জলাহরি ভূতগণং
গরুড়োউরগং মৃগরাজ গজং জ্বলনেব তৃণৌষধিভূতগণং
ইম ঈদৃশকৈর্ব্বহুদোষশতৈর্জ্জগু মোচয়িতুং কৃত যা প্রণিধিঃ।
স্মর তাং পুরিমাং প্রণিধীনচরীময় কাল তব অভিনিষ্ক্রমিতুং।

ল বি, ১৩ অ।

"ত্রিভুবন জরাব্যাধি দুঃখে সদা প্রজ্বলিত হইতেছে, এই জগৎ মরণের অগ্নিতে প্রদীপ্ত ও অনাথ কুম্ভগত ভ্রমর যেমন তন্মধ্যেই ভোঁ ভোঁ করিয়া উড়িয়া বেড়ায়, এই মূঢ় জগৎ তদ্রূপ জরার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছে না।" ত্রিভুবন শরৎকালের মেঘ সদৃশ অনিত্য, জগতের জন্মমরণ রঙ্গভূমিস্থ নটের সদৃশ পর্ব্বতনিঃসৃত বেগবতী স্রোতস্বতীবৎ দ্রুতগামী এই আয়ু আকাশস্থ তড়িৎসম চলিয়া যাইতেছে পৃথিবীতে কি দেবপুরে বিবিধ অপায়ের পথে

তৃষ্ণা ও অবিদ্যার বশবর্ত্তী জনগণ পরিবর্ত্তনশীল পঞ্চবিধগতিতে বিমূঢ়চিত্ত হইয়া কুম্ভকারের চক্রবৎ নিয়ত ঘুরিতেছে। মৃগ যেমন লোভের বশবর্ত্তী হইয়া ব্যাধের জালে বদ্ধ হইয়া পড়ে, তদ্রূপ এই জগতের সমুদায় মানবনিচয় সুন্দর বস্তু, মনোহর শব্দ এবং সুগন্ধ রসের স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া কলিপাশে বদ্ধ হইয়াছে। মরণ সর্ব্বদা ভীতিজনক ও পরম বৈরী, বাসনা বহুশোক ও উপদ্রবের কারণ, ভোগের বিষয় সকল অসিধারাতুল্য বিষযন্ত্রসদৃশ, অতএব হিতাকাঙ্ক্ষী আর্য্যজনেরা যেমন অমেধ্য ঘট ত্যাগ করেন তদ্রূপ ইহা পরিত্যাগ কর। বাসনা এরূপ পদার্থ যে তাহার স্মরণেও শোক উথলিত হয়, ইহা অজ্ঞানকারী, ভয়হেতুকর ও দুঃখের মূল, ভবতৃষ্ণালতার ইহা আশ্রয়, সদা ভয়ঙ্কর। আর্য্যজনেরা এই বাসনাকে প্রজ্বলিত হুতাশন জানিয়া ভীত হইতেন, ইহা মহাপঙ্কতুল্য অসিসিন্ধুসদৃশ এবং মধুলিপ্ত ক্ষুরধারা সম। জ্ঞানীদিগের নিকট বাসনা সর্পিঃসরোবর ও অমেধ্য কুম্ভরূপে প্রতীত হইত। ইহ শূলসদৃশ, দ্বিজগণের পেশিতুল্য ও ভীষণ শঙ্কর। বাসনাজলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র গিরিগহ্বরস্থ শব্দের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, এবং আর্য্যগণ ইহাকে রঙ্গভূমিস্থ নট ও স্বপ্নবৎ জানিতেন। এই বাসনা মায়ামরীচিসদৃশ ও ক্ষণস্থায়ী, ইহা অলীক জলবিম্ব ও ফেন সমান, জ্ঞানী লোকে ইহাকে মিথ্যা পরিকল্পনাসম্ভূত বলিয়া জানেন। প্রথম বয়সে মানবের শরীর কি সুন্দর প্রিয় ও অভিলষিত, কিন্তু ইহা বালচর্য্যামাত্র। শরীর যখন জরাব্যাধি দুঃখেতে শ্রীহত হয়, মৃগ যেমন শুষ্কনদী পরিত্যাগ করে মনুষ্য তখন সেই শরীর অনায়াসে পরিত্যাগ করে। যৎকালে লোকের ধন ধান্য ও বহুরত্ন ও দ্রব্য সামগ্রী সঞ্চিত হয়, তখন

তাহার নিকট কত লোক প্রিয় ও আত্মীয় হয়, কিন্তু ইহা বাল- চর্য্যা। সে ধনহীন হইলে ও দুঃখে পড়িলে শূন্য অটবীর ন্যায় সেই আত্মীয়েরা তাহাকে পরিত্যাগ করে ফলবান্ পুষ্পিত- তরুর ন্যায় ধনবান্ নর দানে রত হইয়া সকলের প্রীতিভাজন হয়, কিন্তু সে জরাগ্রস্ত হইয়া ধনহীন হইলে ভিক্ষুক হয় ও গৃধ্রসম তাহাদের অপ্রিয় হয় ধনরত্নসমন্বিত পরম রূপবান্ ক্ষমতাশালী প্রভু, প্রথমে সঙ্গিগণের প্রিয় ও তাহাদের মানস ও ইন্দ্রিয়ের প্রীতিকর হয়েন, কিন্তু তিনি বার্দ্ধক্যজনিত ব্যাধি দুঃখে কাতর হইয়া নিঃস্ব হইলে মৃত্যুসম তাহাদের অপ্রিয় হয়েন। বিদ্যুৎ- পাতে বৃক্ষ যেমন বিশুষ্ক হইয়া যায়, জরাজীর্ণ ব্যক্তির অবয়ব সেইরূপ হতশ্রী জানিবে। জরাগ্রস্ত ব্যক্তিরা আর গৃহে বাস করিবার সময় পায় না, অতএব, হে মুনে, এই জরার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার শীঘ্র উপায় বল। পত্রলতা যেমন ঘন শালবনকে শুষ্ক করিয়া দেয়, এই জরা সেইরূপ নরনারীকে বিশুষ্ক করিতেছে পঙ্কনিমগ্নপুরুষের মত জরা বীর্য্য পরাক্রম ও উদ্যম হরণ করিতেছে। জরা স্বরূপ রূপকে বিরূপ করিতেছে, ইহা সদা তেজ ও সুখ হরণ করিয়া লইতেছে জরা সকলকে পরাভব করে, মৃত্যু আনয়ন করে, জীবন্ত ভাব হরণ করে ও সৌন্দর্য্য বিনাশ করে। বহুরোগ ও শত শত ব্যাধি দুঃখে এই জগৎ পরিপূর্ণ হইয়া সতত জ্বলিতেছে অতএব, হে মুনে, এই জগৎ জরাব্যাধিগত দেখিয়া এই দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপদেশ শীঘ্র দেও। শিশিরে ঘন তুষারপাতে যেমন তৃণ গুল্ম বনৌষধি তেজোহীন হইয়া যায়, তদ্রূপ তেজোনাশিনী এই বহুব্যাধিপ্রদায়িনী জরা মান- বের ইন্দ্রিয় রূপ ও বল বিনাশ করিতেছে জরাব্যাধিতে ধন

ধান্য মহান্ অর্থ সকল ক্ষয় হইয়া যাইতেছে ইহা পরিতাপকর, প্রিয়জনের দুঃখকারণ, সকল বিষয়ে ব্যাঘাত দিতেছে, এবং আকাশস্থ প্রখর সূর্য্যের ন্যায় সকলকে দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। নদীস্রোতে বৃক্ষপত্র ফল যেমন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, সেইরূপ প্রিয়দ্রব্য প্রিয়বস্তু সহ সর্ব্বদা বিচ্ছেদ হইতেছে আর কাহারও সঙ্গে মিলন হইতেছে না, কেহ পুনরায় আগমন করিতেছে না, সকলেরই মরণ হইতেছে পতন হইতেছে, পতনকালের কার্য্য প্রকাশ পাইতেছে মৃত্যু সকলকেই বশীভূত করিয়াছে কিন্তু কেহ মৃত্যুকে বশ করিতে পারে না। নদী যেমন কাষ্ঠখণ্ড ভাসাইয়া লইয়া যায় মরণও সেইরূপ সকলকে হরণ করে স্বীয় কর্ম্মফলের অধীন অসহায় মানব বিবশ হইয়া চলিয়া যাইতেছে। জলবিহারী মকর যেমন জীবগণকে, গরুড় যেমন সর্পকে, মৃগরাজ যেমন গজকে, অগ্নি যেমন তৃণৌষধি প্রাণিগণকে উদরস্থ করে, মৃত্যু সেইরূপ শত শত প্রাণীকে প্রতিমুহূর্ত্তে গ্রাস করিতেছে অতএব, হে মুনে, তুমি পূর্ব্বে ঈদৃশ বহুদোষশত প্রপীড়িত জগৎকে মোচন করিবার জন্য যে প্রণিধান করিয়াছিলে তাহা এইক্ষণে স্মরণ কর, অভিনিষ্ক্রমণ করিবার তোমার এই প্রকৃত সময়।"

নিদ্রাভিভূত প্রবুদ্ধ নারীগণের মধুর কণ্ঠোত্থিত প্রীতিকর সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে প্রতিবোধিত হইয়া অনুপম রসাস্বাদন করিতে লাগিলেন তৎক্ষণাৎ শয্যায় উপবিষ্ট হইয়া সচকিত চিত্তে ঐ মধুর গীতির প্রতি শ্রবণ অভিনিবিষ্ট করিলেন। তাঁহার কর্ণে যেন মধু বর্ষণ হইতে লাগিল, কি সুললিত স্বর লহরী, কি গূঢ় ও গভীর জ্ঞান শুনিতে শুনিতে তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইল। ভাবিলেন ইহা কি স্বর্গ হইতে আসিতেছে, না কোন্ দেবপুত্র

কীর্ত্তন করিতেছেন। এমন মধুর সঙ্গীত কে শুনাইল? হায়! ইহা যে আমার হৃদয়ের সঙ্গীত, আমার চিত্ত কে চিত্রিত করিল, আমার ছবি কে গোপনে বসিয়া আঁকিল, আমার মনের কথা কে বাহির করিল? বাস্তবিক কে যেন তাঁহার ঘোর মোহনিদ্রা ভঙ্গ করিয়া তাঁহার জীবনের মহান্ কার্য্য স্মরণ করাইয়া দিল। রাজপুত্র ঐ গীত শ্রবণ করিয়া অবধি কেমন উন্মনা হইয়া গেলেন। প্রফুল্ল মুখের হাস্য কোথায় চলিয়া গেল, চিন্তা ও গাম্ভীর্য্যের বিকাশে তাহা তেজস্বী ও কিঞ্চিৎ ম্লান হইয়া আসিল। গোপা যত চেষ্টা করেন, কিন্তু সাধ্য কি যে রাজকুমারের নিকট গিয়া কোন অলীক আমোদের কথায় চিত্ত আকর্ষণ করেন। গোপা বিশেষ বুদ্ধিমতী ও বিদুষী ছিলেন বলিয়া আর্য্যপুত্রের চিত্তের বৈলক্ষণ্য বেশ প্রতীতি করিতে পারিলেন।

বৈরাগ্য ও নিষ্ক্রামণ।

সংসারে থাকিয়া স্ত্রীপুত্র পরিবৃত হইয়া সত্ত্বগুণের কিরূপ পরিপাক করিতে হয় বুদ্ধ তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন। এত দিন নবীন ব্যাপারে তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে যে বিরাগভাব প্রচ্ছন্ন ছিল, পুত্র হওয়াতে তাঁহার সেই অগ্নি নবীকৃত ও প্রধূমিত হইল। তিনি ভাবিলেন পরিণীত হইলাম, পুত্রমুখও অবলোকন করিলাম, তবে বেশ এক জন ঘোর সংসারী হইয়া পড়িলাম, মায়া বেশ আমার হৃদয়ভূমিতে বদ্ধমূল হইল, আর তাহা উন্মূলন করাতো দুঃসাধ্য হইবে, বিশেষতঃ এই নবীন বন্ধন বড় প্রবল, ইহা ছেদন করিতেই হইবে। ইহা ভাবিয়া নির্জ্জন প্রদেশে বসিয়া ধ্যানে নিমগ্ন

হইলেন, দিন দিন সংসার সুখে তাঁহার ক্রমেই বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। ইত্যবসরে একদা রাজচক্রবর্ত্তী শুদ্ধোদন অন্তঃপুর মধ্যে শয়ন করিয়া আছেন, রজনীযোগে গভীর নিশীথ সময়ে স্বপ্ন দেখিলেন যে, কুমার কৌষেয় বস্ত্রাবৃত হইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। এই অমঙ্গলজনক স্বপ্ন দর্শনমাত্রে সহসা তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল এবং কে যেন তাঁহার হৃদয়ে সুতীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল "স প্রতিবুদ্ধস্তূর্ণং কাঞ্চুকীয়ং পরিপৃচ্ছতি স্ম, অস্তি মে কুমারোহন্তঃপুরে" তিনি জাগ্রত হইয়া অবিলম্বে কাঞ্চুকীয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার কুমার কি অন্তঃপুরে আছে? সে তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুর হইতে আসিয়া সংবাদ দিল, মহারাজ, কুমার গৃহমধ্যেই আছেন, কদাচিৎ উদ্যানভূমিদর্শনার্থ বাসনা করিয়া থাকেন, তথায় যাইবেন মানস করিয়াছেন।

এ দিকে কাঞ্চুকীয় সংবাদ দিবার পূর্ব্বে রাজার কত আশঙ্কা হইতেছিল, অবশ্য আমার কুমার গৃহে হইতে চলিয়া গিয়াছে, তাহা না হইলে আমি এই অমঙ্গলসূচক পূর্ব্বনিমিত্ত সকল দর্শন করিলাম কেন? যাহা হউক, পরে ঐ সংবাদ বাহকের কথায় আশ্বস্ত হইয়া হৃদয়কে সুস্থির করিলেন। নরেন্দ্র তৎকালের জন্য ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন বটে, কিন্তু একেবারে হৃদয় হইতে আশঙ্কা দূর করিতে পারিলেন না। এজন্য তিনি পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইলেন রাজা শুদ্ধোদন তনয়ের ঈদৃশ সাংসারবৈরাগ্য দেখিয়া নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। তিনি কুমারের মনস্তুষ্টি ও অভিরঞ্জনার্থ ঋতুসমুচিত তিনটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেন গ্রৈষ্মিক প্রসাদ একান্ত শীতল, বার্ষিক প্রাসাদ সাধারণ, হৈমন্তিক

প্রাসাদ স্বভাবোচ্চ। এই প্রাসাদ নিচয়ের সোপান এত প্রশস্ত ছিল যে, যুগপৎ শত শত লোক এক সময়ে আরোহণ এবং অবরোহণ করিতে পারিত। কুমার মঙ্গলদ্বার দিয়া নিষ্ক্রামণ করিবেন, এই ভয়ে তাহার কতকগুলি অতি বৃহৎ কপাট করিলেন। বহু লোক সমবেত না হইলে সে সকল কপাট উদ্ঘাটন করিতে পারিত না। কুমারের চিত্ত বিভ্রান্ত করিবার জন্য নিজ অন্তঃপুর এরূপ সুসজ্জিত করা হইল যে তাহা বর্ণনাতীত। গীতিবিশারদা নারীগণ সর্ব্বদা মধুর সঙ্গীতধ্বনিতে তাঁহার চিত্ত মোহিত করিতে চেষ্টা করিল, বেণু বীণা বল্লকী মৃদঙ্গ প্রভৃতি মধুর ঘোষক মনোহর বাদ্যধ্বনিতে তাঁহার কর্ণকে নিরন্ত পরিতৃপ্ত রাখিতে যত্ন করা হইল। শুক সারিকা কোকিল প্রভৃতি কলকণ্ঠ পক্ষীর রবে অন্তঃপুর সতত শব্দায়মান রাখিতে যত্ন হইল। পরিমলবাহী বিচিত্র মনোহর পুষ্পদামে গৃহ সজ্জীভূত, সুমন্দ মারুত হিল্লোলসংপৃক্ত বাতায়ন সকল গ্রীষ্মকালে উদ্ঘাটিত, আবার রাজকুমারও মুক্তামালাভরণকণ্ঠ, সুরভি গন্ধানুলেপনানুলিপ্ত গাত্র, শুক্ল শুভ্র ধবল বিশুদ্ধ বহুমূল্য বস্ত্রাবৃত শরীর। নৃপতিবর সুখের কোন প্রকার অভাব রাখিলেন না। যদি কুমার এতাদৃশ ব্যসনে সংসারসুখে প্ররোচিত হয়েন, যদি তাঁহার অন্তরস্থ বৈরাগ্য তিরোহিত হইয়া যায়, এই তাঁহার অভিপ্রায়। মহারাজ শুদ্ধোদনের এ বাসনা কিছু অস্বাভাবিক নহে, যাঁহার প্রকাণ্ড সুবিস্তীর্ণ রাজ্য ও প্রভূত ধন রত্ন এবং যাঁহার একমাত্র যুবা তনয়, তাঁহার পক্ষে পুত্রের এরূপ বিষম বৈরাগ্য অসহ্য তাহতে আর সন্দেহ কি? কুমার যাহাতে কোন রূপে প্রস্থান করিতে না পারেন, তজ্জন্য দ্বারপালগণকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে আজ্ঞা দিলেন। কুমার উদ্যানভূমি

বিহারার্থ যাইবেন বলিয়া কত আয়োজন হইতে লাগিল ঘণ্টা দ্বারা ঘোষণা করা হইল যে সপ্তদিবসের পর রাজকুমার পুষ্প-নিকেতনে যাইবেন পথ সকল পরিষ্কৃত ও জলাভিষিক্ত হইল, তোরণ সকল বিবিধ মনোহর পুষ্পে বিতানীকৃত হইল, ছত্র ধ্বজা ও পতাকা দ্বারা গৃহ সকল সজ্জিত হইল। পথের উভয় পার্শ্বস্থ প্রজাদের উপর আজ্ঞা করা হইল যে তৎকালে তাহারা যেন কোন প্রতিকূল বা অমঙ্গল চিহ্ন প্রদর্শন না করে।

পুত্রবাৎসল্য কি অপূর্ব্ব, কি মধুর! ইহার আকর্ষণ স্বর্গীয় ইহা ঈশ্বরপ্রেরিত চমৎকার সুধা। দর্পণে যেমন আত্মশরীর প্রতিবিম্বিত হয়, নির্ম্মল সলিলে যেমন সমুদায় বস্তুর ছায়া পরিলক্ষিত হয়, এই বাৎসল্য সলিলে তদ্রূপ ঈশ্বরের পিতৃত্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ নির্ম্মল স্নেহরস মোহে আবিলীকৃত হইলে তাহাতে আর দেবত্ব বা ঈশ্বরত্ব পরিদৃষ্ট হয় না, তখন তাহা হইতে কেবল কল্পনার বুদ্বুদ উঠে, অসন্তোষ পঙ্কে সমুদায় স্থান মলিন হইয়া যায়। এই অবস্থায় মনুষ্য অবস্তুকে বস্তু করে, মিথ্যাকে সত্যবৎ প্রতীয়মান দেখে ইহা বিরূপ হইলে তাহার অন্তরের নাম মায়া ইহাই সংসারের বন্ধন ইহার আকর্ষণে আশা প্রবল হয়, দুঃখে সুখসমীরণ প্রবাহিত হয়, শোকে ধৈর্য্য আসে, কিন্তু এসকলই সাময়িক ও পরিকল্পনামাত্র। হায়! বাৎসল্য বাস্তবিক মনুষ্যকে যাদু করিয়া রাখে। কুৎসিৎকে সুন্দর দেখাইতে কে পারে? মন্দকে ভাল বলিয়া কে গ্রহণ করিতে পারে? ইহার প্রকাশে জ্ঞানীও মূর্খ হইয়া যায় ইহার স্পর্শসুখ এত আপাতমধুর যে মানবসকল আপনার কর্ত্তব্য আপনি বিস্মৃত হয় রাজা শুদ্ধোদন এই স্নেহরসে দ্রবীভূত হইয়া পুত্রকে সুখী করিবার জন্য কত

উপায় গ্রহণ করিতেছেন, কত যত্নই করিতেছেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতেছেন না অনন্তর শাক্যসিংহ নির্দ্দিষ্ট দিবসে সায়ংকালীন সুশীতল সমীরণ সেবনার্থ বহুজন সমভিব্যাহারে বংশবাহনে নগরের পূর্ব্ব তোরণ দিয়া কুসুমোদ্যানে গমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে এক জন দন্তহীন জরাগ্রস্ত বৃদ্ধকে দেখিতে পাইলেন, তাহার শরীরাস্থি ও শিরাসকল বাহির হইতে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল গাত্রে একখানি ছিন্নবস্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নাই, এবং অনাহারে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না তখন সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন

কিং সারথে পুরুষ (১) দুর্ব্বল (২) অল্পস্থাম (৩)
উচ্ছুষ্কমাংসরুধিরত্বচ (৪) স্নায়ুনদ্ধঃ
শ্বেতশিরো (৫) বিরলদন্ত (৬) কৃশাঙ্গরূপ
আলম্ব্য দণ্ড (৭) ব্রজতেহ (৮) সুখং স্খলন্ত (৯)

সারথি, দুর্ব্বল অল্পসামর্থ্য এ কে? বার্দ্ধক্যবশতঃ যাহার শরীরস্থ রক্তমাংস সকল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। অস্থি ও শিরাসকল গাত্রাবরণ চর্ম্ম হইতে দৃষ্টিগোচর হইতেছে, শুক্লকেশ, দন্তহীন ও নিতান্ত ক্ষীণ, দেখ দণ্ডের উপর ভর দিয়া অতি কষ্টে স্খলিত পদে চলিতেছে। সারথি বলিল।

এষোহি দেব পুরুষো জরয়াভিভূতঃ
ক্ষীণেন্দ্রিয়ঃ সুদুঃখিতো বলবীর্য্য হীনো (১০)
বন্ধুজনেন পরিভূত (১১) অনাথভূতঃ
কার্য্যাসমর্থ (১২) অপবিদ্ধ (১৩) বনেব (১৫) দারু।

---

১ পুরুষঃ ২ দুর্ব্বলঃ ৩ অল্পস্থামা ৪ ত্বক্। ৫ শ্বেতশিরাঃ। ৬ বিরলদন্তঃ। ৭ দণ্ডম্ ৮ ব্রজতি ৯ স্খলন্, ১০ হীনঃ। ১১ পরিভূতঃ। ১৩ কার্য্যাসমর্থঃ। ১৪ অপবিদ্ধঃ। ১৫ বনে ইব।

দেব, ঐ ব্যক্তি বার্দ্ধক্যপ্রপীড়িত উহার ইন্দ্রিয় সকল নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, ক্লেশে অভিভূত, বলবীর্য্যহীন, ঐ ব্যক্তি কার্য্যে অক্ষম, নিতান্ত অসহায় বন্ধুজনেরা নিবিড় বনস্থ শুষ্ক তরুর ন্যায় উহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে।

যুবরাজ তচ্ছ্রবণে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন।

কুলধর্ম্ম এষ অয় (১) মস্য হিতং ভণাহি (২)
অথবাঽপি সর্ব্ব জগতোঽস্য ইয়ং হ্যবস্থা।
শীঘ্রং ভণাহি বচনং যথভূত (৩) মেত-
চ্ছ্রুত্বা তথার্থমিহ যোনি (৪) সঞ্চিন্তয়িষ্যে

সারথি, ইহার কি এই কুলধর্ম্ম তাহা আমায় যথার্থ বল, অথবা সমুদায় জগতেরই এইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে? ইহার স্বরূপ কথা যাহা তাহাই আমাকে শীঘ্র বল তাহা শুনিয়া আমি ইহার কারণ চিন্তা করিব

সারথি বলিল,

নৈতস্য দেব কুলধর্ম্ম (৫) ন রাষ্ট্রধর্ম্মঃ সর্ব্বে (৬)
জগস্য (৭) জর (৮) যৌবন (৯ ধর্ষয়াতি (১০)
তুভ্যংপি (১১) মাতৃপিতৃ বান্ধবজ্ঞাতিসঙ্ঘো
জরয়া অমুক্তং (১২) ন হি অত্র (১৩) গতির্জনস্য

দেব, ইহা রাজধর্ম্ম বা কুলধর্ম্ম নহে পৃথিবীস্থ প্রত্যেক জীবের যৌবন জরা বিনাশ করিতেছে আপনি ও পিতা মাতা

১ ইদম্, ২ ভণ, এবমগ্রত্র। ৩ যথ ভূতম্, ৪ যোনিম ৫ কুলধর্ম্মঃ। ৬ সর্ব্বস্য ৭ জগতঃ। ৮ জরা। ৯ যৌবনং। ১০ ধর্ষয়তি ১১ ত্বমপি। ১২ অমুক্তঃ। ১৩ অত্র।

জ্ঞাতি ও বন্ধুবর্গ সকলেই ইহার অধীন, কাহারো আর গত্যন্তর নাই

তচ্ছ্রবণে রাজকুমার কহিলেন, অজ্ঞান লোকের বুদ্ধিকে ধিক্। হায়! আমরা কি মূঢ়, যৌবনগর্ব্বে অন্ধ হইয়া মনুষ্যশরীর পরিণামে কি অবস্থা প্রাপ্ত হইবে তাহা একবারও ভাবিয়া দেখি না সারথি, রথবেগ সংবরণ কর জরা এক দিন যাহাকে ঈদৃশ দুরবস্থাপন্ন করিবে তাহার আবার ক্রীড়া বতিতে প্রয়োজন কি ?

অন্য এক দিবস রাজকুমার রথারোহণে নগরের দক্ষিণ তোরণ দিয়া উদ্যানে যাইতেছিলেন এমন সময় সমক্ষে স্বজন পরিত্যক্ত বন্ধুহীন বহুরোগগ্রস্ত জীর্ণ শীর্ণ কলেবর এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া সারথিকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন

কিং সারথে পুরুষ (১) রূপবিবর্ণগাত্রঃ
সর্ব্বেন্দ্রিয়েভি (২) বিকলো গুরু প্রশ্বসন্তঃ (৩)
সর্ব্বাঙ্গশুষ্কউদরাকুল (৪) প্রাপ্তকৃচ্ছ্রা (৫)
মূত্রে পুরষী (৬) স্বকি (৭) তিষ্ঠতি কুৎসনীয়ে

সারথি, রূপ বিকট, শরীর বিবর্ণ, ইন্দ্রির বিকল, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে, কঙ্কালাবশিষ্টগাত্র, উদরের পীড়ায় অতি কাতর, নিতান্ত দুঃখিত, আপনার মূত্র পুরীষোপরি শয়ান, এ কে ?

সারথি বলিল,

এযোহি দেব পুরুষঃ পরমং গিলানো (৮)
ব্যাধীভয়ং (৯) উপগতো মরণান্তপ্রাপ্তঃ।

---

১ পুরুষঃ। ২ সর্ব্বেন্দ্রিয়ৈঃ ৩ প্রশ্বসন। ৪ উদরাকুলঃ ৫ প্রাপ্তকৃচ্ছ্রঃ। ৬ পুরীষে। ৭ স্বকে ৮ গ্লানঃ। ৯ ব্যাধিভয়ং।

আরোগ্য তেজরহিতো (১) বলবিপ্রহীনৌ
অত্রাণ (২) বীপশরণো (৩) হ্যপরায়ণশ্চ॥

হে দেব, এ ব্যক্তি অত্যন্ত কাতর, ব্যাধিজনিত ভয়গ্রস্ত, ইহার অন্তিমকাল উপস্থিত ইহার আর আরোগ্য নাই, তেজ নাই বল নাই রক্ষা নাই, একান্ত অসহায় এবং আশ্রয়বিহীন। শাক্যসিংহ তদুত্তরে সকরুণ ভাবে বলিতে লাগিলেন, হায়! মনুষ্য শরীরে সুস্থাবস্থা নিদ্রাকালীন স্বপ্নের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী ও মিথ্যা, ব্যাধির ভয়ে মনুষ্য ঈদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে কোন্ জ্ঞানী পুরুষ এই সকল দেখিয়া সংসারের সুখে লিপ্ত থাকিতে বাসনা করে? এই বলিয়া রাজকুমার উদ্যানে না গিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন অনন্তর তৃতীয়বার আবার তিনি রথারোহণে নগরের পশ্চিম তোরণ দিয়া বিলাসকাননে গমন করিবার সময় পথিমধ্যে খট্টোপরি বস্ত্রাবৃত এক মৃত দেহ দর্শন করিলেন। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বন্ধুগণ আর্ত্তস্বরে রোদন করিতেছে, কেহ কেহ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে গমন করিতেছে, কয়েকটী নারী আলুলায়িতকেশপাশা শোকে অধীর হইয়া রোদন করিতেছে তাহাদের মস্তক সকল ধূলিময়, গাত্র ঘর্ম্মাক্ত, বক্ষঃস্থলে তাহারা করাঘাত করিতেছে ও ভূমিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে। মধ্যে মধ্যে হৃদয়বিদারক আর্ত্তনাদে চতুর্দ্দিকস্থ লোকের মধ্যে খেদ দুঃখ ও সংসারের প্রতি অনিত্যতার ভাব উদয় করিয়া দিতেছে। তখন যুবরাজ নিতান্ত বিস্মিত হইয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

কিং সারথে পুরুষ (৪) মঞ্চোপরি গৃহীতো (৫)
উদ্ধৃত কেশনখ (৬) পাংশু শিরে (৭) ক্ষিপন্তি

---

১ তেজোরহিতঃ। ২ অত্রাণঃ ৩ বিপ্রশরণঃ। ৪ পুরুষঃ ৫ গৃহীতঃ। ৬ নখাঃ। ৭ পাংশূন্ শিরসি।

পরিচারিরিত্ত (১) বিহরন্ত বক্ষস্তাড়য়ন্তো
নানাবিলাপবচনানি উদীরয়ন্তঃ

সারথি, এ কি ? একটি পুরুষকে খাটে শয়ন করাইয়া লইয়া যাইতেছে সকলের কেশ আলুলায়িত, নখরাজী উর্দ্ধীকৃত, সকলে মস্তকে ধূলি নিক্ষেপ করিতেছে, বক্ষে করাঘাত করিয়া ঘিরিয়া যাইতেছে বিবিধ বিলাপসূচক কথা উচ্চারণ করিতেছে।

সারথি বলিল,

এযোহি দেব পুরুষো মৃতু (২) জম্বুদ্বীপে
নহি ভুয় (৩) মাতৃপিতৃ (৪) দ্রক্ষ্যতি পুত্রদারাং (৫)
অপহায় ভোগগৃহমাতৃমিত্রজ্ঞাতিসঙ্ঘং
পরলোকপ্রাপ্ত (৬) ন হি দ্রক্ষ্যতিভূয় জ্ঞাতিং।

দেব, এ ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে এ আর পৃথিবীতে মাতা পিতা, স্ত্রী পুত্র দেখিতে পাইবে না। ঐ ব্যক্তি সুখসম্ভোগ গৃহ মাতা পিতা বন্ধু বান্ধব সকলকে পরিত্যাগ করিয়া 'পরলোক প্রাপ্ত হইল, আর পুনরায় জ্ঞাতিজনকে দেখিতে পাইবে না। তচ্ছ্রবণে যুবরাজ নিতান্ত শোকার্ত্ত হইয়া সংসারের প্রতি বিরক্ত হইলেন তিনি সারথিকে বলিলেন

ধিগ্যৌবনেন জরয়া সমভিদ্রুতেন
আরোগ্য (৭) ধিগ্বিবিধব্যাধিপরাহতেন।
ধিগ্জীবিতেন পুরুষো (৮) নচিরস্থিতেন
ধিক্ পণ্ডিতস্য পুরুষস্য রতিপ্রসঙ্গৈঃ

---

১ পরিচারয়িত্বা। ২ মৃতঃ। ৩ ভুয়ঃ, এবং পবত্র। ৪ মাতা। ৫ পিতরৌ। ৪ পুত্রদারান্ ৬ পরলোকং প্রাপ্তঃ ৭ আরোগ্যেণ। ৮ পুরুষস্য।

যদি জর (১) ন ভবয়া (২) নৈব ব্যাধীর্নমৃত্যু
স্তথাপি চ (৩) মহদুঃখং (৪) পঞ্চস্কন্ধং ধারন্তো (৫)
কিং পুন (৬) জরব্যাধি মৃত্যু (৭) নিত্যানুবন্ধাঃ
সাধু প্রতিনিবর্ত্ত্যা (৮) চিন্তয়িষ্যে প্রমোচং।

জরানিপীড়িত যৌবনকে ধিক্। বিবিধব্যাধিজর্জ্জরিত স্বাস্থ্যকে ধিক্, পুরুষের অচিরস্থায়ী জীবনকেও ধিক্, পণ্ডিত হইয়া যে ব্যক্তি আমোদ প্রমোদে প্রমত্ত হয় তাহাকেও ধিক্ যদি জরা না হইত, ব্যাধি ও মৃত্যুও না থাকিত, তথাপি পঞ্চস্কন্ধ* (ইন্দ্রিয়-বোধ) ধারণ করাতেই মহাদুঃখ, জরা ব্যাধি মৃত্যু যখন নিত্য সঙ্গে চলিতেছে তখন আর কি? প্রতিনিবৃত্ত হও ভাল করিয়া মুক্তির উপায় চিন্তা করিব!

অনন্তর সিদ্ধার্থ পুরনায় রথারোহণে নগরের উত্তর তোরণ দিয়া প্রমোদকাননদর্শনার্থ নিষ্ক্রান্ত হইলেন নির্গত হইয়াই অনতিদূরে পথিমধ্যে এক শান্ত দান্ত সংযতেন্দ্রিয় ভিক্ষুকে দেখি-লেন। তিনি কষায়বস্ত্রাবৃত, তাঁহার হস্তে ভিক্ষাপাত্র, চিত্ত প্রসন্ন, শরীর পুণ্যালোকে অতি উজ্জ্বল। কুমার ঈদৃশ রূপ দর্শনমাত্র আকৃষ্ট হইয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন;

কিং সারথে পুরুষ (৯) শান্ত প্রশান্তচিত্তো
নোৎক্ষিপ্তচক্ষু (১০) ব্রজতে যুগমাত্রদর্শী।

---

১ জরা। ২ ভবেৎ ৩ তথাপি। ৪ মহাদুঃখং ৫ পঞ্চস্কন্ধানি (ইন্দ্রিয়াণি) ধারয়ন্তঃ ৬ পুনঃ। ৭ জরাব্যাধিমৃত্যবঃ। ৮ প্রতিনিবৃত্তয়ে।

* দুঃখং সংসারিণঃ স্কন্ধাস্তে চ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ
বিজ্ঞানং বেদনা সংজ্ঞা সংস্কারো রূপমেব চ॥

৯ পুরুষঃ ১০ অনুৎক্ষিপ্তচক্ষুঃ।

কাষায়বস্ত্রবসনো (১) সুপশান্তচারী
পাত্রং গৃহীত্ব (২) ন চ উদ্ধত উন্নতো'ব'

সারথে, এই যে পশান্তচিত্ত শান্ত পুরুষ নয়ন কখন ঊর্দ্ধদিকে তুলেন না, কেবল সম্মুখস্থ চারিহস্ত পরিমিত ভূমি অবলোকনপূর্ব্বক গমন করিতেছেন, কাষায় বস্ত্র ইঁহার পরিধান, ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করত সুপ্রশান্ত ভাবে বিচরণ করেন, উদ্ধত বা অবনীত নহেন, এ কি?

এষো (৩) হি দেব পুরুষ ইতি ভিক্ষুনামা
অপহায় কামরতয় (৪) সুবিনীতচারী।
প্রব্রজ্য (৫) প্রাপ্তঃ সমমাত্মন এষমাণো (৬)
সংরাগদ্বেষবিতো (৭) তিষ্ঠতি পিণ্ডচর্য্যা (৮)

দেব, এ ব্যক্তি ভিক্ষুর ইনি সমুদায় বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, সুবিনীত ইঁহার আচরণ ইনি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছেন। ইনি সকলকে আপনার সমান অবলোকন করেন। রাগ দ্বেষ ইঁহার কিছুই নাই, ইনি ভিক্ষান্নে দেহ ধারণ করেন। সারথির এই কথা শুনিয়া তখন কুমার উল্লসিত হইয়া বলিলেন;

সাধু সুভাষিতমিদং মম রোচতে চ
প্রব্রজ্য (৯) নাম বিদ্বাভিঃ (১০) সততং প্রশস্তা।
হিতমাত্মনশ্চ পরসত্ত্বহিতঞ্চ যত্র
সুখজীবিতং সুমধুরমমৃতফলঞ্চ

ভাল বলিলে, ইহাই আমার ভাল লাগে পণ্ডিতেরা সর্ব্বদা

১ বসানঃ ২ গৃহীত্বা। ৩ এষ ৪ কামরতীঃ ৫ প্রব্রজ্যাং প্রাপ্তঃ। ৬ এষমাণঃ। ৭ বিগতঃ ৮ পিণ্ডচর্য্যাম্। ৯ প্রব্রজ্যা। ১০ বিদ্বদ্ভিঃ।

প্রব্রজ্যার প্রশংসা করিয়া থাকেন ; যাহাতে আপনার হিত হয়, পরেরও হিত হয়, সুখের জীবন, সুমধুর অমৃত ফল [লাভ হয়] এই বলিয়া তিনি চিন্তা করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

কোন কোন জীবনবৃত্তান্তলেখক বলেন কুমার প্রশান্ত ভিক্ষুকে অবলোকন করিয়া গৃহে আসেন নাই, নদীকূলে উদ্যানে বাস করিতেছিলেন তাঁহার পুত্র জন্মানের সংবাদ এই স্থানে তিনি প্রথমতঃ প্রাপ্ত হন তিনি এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া শান্তভাবে কেবল এই কথা বলিয়াছিলেন, "এই এক নবীন সুদৃঢ় বন্ধন আমায় ছেদন করিতে হইবে " তিনি বিষণ্ণ হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন তাঁহার প্রত্যাগমনে সকলে জয়ধ্বনি করিতেছিল, তন্মধ্যে তিনি একটি শাক্য কুমারীর মুখে এই সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছিলেন "সুখী পিতা, সুখী মাতা, সুখী পত্নী যাঁহাদের এমন পুত্র, যাঁহার এমন স্বামী।" সুখী এই শব্দ শাক্যের হৃদয়কে আকর্ষণ করিল, কেন না প্রমুক্ত ভিন্ন আর তে কেহ সুখী নাই তিনি আত্মচিত্তের অনুরূপ সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া সেই শাক্যকুমারীকে নিজ কণ্ঠের রত্নময়হার উন্মোচন করিয়া অর্পণ করিলেন। সে মনে করিল, কুমার বুঝি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন কিন্তু তাহার এ আশা আকাশকুসুমবৎ নিষ্ফল হইল। কেন না তিনি আর তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতও করিলেন না রাজা শুদ্ধোদন পুত্রকে বিমনা দেখিয়া তাঁহাকে গৃহে অবরুদ্ধ রাখিবার জন্য আরো যত্নপরায়ণ হইলেন পাহারাসকল আরো বাড়াইলেন, নূতন পরিখাসকল খনন করাইলেন, দ্বার সকল আরো দৃঢ় করিলেন, রক্ষক সকল নিযুক্ত করিলেন। বীরপুরুষগণকে নিযুক্ত

করিয়া উপযুক্ত বাহন ও বর্ম্মাদি অর্পণ করিলেন। নগরের চারি দ্বারে চতুষ্পার্শ্বে সৈন্যদল স্থাপন করিলেন সকলকে বলিয়া দিলেন, "তোমরা দিবারাত্রি সাবহিত অবস্থান কর, যেন কুমার বাহির হইয়া যাইতে না পারেন" তিনি অন্তঃপুরে আজ্ঞা দিলেন "যেন সঙ্গীতের বিচ্ছেদ না হয়; যত প্রকারের প্রলোভন আছে কুমারকে আবদ্ধ করিবার জন্য সে সমুদায় অনুষ্ঠিত হউক"

অতঃপর শাক্য সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণে কৃতসংকল্প হইলেন। রাজা শুদ্ধোদন পুত্রকে গৃহে আবদ্ধ রাখিবার জন্য যতই কেন যত্ন করুন না, তাহা সফল হইবে কেন? স্বর্গীয় বল যখন মনুষ্যের হৃদয়কে স্পর্শ করে তখন মানবীয় বল বুদ্ধি তাহাকে আবদ্ধ করিবে কি প্রকারে? যে চারিটী ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার নিকট অলৌকিক স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ, ইহাই জীবনের পরিবর্ত্তক ও ঐশ্বরিক বল। উহা স্বর্গীয় দূত ও তাঁহার প্রত্যক্ষ করুণা টার্সস নগরের দুরন্ত মনুষ্যহন্তা সল কি দেখিয়া পথে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন এবং অনুতপ্ত হইয়া জীবনকে একেবারে পাপপথ হইতে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেবতা হইয়াছিলেন? পবিত্র ঈশার অধ্যাত্ম জীবনের গভীর আলোক সন্দর্শনই তাঁহার জীবনের নেতা। এইরূপ আকস্মিক স্বর্গীয় ঘটনাবলী মানবজীবনের পরিবর্ত্তনের হেতু বিধাতা অবসর দেখিয়া তাহা প্রকাশ করিয়া থাকেন বুদ্ধের নিকট উহাই দেবপ্রসাদ এই দেবপ্রসাদ ভিন্ন মহান্ কার্য্যে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারে না, এবং বলীয়ান্ হইয়া ঐ কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করাও অসম্ভব যাহা হউক বুদ্ধের অন্তরস্থ অন্ধকার তিরোহিত হইল আপনার মহাব্রত নিরীক্ষণ করিয়া তৎসাধনে

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন, আর তাঁহাকে রাখে কে ও প্রতিজ্ঞাই বা ভঙ্গ করে কে? ঐ দুর্গম পথ হইতে তাঁহাকে প্রত্যানয়ন করে কে? আমাদের কুমার আর গৃহে থাকিবেন না, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া অন্তঃপুরে হুলু স্থূলু পড়িয়া গেল। অমাত্যগণ বিষণ্ণ, দ্বারবান্ রক্ষকেরা ভীত, শাক্যপরিবার আত্মীয় বন্ধুবান্ধব নিতান্ত দুঃখিত, অন্তঃপুরচারিণী নারীগণ অতিম্লান, মহাপ্রজাবতী মাতৃস্বসা গৌতমী শোকে আচ্ছন্ন, ভার্য্যা গোপা সন্তাপে ক্লিষ্ট এতদ্ আমোদ প্রমোদ গীত বাদ্য সব রহিত হইয়া গেল। এ সকল কাহার চিত্ত আর বিনোদিত করিবে, সে কি আর সংসারে আছে?

একদা গোপা শয়ন করিয়া আছেন, ঘোরনিশীথ সময়ে স্বপ্ন দেখিলেন যে ভর্ত্তা আমার চলিয়া গিয়াছেন, এই সমুদায় পৃথিবী প্রকম্পিতা, পর্ব্বতসকল উৎপাটিত, বৃক্ষসকল বায়ুভরে উন্মূলিত, চন্দ্র সূর্য্য ভূমিতে পাতিত আর উদিত হয় না, আপন কেশপাশ ছিন্ন, দক্ষিণহস্তে মুকুট খসিয়া পড়িয়াছে, হস্তপদ ছিন্ন, কণ্ঠের মুক্তাহারও ছিঁড়িয়া গিয়াছে ছত্র দণ্ডও আর নাই, ভর্ত্তার আভরণ মুকুট ও বহুমূল্য বস্ত্র শয্যার নিকটে; মহাসাগর ক্ষুব্ধ হইয়াছে এই ভয়ানক স্বপ্ন দর্শন মাত্রে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল, সভয়ে সুদুঃখিতা হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বামীকে স্বপ্নবিবরণ বলিলেন, আর্য্যপুত্র, ঈদৃশ স্বপ্ন দর্শনে আমার কি অমঙ্গল ঘটিবে বল, আমার বুদ্ধি ভ্রান্ত হইয়াছে, আমার চিত্ত নিতান্ত শোকার্ত্ত হইয়াছে ইহা শুনিয়া কুমার বলিলেন, "তুমি আহ্লাদিত হও তোমার মনে ত কোন পাপ নাই পুণ্যাত্মারাই ঈদৃশ স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন প্রিয়ে! তুমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছ তাহা তোমার

মঙ্গল নিমিত্ত বটে, তোমারও এইরূপ অবস্থা ঘটিবে আমারও তাহাই ঘটিবে এই সংসারের দুঃখসাগর হইতে কে পার করিবে? আমি সকলের দুঃখ মোচনের জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। পৃথিবীর অনিত্য সুখভোগের নিমিত্ত আমি আসি নাই এই যে লক্ষ লক্ষ প্রাণী মহাক্লেশে নিপতিত তাহা কে ভাবে, কিন্তু আমার হৃদয় মানবের এই মহাদুঃখ দেখিয়া আর থাকিতে পারে না" এই বলিতে বলিতে পরম দয়ালু শাক্য শোকে অধীর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন গোপা হতভম্ব হইয়া নীরব রহিলেন। তখন ভাবিলেন পিতাকে না বলিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য নহে কারণ পিতার প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া অন্যায় যিনি আমার জীবন ও শরীর পরিপুষ্ট করিলেন তাঁহাকে না বলিয়া যাওয়া অতীব গর্হিত অতএব তাঁহার অনুমতি লইয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রামণ করাই সমুচিত। এইরূপ চিন্তা করিয়া কুমার স্বীয় অভিপ্রায় পিতার সন্নিধানে গিয়া ব্যক্ত করিলেন নরনাথ পুত্রের এই নিদারুণ কথা শুনিয়া গলদশ্রুলোচনে ও স্নেহে কুমারের মুখের প্রতি চাহিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ক্ষণকাল অশ্রু সংবরণ করিয়া প্রবোধবচনে কুমারকে বলিলেন 'বৎস, তোমার কি অসুখ, তোমার কিসের অভাব এই সুরম্য রাজপ্রাসাদ বিপুল ঐশ্বর্য্য, সুবিস্তীর্ণ রাজ্য, বহুমূল্য পরিচ্ছদ, রত্নমণিখচিত রাজমুকুট, নানাবিধ উপাদেয় ভোগ্যবস্তু, অগণ্য দাসদাসী, বিবিধ অশ্ব রথ গজ সৈন্য সামন্ত, পরমরূপসী এমন গুণবতী ভার্য্যা, এই সুন্দর সুকোমল তনয়, সুললিত তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীত, নর্ত্তকীগণের এমন নটরঙ্গ, বাদিত্রদিগের সুমধুর বাদ্যধ্বনি, এই মনোহর কুসুমোদ্যান, এই সমুদায় থাকিতে তুমি কেন গৃহে থাকিবে না? এই সকল

তোমারই জন্য, ইহা আর কে ভোগ করিবে? বৎস, তুমি আমার দুঃখের ধন, অনেক তপস্যা করিয়া তোমা হেন রত্ন লাভ করিয়াছি তুমি আমার অতি আদরের সামগ্রী তোমাকে পাইয়া আমি অত্যন্ত সুখী হইয়াছিলাম এখন বৃদ্ধ বয়সে কোথায় যুবরাজ হইয়া সিংহাসন উজ্জ্বল করিবে, না আমায় সকল সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়া অকূল পাথারে ভাসাইয়া যাইবে? তোমা বিনা আমার গৃহ যে শ্মশান, এই নগর যে অরণ্যানী, সংসার যে অন্ধকারময়, আমার জীবনে আর কি প্রয়োজন বৎস, তুমি আর আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিও না তুমি যাহা চাহিবে তাহাই দিব বল গৃহ হইতে যাইবে না।"

তদ (১) বোধিসত্ত্ব (২) অবচী (৩) মধুর প্রলাপী
ইচ্ছামি দেব চতুরোবর (৪) তাম্যি (৫) দেহি
যদি শক্যতে দদিতু (৬) মহ্য (৭) বসোতি (৮) তত্র
তত্রৈক্ষাসে সদ (৯) গৃহে ন চ নিষ্ক্রমিষ্যে
ইচ্ছামি দেব জর (১০) মহ্য (১১) ন আক্রমেয়া
(১২) শুভ্রবর্ণযৌবনস্থিতো ভবি (১৩) নিত্যকালং।
অরোগ্যপ্রাপ্তু (১৪) ভবি নো চ ভবেত ব্যাধিং
বমিতায়ুষশ্চ (১৫) ভবি নো চ ভবেত মৃত্যুঃ।

পিতার বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বোধিসত্ত্ব মধুর বচনে বলিলেন, "তাত! আমি চারিটি বিষয় অভিলাষ করি, তাহা

---

১ তদা ২ বোধিসত্ত্বঃ ৩ অবোচৎ ৪ বরান্ ৫ মহ্যং। ৬ দাতুম। ৭ মম ৮ বসতিঃ ৯ সদা ১০ জরা ১১ মাম ১২ আক্রমেত ১৩ ভবামি এবমন্যত্র ১৪ আরোগ্যপ্রাপ্তঃ ১৫ ভবেৎ এবমন্যত্র ১৬ অমিতায়ুঃ।

আমায় দান করুন। তাহা যদি আপনি দিতে পারেন তবে আমি গৃহে থাকিব নতুবা চলিয়া যাইব। তাহা এই :—যদি বার্দ্ধক্য আমায় আক্রমণ না করে, শুভ্রবর্ণ যৌবন আমার চিরকাল স্থিতি করে, স্বাস্থ্য আমার নিত্যকাল থাকে ও ব্যাধি না হয় এবং মৃত না হইয়া নিত্য জীবিত থাকি, তাহা হইলে আমি আপনার আজ্ঞা পালন করিতে পারি” রাজা শুদ্ধোদন কুমারের এই অসম্ভব প্রার্থনা শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত ও শোকার্ত্ত হইলেন। বলিলেন, আমার এমন শক্তি কোথায় যে আমি তোমার অসঙ্গত প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারি কুমার বলিলেন, তাহা যদি না পারেন তবে আমায় অপর বর দিন। তৃষ্ণাজনিত পুত্রস্নেহ ছেদন করুন এবং জগতের দুঃখ মোচনই হিতকর, ঐজন্য আমি কৃতসংকল্প হইয়াছি, আমার এই কার্য্যে অনুমোদন করুন। রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের এই নিদারুণ নির্ম্মম অভিপ্রায় ও প্রার্থনা শুনিয়া কতই ব বিলাপ করিতে লাগিলেন, আক্ষেপ সহকারে তাঁহাকে কত অনুরোধ করিতে লাগিলেন, প্রবোধ বচনে কত বুঝাইতে লাগিলেন এবং কত অনুনয় বিনয় সহকারে এই সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সকলই বিফল হইল। অগত্যা তিনি অশ্রুপূর্ণলোচনে অভীষ্টসিদ্ধিলাভের জন্য কুমারকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন তখন সিদ্ধার্থ অতি বিনীত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক পিতৃচরণে প্রণাম করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে চলিয়া গেলেন।

কোন্ পিতা এমন গুণবান্ একমাত্র রাজকুমারকে সন্ন্যাসী হইতে অনুমতি দিতে পারে? রাজতনয়কে পথের ভিখারী হইতে আদেশ করিতে পারে কে? রাজা কুমারকে আজ্ঞা দিলেন বটে

কিন্তু তাঁহার হৃদয় উন্মুলিত বিটপীর ন্যায় শোকে মগ্ন হইয়া গেল, তাঁহার হৃদ দ্বার খুলিয়া একমাত্র স্নেহের আধার পক্ষিটি যেন পিঞ্জর হইতে উড়িয়া গেল, যেন কে টি শেল তাঁহার অন্তরে বিঁধিতে লাগিল নয়নজলে অভিষিক্ত থাকাতে তাঁহার দৃষ্টি অবরুদ্ধ হইল আপন প্রকোষ্ঠে গিয়া এই বিষয় যত ভাবিতে লাগিলেন ততই অশ্রুজলে নদী বহিয়া যাইতে লাগিল শোকে অধীরতায় ও রোদনে মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার স্বরূপ বিরূপ হইয়া গেল, কপোলযুগল আরক্তিম হইল, নেত্রদ্বয় স্ফীত হইল। এ অবস্থায় লেখক. তুমি অশ্রু বিসর্জ্জন করিলে পাঠক! তুমিও এই শোকাবহ ব্যাপার শুনিয়া রোদন না করিয়া থাকিতে পারিবে না হায়! সেই বিধাতা প্রেমময় হরি সংগোপনে বসিয়া যাহাকে পবিত্র ও অতিমনোহর বৈরাগ্যভূষণে সজ্জিত করিতেছেন, তাহাকে কে ঘরে বদ্ধ করিয়া রাখিবে? সে কাহার নিষেধ মানিবে, সে কাহার প্ররোচনা বাক্যে ভুলিবে? সে কি পৃথিবীর অসার স্নেহে বদ্ধ হইয়া সব বিস্মৃত হইতে পারে? জীবনের মহাব্রত পালনে নিরত থাকিতে অবহেলা করিতে পারে?

অদ্য রজনীযোগে কুমার চলিয়া যাইবেন ইহা জানিতে পারিয়া অন্তঃপুরে সকলে তটস্থ ও শঙ্কিত হইলেন মাতৃস্বসা গৌতমী চেটিকাদিগকে ডাকাইয়া অলিন্দ দ্বারে শত শত প্রদীপ জ্বালাইয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিবেন বলিয়া বসিয়া রহিলেন প্রহরিগণ দ্বার রুদ্ধ করিয়া সকলে বিষণ্ণ হইয়া জাগ্রৎ রহিল মহারাজের আজ্ঞানুক্রমে দাস দাসী নর্ত্তক নর্ত্তকী বাদক গায়ক প্রভৃতি সকলে নিদ্রা না গিয়া স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত রহিল এ দিকে যখন দ্বিপ্রহরা ঘোরা যামিনী উপস্থিত তখন শাক্যসিংহ নিদ্রা হইতে

উত্থিত হইয়া শয্যার এক প্রান্তে বসিলেন চারি দিক নিস্তব্ধ, সকলে নিদ্রাভিভূত, প্রকৃতি সতী যেন লজ্জায় অবগুণ্ঠনবতী হইয়াছেন, তাই নিবিড় তিমিরাবৃত হইয়া সংগোপনে বসিয়া আছেন এবং রাজকুমার চলিয়া যাইবেন বলিয়া কি ঝিল্লীরবে রোদন করিতেছেন? এই গম্ভীর সময়ে কুমারের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল, তিনি চিদাকাশে উঠিয়া এই ভূমণ্ডলকে অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীতি করিলেন। কথিত আছে, এই সময়ে ধর্ম্মচিন্তানুরত কুমার পূর্ব্ব বুদ্ধগণের চরিত্র এবং সর্ব্বপ্রাণীর হিত চিন্তা করিতে করিতে চারিটি পূর্ব্ব প্রণিধান হৃদয়ে অনুভব করেন প্রথম বদ্ধ প্রাণিগণকে মোচন, দ্বিতীয় অবিদ্যান্ধকার বিমোচনপূর্ব্বক ধর্ম্মালোক দ্বারা প্রজ্ঞাচক্ষু বিশোধন, তৃতীয় অহঙ্কার বিনাশ, চতুর্থ সংসারনিবর্ত্তক প্রজ্ঞাতৃপ্তিকর ধর্ম্ম প্রকাশ। ফলতঃ ঈদৃশ প্রণিধানই তাঁহাকে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিতে উদ্যত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই বুদ্ধদেব প্রস্থান সময়ে একবার অন্তঃপুরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। প্রসুপ্ত নারীগণের বীভৎস ও বিকট রূপ তাঁহার নয়ন গোচর হইল। কেহ কেহ উলঙ্গ, কেহ কেহ খিল খিল করিয়া হাসিতেছে, কেহ কেহ দাঁত কড়মড় করিয়া শব্দ করিতেছে, কাহারও কাহারও চুল এলো, কাহারও কাহারও বক্রমুখ, কেহ কেহ মুখভঙ্গী করিতেছে, কেহ কেহ বিকটভাবে মুখব্যাদান করিতেছে, কেহ কেহ চক্ষু ঘুরাইতেছে, কেহ কেহ ভ্রূকুটী প্রকাশ করিতেছে। এই সকল দর্শন করিয়া তিনি সংসারকে শ্মশান ভূমি বলিয়া বুঝিতে পারিলেন তিনি দুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "হায় কিকষ্ট সমুপস্থিত। আমি যাই, এ রাক্ষসীগণের সঙ্গে থাকিয়া লোকে

কি প্রকারে সুখ লাভ করে। নির্গুণ জীবসকল পঞ্জরমধ্যগত বিহঙ্গগণের ন্যায় দুর্ম্মতি কামগুণে অতিমোহ তিমিরাবৃত সংসারে বদ্ধ হইয়া অবস্থান করে কখন বাহির হইতে পারে না ” আবার ধর্ম্মালোকযোগে অন্তঃপুর অবলোকন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে মহাকরুণা উপস্থিত হইল প্রাণিগণের বিবিধ দুরবস্থা স্মরণ করিয়া তিনি খেদ করিতে লাগিলেন অন্তঃপুরচারিণীগণের বিকৃত দর্শন তাঁহার মনে ঘৃণা উদ্রিক্ত করিল; দেহের প্রতি ধিক্কার জন্মাইল। তিনি আপনার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা সুদৃঢ় করিলেন। পর্য্যঙ্ক হইতে অবতরণ করিয়া সঙ্গীত প্রাসাদে পূর্ব্বাভিমুখে দণ্ডায়মান হইলেন। দক্ষিণহস্তে রত্নজালিকা নামাইয়া প্রাসাদের অগ্রভাগে গমনপূর্ব্বক করপুটে সমুদায় বুদ্ধের নাম গ্রহণপূর্ব্বক একটি একটি করিয়া সকলকে নমস্কার করিলেন *। অনন্তর কুমার ঠিক নিশীথ সময় জানিয়া ও সকলে সুখপ্রসুপ্ত হইয়াছে দেখিয়া ছন্দককে ডাকিলেন। তাহাকে বলিলেন, তুমি অবিলম্বে বেগবান্ অশ্ব বহুমূল্য রাজবেশ এবং কণ্ঠাভরণ আন, আমার সর্ব্ব বিষয়ে সিদ্ধি লাভ হইবে, অদ্য নিশ্চয়ই আমার মঙ্গলজনক প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, কারণ আমার বেশ শুভ লক্ষণ সকল সংঘটিত হইয়াছে। সে এই আদেশ শ্রবণমাত্র ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কোথায়

* বাবু রামদাস সেন স্বপ্রণীত ঐতিহাসিক রহস্য গ্রন্থে কোমতের শিষ্যের ন্যায় শাক্যসিংহকে নাস্তিক ও প্রত্যক্ষবাদী সপ্রমাণ করিতে যত্ন পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সেটি বিষম ভ্রম। বুদ্ধ স্বতন্ত্র অধ্যাত্ম জগতে বিশ্বাস করিতেন, বিশুদ্ধ বোধিসত্ত্বদিগের অমরত্বে বিশ্বাস করিতেন, শারীরিক মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বেও বিশ্বাস করিতেন, বৌদ্ধ গ্রন্থে তাহার শত শত প্রমাণ রহিয়াছে। ললিতবিস্তরের পঞ্চদশ অধ্যায়েও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

যাইবেন? তখন বোধিসত্ত্ব নিতান্ত বিস্মিত হইয়া উত্তর করিলেন, "সে কি? যাহার জন্য আমি পূর্ব্বে এই শরীরের সমস্ত সুখ পরিত্যাগ করিলাম, রমণীকুলের ভূষণস্বরূপ এমন প্রিয়তমা ভার্য্যা, এই রাজ্য ধন কনক বসন, অনিলোপমবেগবিক্রম রত্নপূর্ণ গজ তুরঙ্গ ছাড়িলাম, নিবৃত্তিযোগে সমুদায় পরাভূত করিয়া চরিত্র রক্ষা করিলাম, বীর্য্য, বল, ধ্যান ও প্রজ্ঞানিরত হইলাম; বোধি-জনের শান্তি ও কল্যাণ স্পর্শ করিবার জন্যই বহু কোটি নিযুত কল্প পর্য্যন্ত [এ সকল অনুষ্ঠান] আর কি, আজ আমার জরামরণ পঞ্জরবদ্ধ জীবগণের পরিমোচনের সময় আসিয়াছে। অতএব আর বিলম্ব করিও না শীঘ্র অশ্ব আন" ছন্দক এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, কুমার আপনার তরুণ বয়স, এখনও প্রব্রজ্যার সময় উপস্থিত হয় নাই? ভোগান্তে বৃদ্ধবয়সে প্রব্রজন করিবেন দেখুন লোকে বহু কৃচ্ছ্র সাধনে তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে ক্লেশমাত্র সার। আপনি রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াও ঈদৃশ কায়ক্লেশে কেন প্রবৃত্ত হইবেন? কুমার উত্তর করিলেন, "জন্ম জন্মান্তরে বাসনাজনিত বহুক্লেশ ভোগ করা হইয়াছে, কিন্তু নির্ব্বেদ উপস্থিত হয় নাই; সমুদায় সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। এখন সমুদায় মিথ্যা অসার শূন্য বলিয়া প্রতীতি হইয়াছে, আর বিষয়ে আমার কিছুমাত্র অনুরাগ নাই মহাচরিত্র বলবীর্য্য ক্ষান্তি ও ব্রত সম্ভূত ধর্ম্মজলযানে আরোহণ করিয়া আমি সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইব, লোকদিগকেও উত্তীর্ণ করিব স্থির করিয়াছি আর বিলম্ব করিও না আমার এ প্রতিজ্ঞা পর্ব্বতসম অটল কিছুতেই ভঙ্গ হইবার নহে" এই বলিয়া ছন্দকানীত অমূল্য বসন ও কণ্ঠাবরণে ভূষিত হইয়া ঐ তুরগোপরি আরোহণপূর্ব্বক সেই

ঘোরনিশীথ সময়ে ২৯ বৎসর বয়সে নিদ্রিতা স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র রাহুলকে তদবস্থায় রাখিয়া তিনি গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন। কেবল ছন্দক তাঁহার সঙ্গে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। শাক্য প্রভৃত-পরাক্রমশালী বীরের ন্যায় চলিয়া গেলেন, মত্ত মাতঙ্গের মত উন্মত্ত হইয়া সহাস্য আস্যে চলিয়া গেলেন। কি আশ্চর্য্য! মুখে বিন্দু মাত্র ভয় বা নিরাশার চিহ্ন লক্ষিত হইল না। এমন সুন্দর যুবরাজ পিতার অনুনয়, স্ত্রীর আর্ত্তনাদ, আত্মীয় স্বজনের স্নেহানুরোধ, বন্ধুবর্গের প্রেমালাপ তুচ্ছ করিয়া কি না পথের ভিখারী হইলেন। হায়! ধর্ম্মরাজ ঈশ্বরের কি মহিমা! আজ যিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া রাজসিংহাসনে উপবেশন করিবেন, তাঁহার কি না তৃণাচ্ছাদিত ভূমিই সুখোপবেশন হইল? আজ যাঁহার শিরোদেশে মুকুট শোভা পাইবে ও তাহাতে মণি মাণিক্য ঝলমল করিবে, সেই মস্তক কি না কেশশূন্য হইয়া ভস্মলিপ্ত হইল! আজ যাঁহার কটিতটে শাণিত অসি লম্বমান থাকিবে, তাহাতে কি না কাষায় বস্ত্র ঝুলিতে লাগিল। আজ বীরদর্পে শত শত দেশ পরাজয় করিয়া স্বয়ং একচ্ছত্রী হইবেন, তিনি কি না পৃথিবীর ধূলি হইয়া মানবের বিনীত দাস হইলেন। আজ যাঁহার হস্তে ধনুর্ব্বাণ শোভা পাইবে, তাঁহার সেই বাম হস্তে কি না কমণ্ডলু ও দক্ষিণহস্তে ভিক্ষাপাত্র। আজ যিনি বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান করিয়া পৃথিবীর সুখ সম্ভোগ করিবেন, তিনি কি না চীরবসন পরিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। আজ যিনি রাজপ্রাসাদে বসিয়া সুখে বিহার করিবেন, তিনি কি না তরুতল সার করিলেন। হায়! কুমারের এ বেশ দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, বক্ষঃস্থল নয়নজলে ভাসিয়া যায়। বিচিত্র লীলাময় হরির অপূর্ব্ব

কার্য্য, তাহা কাহার সাধ্য বুঝিতে পারে? আমাদের যুবরাজকে কে এরূপ বেশে সাজাইল? পবিত্র ঈশাকে কে ক্রুশে হত হইতে বলিয়াছিল? প্রেমে মত্ত নিমাইকে কে দুঃখিনী মাতা ও পত্নীকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে আজ্ঞা করিয়াছিল? বিজ্ঞবর মহাজ্ঞানী সক্রেটিস্‌কে কে বিষপান করিতে আদেশ করিয়াছিল? সেই প্রাণারাম হৃদয়বিহারী ঈশ্বরই আমাদের কুমারকে ঘরের বাহির করিলেন। তিনিই ইঁহাকে এমন সুন্দর সজ্জায় সাজাইলেন। রজনী প্রভাত হইলে কুমার অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। ছন্দককে আভরণাদি অর্পণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে বলিলেন। যে স্থান হইতে ছন্দক ফিরিয়া আইসে, সে স্থানকে আজও লোকে ছন্দকনিবর্ত্তন বলিয়া জানে।

বিলাপ।

এদিকে অন্তঃপুরে হঠাৎ কি শব্দ উঠিল, তাহা শুনিয়া রাজা শুদ্ধোদন জাগ্রৎ হইয়া অমাত্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, দেখ ত গৃহমধ্যে কি গোলমাল শোনা যাইতেছে। তাঁহারা তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, মহারাজ, আমাদের কুমারত গৃহে নাই। রাজা তখন নিতান্ত বিষাদমান হইয়া বলিলেন, তবে নগরের সকল দ্বার উদ্যানভূমি ও মৃগয়াস্থান অনুসন্ধান কর। তাঁহার আজ্ঞামতে সকলে অনুসন্ধান করিলেন, কোথাও আর কুমারের তত্ত্ব পাওয়া গেল না। এতচ্ছ্রবণে মহাপ্রজাবতী গৌতমী উন্মূলিত পাদপের ন্যায় রোদন করিতে করিতে ভূতলশায়িনী হইলেন এবং অধীর হইয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। তৎক্ষণাৎ রাজাকে ডাকিয়া বলিলেন, আমাকেও পুত্রের সঙ্গিনী

কর তখন শাক্যাধিপতি শোকে অস্থির হইয়া চারিদিকে কুমারের অন্বেষণার্থ দূত প্রেরণ করিলেন তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন তোমরা কুমারের সংবাদ না লইয়া ফিরিবে না তাহারা অল্প দূর গিয়া দেখিল যে, কুমার যাহাকে আপন উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ দিয়া কাষায় বস্ত্র লইয়াছেন সে আসিতেছে তখন তাহারা নিশ্চয় অনুমান করিল যে আমাদের যুবরাজ তবে বুঝি জীবিত নাই ? এইরূপ আশঙ্কা করিতে করিতে কণ্ঠাভরণ লইয়া ছন্দক নিকটে উপস্থিত হইল তাহারা ছন্দককে দেখিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিল, এ ব্যক্তি উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদের জন্য কুমারকে ত বধ করে নাই ? ছন্দক বলিল না, আমাদের কুমার ইহার নিকট কাষায় বস্ত্র লইয়া এই পরিচ্ছদ প্রদান করিয়াছেন তখন তাহারা আশ্বস্ত হইল এবং তাহার প্রমুখাৎ কুমারের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও প্রত্যাবর্ত্তন অসম্ভব অবগত হইয়া সকলেই ফিরিয়া আসিল। পর দিন প্রাতে এই শোকাবহ বার্ত্তা শুনিয়া সমস্ত কপিলবস্তু নগর হাহাকার করিতে লাগিল। প্রজারা কাঁদিয়া অস্থির হইয়া পড়িল অন্তঃপুর শোকভরে যেন শ্মশানতুল্য গম্ভীর বেশ ধারণ করিল, ঘনবিষাদে চারিদিক পরিপূর্ণ হইল। এমন সময় রাজপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া ছন্দক আভরণাদি অর্পণ করিল তাহা দর্শন মাত্র গৌতমীর শোকাগ্নি প্রবলতররূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল যাহাকে তিনি আশৈশব বহুক্লেশে লালন পালন করিয়াছিলেন, পুত্রনির্ব্বিশেষে স্নেহে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, আপনার সমুদায় প্রেম যাহার প্রতি সংস্থাপন করিয়াছিলেন, যাহার উপর তাঁহার পার্থিব তাবৎ সুখের আশা ছিল, আজ কি না সে সকল আশা বিফল করিল। সুখের মূল কে উৎপাটন

করিল, এই চিন্তা যত প্রবল হয় গৌতমীর চিত্ত শোকে ততই মুহ্যমান হয় তাঁহার নয়নজল আর শুষ্ক হয় না, গৃহশূন্য ক্রন্দন র ন্যায় গদগদস্বরে শোচনে ক্রমাগত বিলাপ করিতে থাকেন, ঐ আভরণ দেখিয়া ভাবিলেন যত দেখিব ততই হৃদয়ের শোকাগ্নি উদ্বেলিত হইয়া উঠিবে দূর হউক, ইহা আর সমক্ষে রাখিব না, এই বলিয়া তাহা পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দিলেন নিদর্শন নিক্ষেপ করিলেন বটে, কিন্তু হৃদয় ত আর ফেলিয়া দিতে পারেন না। সে যে হুতাশনের ন্যায় দিবানিশি জ্বলিতে লাগিল। তখন মাতৃস্বসা গৌতমী দরদরিত ধারে অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে নৃপতিকে বলিলেন. বলি তুমি যখন জানিলে যে আমার বোধিসত্ত্ব নিষ্ক্রান্ত হইবে তখন কেন আমায় জানাইলে না, আমি জন্মের মত এক বার বিদায় লইতাম, সেই চন্দ্রানন দেখিয়া তবুত ক্ষণকাল হৃদয়কে শীতল করিতে পারিতাম হায়! গোপা প্রবুদ্ধ হইয়াও কেন বোধিসত্ত্বকে এক বার দেখিল না, দুটো স্নেহের কথা কহিল না। হা কুমার তুমি আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া কোথায় গেলে নৃপতি শুদ্ধোদন মহিষীর খেদোক্তি শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন পরে কিঞ্চিৎ সংজ্ঞা লাভ করিয়া চীৎকার রবে এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন হা, বৎস, হা! চন্দ্রানন, হা নয়নরঞ্জন, হা হৃদয়বিনোদ! তুমি যে আমার একমাত্র পুত্র, আমারত আর কেহই নাই, এ রাজ্য কে ভোগ করিবে, এ গৃহ কে উজ্জ্বল করিবে? হায় তোমা বিহনে যে আমার সব অন্ধকারময় সংসার অরণ্যময় গৃহ শ্মশানসম, বৎস. তুমি কোথায় চলিয়া গেলে কাল বিদায় কালে ত আমার এত ক্লেশ হয় নাই, আজ কি জন্য হৃদয় ভগ্ন হইয়া গেল? আমি যে

বড় সাধ করিয়া তোমার নাম সিদ্ধার্থ রাখিয়াছিলাম, হায়! তোমা বিনা আমার উদ্যান ভূমি যে শূন্য, অন্তঃপুর ঘনবিষাদপূর্ণ। হা বিধাতঃ! বৃদ্ধবয়সে আমার এক পুত্ররত্ন দিয়াছিলে, তাহাকেও তুমি আবার ঘরে রাখিলে না আর আমার জীবনধারণে সুখ কি?" এইরূপ আক্ষেপ করিতে করিতে রাজার অজস্র অশ্রুপাত হইতে লাগিল রাজার অশ্রুপাতে সকলেই কাঁদিতে লাগিল। পরে শাক্যগণ আসিয়া মুখে জল সিঞ্চন করিয়া কোনরূপে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন গোপা শয়নাগারে এত ক্ষণ ভূমিতলে নিঃস্তব্ধ ভাবে শয়ান ছিলেন, কিন্তু ছন্দকের স্বর, রাজার হৃদয়বিদারক পরিবেদনা শ্রবণ মাত্র ধড়মড় করিয়া উঠিয়া মস্তকের সুচারু চিকুর কেশপাশ ছেদন করিলেন, অঙ্গ হইতে ভূষণ সকল খুলিয়া ফেলিলেন। বিরহযন্ত্রণা নিতান্ত অসহ্য হওয়াতে হৃদয় হইতে দুঃখসাগর উথলিত হইয়া পড়িল উচ্চৈঃস্বরে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া এই খেদোক্তি বাহির হইতে লাগিল। হায়! আজ আমার শয়নাগার নাথভ্রষ্ট, হায়, প্রিয়তমের সহিত চিরবিচ্ছেদ হইল? হে সুরূপ, দ্যুলোক ভূলোকের পূজনীয়, আমার শয্যা পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেলে? আর আমি গুণাধারের দর্শন না পাইলে পানীয় পান করিব না, উপাদেয় দ্রব্যও ভোজন করিব না, ভূমিতে শয়ন করিব, জটাজূট ধারণ করিব, স্নানাদি পরিত্যাগ করিয়া ব্রত ও তপশ্চাচরণ করিব উদ্যান সকল! তোমরা কেন আজ ফল পুষ্পবিহীন, হায়! তুমি যে ধূলায় ধূসরিত, হা গৃহ! নরপুঙ্গবের দ্বারা পরিত্যক্ত হওয়াতে তুমি নিবিড় অরণ্য, হা সুমধুরমঞ্জুঘোষ গীত বাদ্য, হা ভূষণবিহীন শ্রীগৃহ, হা হেমযান! প্রিয়তম বিরহে আর পুনরায় তোমাদিগকে

ভোগ করিব না।" গোপার এই রূপ রোদন শুনিয়া গৌতমী শীঘ্র কাছে আসিয়া সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। হে শাক্যকন্যে! রোদন করিও না, স্থির হও। পূর্ব্বেইত কুমার বলিয়াছিলেন যে "আমি জগজ্জনের দুঃখ মোচনার্থ গমন করিব, জরা মৃত্যু হইতে আপনাকেও উদ্ধার করিব" সেই মহর্ষি সেই কার্য্য সম্পাদন জন্য চলিয়া গিয়াছেন তাহা কি তোমার মনে নাই? এখন শান্ত হও, ঐ দেখ ছন্দকের নিকট অশ্বরাজ ও ভূষণাদি দিয়া সুবোধকুমার বলিয়া দিয়াছেন, "যদি পিতা মাতা জিজ্ঞাসা করেন কুমার কোথায় গিয়াছেন; তবে তুমি তথ্য বলিও, তাই ছন্দক আসিয়াছে তিনি সিদ্ধ হইলে পুনরায় আসিবেন এই মর্ম্মের কথা শুনিয়া গোপা চিত্তকে কোনরূপে ক্ষণকাল স্থির করিলেন ছন্দক সকলের সান্ত্বনা দিবে, না অন্তঃপুরস্থ নারীগণের অবস্থা দেখিয়া নিজেই বিবশ হইয়া রোদন করিতে লাগিল, কে কাহাকে প্রবোধ দেয়? সজলনয়নে বলিল আমি আর্য্যকে প্রত্যাবর্ত্তন করাইবার কত চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু তিনি আমার বলবিক্রমের অতীত, অটল অচলের ন্যায় তিনি সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞায় বদ্ধসংকল্প, তাঁহাকে কে ফিরাইতে পারে? এই বলিয়া সর্ব্বসমক্ষে অশ্ব রাখিয়া সে শোকাবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া ক্রমাগত অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল তদ্দর্শনে গোপা মূর্চ্ছিতা হইয়া সংজ্ঞাহীন হইলেন, সহচরী সখীগণ বক্ষে করাঘাত করিয়া হা হতোস্মি করিতে লাগিল তাহাদের মধ্যে কেহ গোপার মুখে জল দিয়া বাতাস করাতে তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া আর্য্যপুত্রের সমস্ত প্রিয় কার্য্য স্মরণ করিয়া পুনরায় বিবিধ প্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন হা আমার প্রীতিজনন, হা আমার নরপুঙ্গব।

হা। আমার বিমল তেজোধর, হায়! আমার অনিন্দিতাঙ্গ সুজাত, অসম, হা. আমার গুণাগ্রধারিন্, হা! নর দেবের পূজিত হা! পরম কারুণিক, হা! বলোপেত, হা. শত্রুজিৎ, হা! আমার সুমঞ্জুঘোষ, হা. আমার মধুর ব্রহ্মরুত, হা! আমার অনন্ত কীর্ত্তি শতপুণ্য সমুদিত বিমল পুণ্যধর হা। আমার অনন্তবর্ণ, গুণগণ মণ্ডিত ঋষিগণপ্রীতিকরী বাক্, হা! আমার দ্যুলোক ভূলোক পূজিত বিঘুষ্ট শব্দ, বিমল পুণ্য জ্ঞানক্রম, হা! আমার রসরসাগ্র বিম্বৌষ্ঠ, কমললোচন কনকবর্ণনিভ, হা! আমার তুষারসন্নিভ শুক্লদন্ত, হা! আমার সুবৃত্তস্কন্ধ, চাপোদর, হা! আমার গজদন্ত উরুকর চরণ তাম্রনখ, হা! আমার গীতিবাদ্য বরপুষ্প বিলেপন, ও ঋতুপবর! তুমি কোথায় গেলে, অরে! নিষ্ঠুর ছন্দক? তুই আমার কণ্ঠের হার ভর্ত্তাকে কোথায় লইয়া গেলি, ওরে নিদারুণ! যখন আর্য্যপুত্র চলিয়া গেলেন তখন কেন তুই আমাকে জাগাইলি না, অবে নির্দ্দয়! তুই কেন তাঁহাকে বলিলি না যে একা এই পর্ব্বতে গহন কাননে আর্য্য যাইও না কারুণিক অদ্য গৃহ হইতে চলিয়া যাইতেছেন তুই কেন তাহা জানাইলি না? হিতকর কোথায় গেলেন, রাজকুল হইতে কেন গেলেন? ওরে ছন্দক! তুই কেন তাঁর গমনের সহায়তা করিলি, কেন তুই তাঁহাকে পথ ভুলাইয়া স্থানান্তরে লইয়া গেলি না? অবে ছন্দক! তুই কেন বলিলি না, "আর্য্য এই অসহায় বৃদ্ধ পিতামাতাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইও না" অবে ছন্দক! তুই কেন তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলি না, আর্য্য, তোমার পত্নী ও একমাত্র শিশু যে তোমা বিহনে গতাসু হইবে? নয়ন! আরত তুমি এমন প্রীতিকর সুন্দররূপ দেখিতে পাইবে না,

তবে অন্ধীভূত হও, কর্ণ, আরত তুমি সেই প্রিয়তমের মধুর শব্দ শ্রবণ করিয়া শীতল হইতে পারিবে না, তবে তুমি বধির হও, আনন! আরত তুমি নাথের সহিত মধুরালাপে সুখী হইতে পারিবে না তবে বোবা হইয়া থাক! অঙ্গ! তুমি এখন কাহার সেবা করিয়া কৃতার্থ হইবে, অতএব তুমি এখন আমায় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও দাসীর সমস্ত নাথেরই সেবার জন্য ছিল, এখন প্রিয়তমের বিরহে ইহার আর কিছুই প্রয়োজন নাই। বসুন্ধরে, তুমিও কি আমার প্রতি নির্দ্দয় হইলে, জীবিতেশ্বর বিনা আমি এখনো জীবিত রহিয়াছি? কলবিরুত পক্ষিগণ তোমরা ত আজ ডাকিতেছ না, কুসুমনিচয় তোমরাও ত আজ হাসিতেছ না, সুন্দর পাদপগণ কৈ তোমরাও ত আজ সুশীতল বায়ুসেবন করাইয়া পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেছ না? হায় আমার নাথের বিরহে বুঝি সকলেই রোদন করিতেছে। ভাল, মহীরুহাশ্রিত লতাত তাহার অভাবে থাকিতে পারে না ভূতলশায়িনী হয়, তবে আমিওত প্রিয়তমের একাঙ্গীভূত ছিলাম, তবে কেন আমার পতন হইল না? পরিণয়ের সময় সে চরণে আমি হৃদয় সমর্পণ করিয়াছিলাম, কিন্তু সে তাঁহার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে আমিত আর নাই! এইরূপে রোরুদ্যমানা গোপার অন্তরে ক্রমশঃ কিঞ্চিৎ জ্ঞানের বিকাশ হওয়াতে তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, তাইত প্রিয়বিচ্ছেদে আমি কেন ঈদৃশ চঞ্চল হইতেছি পৃথিবীর সকলইতো অনিত্য, সুখ ও প্রিয়বস্তু রঙ্গভূমিস্থ সুনটের ন্যায় অতিচঞ্চল ও ভঙ্গুর আর্য্যপুত্রত আমায় পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন মনুষ্য কেবল জন্ম মৃত্যুর অধীন। অতএব প্রকৃত শান্তিই মানবের প্রার্থনীয়, আমি কেন

তাহার জন্য প্রস্তুত হই না? বৃথা শোকে মুহ্যমান হইয়া কেন এত ক্লেশ পাইতেছি সখ আমার যথার্থ সমাধিলাভ করিয়া মনোরথ পূর্ণ করুন, তিনি নিত্যশুদ্ধ হইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিবেন এখন আমার এই ব্রহ্মচর্য্যই সার; জিতেন্দ্রিয় হইয়া তপশ্চাচরণই শ্রেয়ঃ। এই বলিয়া তিনি সমুদায় সুখে বিসর্জ্জন দিয়া ব্রতানুষ্ঠানে নিযুক্তা রহিলেন সতীর প্রাণ পতি বিনা মৃত দেহের ন্যায়, প্রাণহীন দেহের যেমন সব আছে অথচ তাহার কার্য্য নাই, গোপার তদবস্থা হইল যৌবনের সৌন্দর্য্যকুসুম মলিন ও বিশুষ্ক হইয়া গেল, অল্লাহারে শরীর ক্ষীণ হইয়া আসিল, নয়নের তেজ কমিয়া গেল, মস্তকে আর কবরী উঠিল না, ভাল পরিচ্ছদ পরিহিত হইল না, জীবনের সকল সুখ আহ্লাদ তিরোহিত হইল।